প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

মহুয়া

পঞ্চাঙ্ক নাটক
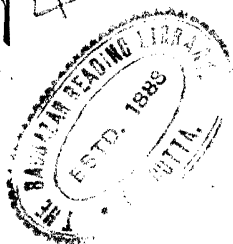
মন্মথ রায়, এম-এ,

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী ১৬ই পৌষ, ১৩৩৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

একটাকা

উৎসর্গ পত্র

আমাদের পিতা-পুত্রের জীবনে যিনি পুরাতনের প্রতি প্রীতি
সঞ্চার করিয়াছেন, বাঙলার পুরাতত্ত্ব-রস-রসিক
প্রত্নতত্ত্ব-আচার্য্য পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি-আই-ই

শ্রীচরণকমলেষু—

৮ই জানুয়ারী—১৯৩০
"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট, পোষ্ট—টাউন;
দিনাজপুর

স্নেহধন্য
মন্মথ রায়

লেখকের কথা

—"মনোমোহন থিয়েটারের বর্ত্তমান পরিচালক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের উপর্য্যুপরি দুইখানি টেলিগ্রাম পাইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯২৯) "মহুয়া" রচনায় হস্তক্ষেপ করি। প্রায় এক পক্ষ কাল মধ্যে মহুয়া-রচনা সমাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের অপরিসীম উদ্যোগে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২৮) মঙ্গলবার "মহুয়া" মহাসমারোহে "মনোমোহন থিয়েটারে সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

"মহুয়া"র প্রথম সন্ধান পাই পরম শ্রদ্ধাভাজন ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত মৈমনসিংহ গীতিকায়। মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই প্রশস্তি উচ্চারণ করি, কেননা, তাঁহার পুরাতন-গীতি-সংগ্রহের এরূপ প্রচেষ্টার কল্যাণেই আমাদের জেলার এই লুপ্তপ্রায় মহুয়া-মধু আজ শুধু বাঙালী নয়, লর্ড রোনাল্ডসে, ষ্টেলা ক্রেমরিস প্রভৃতি অবাঙালী কলারসিকেরও মনোহরণ করিয়াছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর মনোমোহনের পাদপ্রদীপের সম্মুখে আমার কল্পলোকের "মহুয়া" যখন পরিপূর্ণরূপে আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহাকে চিনিয়া ওঠা ভার। মহুয়া, তাহার পালঙ্ক সই, বেদে-বেদিনী সাথীরা এমন কি আমার সেই রাধুপাগলি যে গান গাহিল

সে গান আমার নয়। যে দৃশ্যপটে যে সাজসজ্জায় তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাও শুধু স্বপ্নেই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমার দীনতায় আত্মপ্রকাশেই কুণ্ঠিত ছিল আজ তাহারা সগর্ব্বে পাদপ্রদীপের সম্মুখে তাঁহারই গান গাহিতেছে যাঁহার গানে সারা বাঙলা মত্ত-মাতাল, তাঁহারই পরিকল্পিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাঁহার রূপ পরিকল্পনায় সারা দেশ মুগ্ধ। আমার লেখনীর অক্ষমতাকে এমনি করিয়াই সার্থক সুন্দর করিয়াছেন আমার গীত-সুন্দর বন্ধু কবি নজরুল ইসলাম এবং আমার রূপকল্পনার দীনতাকে এমনি করিয়াই শ্রী দিয়াছেন রূপদক্ষ পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত চারু রায়। যে ভালোবাসায় তাঁহারা আমাকে এই পরমসম্পদ দান করিয়াছেন তাহা আমার ধন্যবাদের বহু ঊর্দ্ধে। গানহীন জীবন যখন গান পায়, রূপহীন মন যখন রূপ পায়, তখন আর কি হয় জানি না, আমার চোখে জল আসে।

মহুয়া রচনায় যাঁহাদের নিকট আশা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণা পাইয়াছি মুগ্ধচিত্তে আজ তাঁহাদেরও সবাইকে স্মরণ করি। রংপুর কার্ম্মাইকেল কলেজের বাঙলার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সাহিত্য রসিক শ্রীযুক্ত কমলেন্দু চক্রবর্ত্তী এম-এ বি-এল্, কাব্যরসিক শ্রীমান শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, নাট্যরস রসিক আত্মীয়প্রতিম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন নাটকের পরিকল্পনায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়াছেন। নাটক রচনায় নাট্য-নিপুণ নট-বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন আমার "মহুয়া" কোন দিনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। নট-সূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, নাট্যনায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নট-[illegible] শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরম স্নেহে আমার পরিকল্পনাকে

তাঁহাদের রূপদক্ষ কল্পনায় সম্মার্জ্জিত করিয়া মহুয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "মহুয়া" তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে।

মহুয়ার প্রচ্ছদপটটি তরুণজগতের সুপ্রিয় চিত্র-শিল্পী আত্মীয়-প্রতিম শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর ভালোবাসার দান। তাঁহার রং এবং তুলি জয়যুক্ত হউক।

সকলের কথাই আজ মনে পড়িতেছে। সকলের প্রীতিই আজ প্রিয়তর মনে হইতেছে। কিন্তু যাঁহার প্রীতি, যাঁহার স্নেহ জীবনের প্রিয়তম সম্পদ ছিল, যিনি এই "মহুয়াকে" দেখিলে সবার চাইতে বেশী সুখী হইতেন তাঁহাকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যায়ও ছিল, নয়, মহাভারত নয়, আমার "চাঁদসদাগর", আমার "শ্রীবৎস।" কিন্তু··· এই মহুয়া?···কোন দেবতার· ইহা প্রীতিসাধন করিবে? ·—।

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

—১৯৩০
"বরদা-ভবন"
পোষ্ট—টাউন, বালুরঘাট
দিনাজপুর

ভাগ্যহীন
মন্মথ রায়

ইঙ্গিত

নদেরচাঁদ	...	...	৺রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরজী বিগ্রহের সেবাইত।
হুমড়া বেদে	...	...	বেদের সর্দ্দার।
সুজন	...	...	ঐ পালিত পুত্র।
মাণিক	...	...	ঐ ভ্রাতা।
সন্ন্যাসী	...	...	
ধনপতি সাধু	...	...	৺ লক্ষেশ্বর সওদাগরের ভ্রাতা।
কোতয়াল	...	...	
মহুয়া	...	...	হুমড়াবেদের পালিতা কন্যা।
পালঙ্ক	...	...	ঐ সই।

মহুয়া

Every line of this book
is very interesting.

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য ঃ—

[রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্রবর্ত্তীর গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরজীর পূজামণ্ডপ। দর্শকগণ সমক্ষে প্রাঙ্গণে বেদের দল নৃত্যগীত খেলায় মত্ত। বিগ্রহ পদতলে মন্দিরের তরুণ সেবাইত নদেরচাঁদ, পার্শ্বে দেবদাসী চন্দ্রাবলী।]

বেদে বেদেনীদের গান

বেদের দল ঃ—

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো।
খোঁপা খু'লে কেশ হ'ল বাউল লো॥
পথে কে বাজাল মোহন বাঁশী,
(তোর) ঘরে ফিরে যেতে হইল ভুল লো॥
কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচি চুড়ি,
বৈঁচি-মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো।

বেদেনী দল :—

ওসে বুনো পাগল, পথে বাজায় মাদল।
পায়ে ঝড়ের নাচন, শিরে চাঁচর চুল লো॥
দিল নাকে সে নাকছাবি বাব্‌লা ফুলি,
কুঁচের চুড়ি আর ঝুম্‌কোফুল দুল্‌ লো॥
নিয়ে লাজ-দুকুল দিল ঘাগরী সে,
আমার গাগরী ভাসাল জলে বাতুল লো॥

[গান শেষ হইল। দর্শকগণ প্রশংসায় করতালি দিয়া উঠিল।]

বেদেনীগণ॥ ঠাকুর মশাই, এইবার বক্‌শীস্‌—

নদেরচাঁদ॥ বক্‌শীস্‌ হবে বৈকি। বক্‌শীসের ভাবনা নেই।··· ভাবনা হচ্ছে তোদের জন্য।···[১মাকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া] গান তো গাইলি, নাচও দেখলুম···লাগ্‌লও বেশ।···কিন্তু দেখ, খানিক আগে ঐ যে দড়ির ওপর উঠে নাচ্‌লি···যদি পড়ে যেতিস্‌?···[বেদেনীগণ হাসিয়া উঠিল]···পড়্‌তিস্‌ না?···কিন্তু দড়িটি তো ছিঁড়ে যেতে পার্ত্ত?···তবে হাঁ, তোদের ডিগ্‌বাজি খেলাটি হয়েছে বেশ। দেখ্‌ছিলুম আর অবাক্‌ হচ্ছিলুম—তোরা বেদেনী, না—ডাইনী!

চন্দ্রাবলী॥ [দেবদাসী]—ওরা দুই-ই!

নদেরচাঁদ॥—ঠিক বলেছিস্‌ চন্দ্রাবলী।—ওরা দুই-ই।···[বেদেনীদের প্রতি] না?

বেদেনীগণ॥—বক্‌শীস্‌, ঠাকুর মশাই, বক্‌শীস্‌?

নদেরচাঁদ॥ আরে, বক্‌শীসের ভাবনা নেই। ঐ যে দেখ্‌ছি শ্যামসুন্দরজী···কৃপণ ন'ন। ওঁর দৌলতে···কি বক্‌শীস্‌ চাস্‌—?

বেদেনীগণ॥ টাকা—মাথা পিছু এক এক টাকা—

নদেরচাঁদ চন্দ্রাবলী, এক থাল্ মোহর নিয়ে আয় তো—

[চন্দ্রাবলী চলিয়া গেল]

[শুনিয়াই বেদেনীগণ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল—]

নদেরচাঁদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [চন্দ্রাবলী মোহর আনিলে] চন্দ্রাবলী, দেখেছিস্ কত বড় হাঁ করেছে ওরা ?···[শোনামাত্র সব বেদেনী মুখ বুজিল] না—না···আর একবার···আর একবার—[বেদেনীগণ অসম্মত হইল।]···আরে শোন—শোন—সব চাইতে বড় করে যে হাঁ কর্‌তে পার্ব্বে পাঁচ মোহর তার বক্‌শীস্—

[তৎক্ষণাৎ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল—নদেরচাঁদ মহা আনন্দে তাহা উপভোগ করিতেছিল—এমন সময় হুমড়া সর্দ্দার আসিয়া তাহাদের ঐ অবস্থায় দেখিল]

হুমড়া ॥ হুম্।···ও সব হচ্ছে কি ? কি হচ্ছে ও সব ?

নদেরচাঁদ ॥—[সেদিকে দৃকপাত না করিয়া মহা উৎসাহে বেদেনীদের প্রতি] আরো বড়···আরো বড়······

হুমড়া ॥ আরে এ আবার কি ?

নদেরচাঁদ ॥ কে, সর্দ্দার ?···ওদের মধ্যে কার হাঁ-টি সব চাইতে বড় বল. দেখি—[বেদেনীগণ সর্দ্দারকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জায় যাইতেছিল—] আরে দাঁড়া দাঁড়া—। বক্‌শীস্ নিয়ে যা—

হুমড়া ॥—কি বক্‌শীস্ ?

নদেরচাঁদ ॥—নাও সর্দ্দার···এই বক্‌শীস্ ওদের হাতে দাও—

[হুমড়ার হাতে স্বর্ণথালি তুলিয়া দিলেন—]

হুমড়া ॥ হুম্…এক থাল মো-হ-র! [মন্দিরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল সে থালা—] ও দিয়ে কি হবে!

নদেরচাঁদ ॥ [বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল—]

হুমড়া ॥—হাঁ করেছ দেখ্ছি তুমিই সবার চাইতে বেশী। হুম্।…

[প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল—]

নদেরচাঁদ ॥ একথালা মোহরে মন উঠ্ল না?…আচ্ছা চন্দ্রাবলী, নিয়ে এস আর এক থালা—

হুমড়া ॥…থাক্ ঠাকুর, থাক্। কিইবা খেলা দেখিয়েছে…তার বক্শীস্…টাকাটা সিকিটেও নয়…তুমি দিচ্ছ মোহর!…পরের সম্পত্তি হাতে পেয়েছ কি না ঠাকুর, কিছুই গায়ে লাগ্ছে না…! তা বেশ, বক্শীস্ এখন থাক।…ভান্মতীর খেল্ দেখেছ? ভান্মতীর খেল্?

নদেরচাঁদ ॥—ভান্মতীর খেল্! নাম শুনেছি বটে…কিন্তু…কই কেউ দেখায় নি তো!

হুমড়া ॥ আরে তা কি সবাই দেখাতে পারে? না সবাই দেখ্তে পারে?…লাখ খেলার এক খেলা ঐ ভান্মতীর খেল্—তার বক্শীস্ ঐ মোহর টোহর নয়—হুম্…

নদেরচাঁদ ॥—মোহর নয়!—তবে?

হুমড়া ॥—মতির মালা। সেই সাবেক কালে এই বামনকান্দাতেই রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তিকে এই খেলা সর্দ্দারনী দেখিয়ে মতির মালা বক্শীস্ পেয়েছিল। আজ সে রাজাও নেই, আমার সে সর্দ্দারনীও নেই—

নদেরচাঁদ ॥—আরে সর্দ্দার, রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তি নেই, কিন্তু তার শ্যামসুন্দরজীর সেবাইত নদেরচাঁদ গোঁসাই তো আছে।

হুমড়া॥ হুম্।···তা তো আছেন ঠাকুর। সে তো দেখ্ছিই।··· আর শুনেওছি রাজকন্যা যদ্দিন সম্পত্তি হাতে না নেন, তদ্দিন এ সম্পত্তিও আপনারই, না?

নদেরচাঁদ॥—না··না ঠিক্ তা নয়। রাজকন্যা একজন ছিলেন বটে...কিন্তু তিনি তো আর নেই!—ডাকাতরা ডাকাতি কর্ত্তে এসেছিল। আমার বাবা বাধা দিতে গিয়ে মারা যান। ডাকাতরা তাঁর বাধা পেয়ে আর কিছু নিতে না পেরে রাজার সেই সবে-ধন-এক মাণিক শিশু কন্যাকে নিয়েই সরে পড়ে। রাজা মেয়ের খোঁজ না পেয়ে সব সম্পত্তি আমার হাতে দিয়ে মারা গেলেন মেয়ের শোকে। সে যাক্।···কিন্তু ভানুমতীর খেল্?

হুমড়া॥···হুম্। রাজা মারা গেছেন, রাজকন্যাও নেই···!

নদেরচাঁদ॥ আঃ কিন্তু আমি তো রয়েছি!···

হুমড়া॥ তা তো রয়েইছেন,··রয়েছেন বলেই তো এসেছি।··· ভানুমতীর খেল্ দেখবার মতো লোক লাখে একটি মেলে।···সেবার দেখেছিলেন রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তি, এবার দেখ্বেন আপনি—

নদেরচাঁদ॥· কিন্তু ভানুমতীকেই যে দেখ্ছি নে!

হুমড়া॥ রাজা যে ভানুমতীকে দেখেছিলেন সে ছিল আমার সর্দ্দারনী! সেও মারা গেছে। এবারকার ভানুমতী···আমার মেয়ে মহুয়া—

নদেরচাঁদ॥—মহুয়া! নামটি তো বেশ! কিন্তু লোকটি কই?

হুমড়া॥—মতির মালাটিই বা কই?

নদেরচাঁদ॥ এই কথা! [গলার মালায় হাত দিয়া] এই তো রয়েছে মতির মালা। এইবার তোমার মহুয়া?

হুমড়া ॥ হুম্ !

আয় মহুয়া আয় !
নেচে নেচে আয় !
মতির মালা আয় ।
ঐ মহুয়া আসে—
মতির মালার আশে !
নেচে নেচে আসে !
হেসে হেসে আসে !
ঐ মহুয়া আসে !

[নাচিতে নাচিতে মহুয়ার প্রবেশ। কিশোরী তন্বী মহুয়া, চপলঝর্ণা মহুয়া, আলোকের বন্যার মত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসে। বেদের মেয়ে মহুয়া, বেদেনীর সকল যাদু তাহার চোখে, বেদেনীর সকল মধু তাহার মুখে !]

নদেরচাঁদ ॥ সর্দ্দার ! সর্দ্দার ! এই তোমার মহুয়া—?

হুমড়া ॥ হুম্। আমার মহুয়া ! আমার মহুয়া—! [দুই বাহু মহুয়ার স্নেহালিঙ্গন আশে বাড়াইয়া দিল, মহুয়া ছুটিয়া আসিয়া সে ব্যগ্র বাহুবন্ধনে ধরা দিল।]

মহুয়া ॥ বাপুজি ! বাপুজি !···আমি ঘুমিয়ে ছিলুম আর তোমরা সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছ, আমায় কেন ডাকো নি ? কেন ডাকো নি ? এ কোথায় এসেছ ? এ-সব কি দেখ্‌ছি !···ওটা কি···[মতির মালায় চোখ পড়িল] বা—বা—বা ! আমার [ছুটিয়া গিয়া নদেরচাঁদের গলার মালা ধরিল] কি সুন্দর ! [বলিয়াই নদেরচাঁদের মুখের দিকে তাকাইল]

নদেরচাঁদ॥ তুমিও!

মহুয়া॥ [নদেরচাঁদের দিকে যাদুকরীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া] আমি নেব—[নদেরচাঁদ মালা লইয়া তাহার হাতে দিল] আমি নিলুম। কেমন মানিয়েছে? খুব ভালো, না? [ছুটিয়া অন্যান্য বেদেনীর নিকট গিয়া] তোরা কি বলিস্?…বল্‌বি নে? হিংসে হয়েছে বুঝি? [একজনকে] ওরে পালঙ্ক সই বল শীগ্‌গীর—আমায় কেমন মানাল? বল্‌বি নে?…বটে?…দে, আমার কানের ফুল ফিরিয়ে দে—দে—দে—দে—[তাহার এক কানের একটী ফুল কাড়িয়া নিল, যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল।]

পালঙ্ক॥ উহু-উহু-উহু—[ব্যথায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

মহুয়া॥ এক কানে একটি ফুল
আর এক কানে নেই!
ন্যাংটো কানে নাচে সই
ধেই—ধেই—ধেই!

[নিজেই ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল]

হুমড়া॥—[ক্রোধে]—মহুয়া—

মহুয়া॥ [ছুটিয়া হুমড়ার কাছে আসিয়া] বাপুজি!

হুমড়া॥—বড় বেয়াড়া হয়েছিস্ তুই, বড় বেয়াড়া।…চাবুক পিঠে পড়ে না কতকাল?

মহুয়া॥ কালও পড়েছে বাপুজি!…কিন্তু আজ আমার কি দোষ াল?… এ মালাটায় আমায় মানিয়েছে কেমন এ কথা ও বলবে না কেন?

সুজন ॥ [হুমড়া-বেদের ছেলে।] ও না বলে আমরা বল্‌ব। তোর গলায় উঠে ঐ মালাটার ঝিলিক্‌ই বেড়ে গেছে মহুয়া, এতক্ষণ ওটা যেন নিভে ছিল! মনে হচ্ছে যেন তুই পূর্ণমসির চাঁদ তারার মালা তোর গলা ঘিরে আছে!

বেদেনীগণ ॥ বহুৎ খুব—বহুৎ খুব!

পালঙ্ক ॥···[ব্যঙ্গে] আ—হা—হা! কি বলাই বল্‌লে!

নদেরচাঁদ ॥ [ব্যগ্রভাবে] আমায় বল্‌তে দাও মহুয়া, আমায় বল্‌তে দাও—

মহুয়া ॥ না—না—না, আর কারো কথা না, সুজনের কথা আমার ভারী মনে ধরেছে। সুজন ভাই, সত্যি তোর চোখ আছে। আমি খুশী হয়েছি, খুব খুশী হয়েছি।

সুজন ॥—খুশী হয়েছিস্‌?

মহুয়া ॥—খু—ব!

সুজন ॥ তবে আমার বকশীস—?

মহুয়া ॥ তোর বকশীস তুই পাবিনে। পাবে ঐ পালঙ্ক সই। [হাসিয়া] ওদের দুজনে খুব ভাব কি না!···[মুক্তোর মালাটা পালঙ্কের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আদেশসূচক স্বরে] কান্না রাখ্‌। হেসে ওঠ্‌।···মালা তোল্‌—

পালঙ্ক ॥ চাই নে···ও ছাই আমি চাই নে—

মহুয়া ॥ বটে!···শোন্‌ ভাই সুজন, ও মালা তবে আমি তোর গলায় পরিয়ে দি—আর তুই তোর মালাটা আমার গলায়—

পালঙ্ক ॥ [চকিতে পালঙ্ক মুক্তার মালা তুলিয়া লইয়া] নিলুম··· আমি নিলুম—

মহুয়া ॥ [প্রাণখোলা উচ্চহাসি] হাঃ হাঃ হাঃ

(সকলে সেই হাসিতে যোগ দিল। হাসিতে হাসিতে হুমড়ার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।)

হুমড়া ॥ শোন্ বেটি। ভারী বেয়াড়া হয়েছিস্ তুই।·· এসব আমি ভালোবাসিনে—

মহুয়া ॥ কি ভালোবাসো তুমি বাপুজি—?

হুমড়া ॥ আমি ভালোবাসি কাজের খেলা, যে খেলায় রুটির যোগাড় হয়—

মহুয়া ॥···রুটি! রুটি!—সত্যি তো, কাল সারাদিন তুমি না খেয়ে রয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে না খেয়ে রয়েছি। সে কথা ভুলেই গেছি! ওরা খেয়েছে নদীর জল আর গাছের ফল, আমরা তা-ও না। তা আজ এখনো পয়সা মেলে নি?

হুমড়া ॥—ওরে বোকা মেয়ে, সারা বছরের চিরকালের খোরাক জোটাতে হবে তো। হুম্। শোন্, তুই খেলা না দেখালে তা আর হয় না—

মহুয়া ॥—কি খেলা দেখাব আমি—?

নদেরচাঁদ ॥ · ভানুমতীর খেলা—

হুমড়া ॥ ঐ শোন্।—ভানুমতীর খেল্।

মহুয়া ॥ বাপুজী!···সে কি? [আশ্চর্য্য হইল]

হুমড়া ॥ কি মহুয়া?

মহুয়া ॥ ভানুমতীর খেল্ দেখ্‌বে কে?

নদেরচাঁদ ॥—আমি—

মহুয়া ॥ [চকিতে নদেরচাঁদের দিকে চাহিয়া] না—না—না, দেখো না, দেখো না। ও খেলা দেখ্‌লে মাথায় বাজ পড়ে, ঐ সর্দ্দারই বলেছে।...সর্দ্দার, সেই যে কোন রাজা—

হুমড়া ॥ হুম্!...রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তি। তা আমি কি কর্ব্ব, দেখতে চাইলেন, নাছোড়বান্দা হয়ে দেখতে চাইলেন। দেখ্‌লেন—দেখে মজে গেলেন! শেষে আমাদের আর ছাড়েন না। বাড়ীতে ঠাঁই দিলেন—

মহুয়া ॥ তার পরই তো রাজার মাথায় বাজ পড়্‌ল। তাতেই রাজা মরে গেল, তুমিই বলেছ—

নদেরচাঁদ ॥—না—না, ডাকাতরা তার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেল। সে শোক তিনি সইতে পার্লেন না। শ্যামসুন্দর, আর শ্যামসুন্দরের নামে তাঁর সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি মারা গেলেন—

হুমড়া ॥ হুম্।.. তবে তাই?...তার মাথায় তবে বাজ পড়ে নি?... হুম্।...বাজ পড়লে বুঝি ওর চাইতেও বেশী কষ্ট পেতেন।...সে ভালোই হয়েছে।...হুম্...কিন্তু আমরা আর একটা কথাও যে শুনেছিলাম, সেটাও কি সত্যি নয়?

নদেরচাঁদ ॥ আবার কি কথা?

হুমড়া ॥ রাজা মর্ব্বার সময় শ্যামসুন্দরজীর নাম নিয়ে সবার কাছে বলে যান...যে তার মেয়েকে ফিরে এই রাজবাড়ীতে এনে দিতে পার্ব্বে সে—ই এই সম্পত্তির মালিক হবে, শুধু সম্পত্তির মালিক নয়, ঐ মেয়েরও মালিক—

নদেরচাঁদ ॥ ঠিক্ তা নয়, ঠিক্ তা নয়।...তবে, হাঁ, কতকটা ঐ

রকমই বটে। তা সে কথাই উঠছে না যখন—আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি যে সে রাজকন্যা বেঁচে নাই, ডাকাতরা তার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে গলা টিপে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে—

হুমড়া॥ অতি সহজেই এ সন্ধানটা পাওয়া গেল, না ঠাকুর? [নদেরচাঁদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ। নদেরচাঁদ শিহরিয়া উঠিল।]

নদেরচাঁদ॥···কেউ কেউ বল্‌লে ডাকাতরা তাকে বনে ফেলে গিয়েছিল, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে···

[মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।]

হুমড়া॥ আর এ কথাটা বিশ্বাস না হয়েই যায় না, কি বল?··· হুম্।...তাহলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই সম্পত্তি তোমাকে ভোগ কর্ত্তে হচ্ছে, না ঠাকুর?

নদেরচাঁদ॥ তা আর কি কর্ব্ব? আমিই না হয় তাকে উদ্ধার কর্ত্তে না পারলুম, কিন্তু, আর দশজনে? কেউ না কেউ তো তাকে উদ্ধার করে এনে সম্পত্তি আর তার উভয়েরই মালিক হতে পার্ত্ত—!

হুমড়া॥ [হুঙ্কার দিয়া উঠিল] ভান্‌মতীর খেল্! ভান্‌মতীর খেল্! ওরে মহুয়া, ভান্‌মতীর খেল—

মহুয়া॥ (একখানা বড় আয়না দেখিয়াছে, দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে—) বাপুজী! বাপুজী!···দেখেছ?

হুমড়া॥ ভান্‌মতীর খেল, মহুয়া, ভান্‌মতীর খেল!

মহুয়া॥ দেখেছ বাপুজী দেখেছ?—[আয়না নির্দ্দেশ]

হুমড়া॥ কি?

মহুয়া॥ এই যে—

[ছুটিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। জীবনে প্রথম এই আয়না দেখা, কাজেই তাহার কার্য্যকলাপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। হাত পা তুলিয়া দেখিতে লাগিল,—অবাক্ হইয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া ঐ রহস্যের সমাধান কি বুঝিতে চেষ্টা করিল। আবার হাত পা ছুঁড়িয়া দেখিতে লাগিল। নাচিয়া দেখিল। মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দেখিল। সকলে হাসিয়া খুন।]

হুমড়া॥ আয়না ও এই প্রথম দেখ্‌ল। প্রথম দেখেছে কি না—প্রথম দেখেছে কি না—হেসো না কেউ, তোমরা হেসো না—

মহুয়া॥ [হুমড়াকে টানিয়া লইয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেখিল। তাহাকে কীল মারিয়া দেখিল। তাহাকে চুমা খাইয়া দেখিল। দেখে আর অবাক্ হয়, অবাক্ হয় আর দেখে, শেষে—] এটা কি ?

হুমড়া॥ ওর নাম আয়না।

মহুয়া॥ ওর মধ্যে যে আমরা সবাই রয়েছি, বাপুজি, বাপুজি, তুমি যে আমাদের সবার সর্দ্দার, তুমি-ও ?

নদেরচাঁদ॥—সবাই! তোমাদের সবাইকে আমি ওতে বেঁধে রেখেছি। কেউ আর পালাতে পাচ্ছ না—ছাড়ান চাও তো ভানুমতীর খেল্ দেখাও—

মহুয়া॥—বটে!···কিন্তু কেন বাঁধবে ?

নদেরচাঁদ॥ তোমরা যে ধরা দাও না, এসেই আবার চলে যাও—।

মহুয়া॥ বটে! সত্যি সত্যিই কি তবে আমাকে বেঁধে রেখেছে ? কয়েদ করেছে ?—দেখি ··

[আবার আয়নাতে তাকাইল। মহুয়া মহা মুস্কিলে পড়িল। কিছুতেই প্রতিবি· এড়ান যায় না। মহুয়া আয়নাতে তাকাইয়া নৃত্য সুরু করিল। পরে আত্মবিহ্বলা হইয়

নাচিতে লাগিল। মহুয়া নাচিতেছিল। সুজন মাদল বাজাইতেছিল। বাজাইতে বাজাইতে সুজনের খেয়াল হইল কোথায় যেন তাল ভঙ্গ হইতেছে। প্রথমটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সে বাজাইয়া চলিল...কিন্তু বেশীক্ষণ নয়...আবার সেই তাল ভঙ্গ। মনে হইল বোধ করি মহুয়ার পা তাল ভঙ্গ করিতেছে। তাহার পায়ের দিকে তাকাইল। চাহিয়া দেখিল, হাঁ, তাহাই। তখনি তাহার দৃষ্টি পা হইতে মহুয়ার মুখে পড়িল। তাকাইয়া দেখে মহুয়া অপলক চোখে নদেরচাঁদের মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে তখনি মহুয়াকে সাবধান করিয়া দিল। মহুয়া লজ্জিত হইয়া তখনি সপ্রতিভভাবে ভুল সংশোধন করিয়া পুনরায় নাচিতে লাগিল]

সকলে ॥ সাবাস—সাবাস—

মহুয়া ॥ [ছুটিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে আসিয়া]—দেখ্‌লে—?

নদেরচাঁদ ॥—দেখলুম !

মহুয়া ॥—কেমন দেখ্‌লে ?

নদেরচাঁদ ॥—এ রকমটি আর কখনো দেখিনি। ময়ূরের নাচ দেখেছি, রাজহংসীর নাচ দেখেছি, আজ মনে হচ্ছে সে নাচ নাচই নয়। আজ বুঝলুম নাচে মানুষকে পাগল করে, মাতাল করে। মহুয়া, তুমি আমায় পাগল করেছ, তুমি আমায় মাতাল করেছ!...কিন্তু ভানুমতীর খেল্‌ ?

হুমড়া ॥...হুম্‌!...মহুয়া, এদিকে আয়—

মহুয়া ॥ দাঁড়াও বাপুজি।...[নদেরচাঁদকে] যা বল্‌লে সব সত্যি ?

নদেরচাঁদ ॥ সত্যি! সত্যি...!! এ যদি সত্যি না হয়, আমি মিথ্যা, আমার জীবন মিথ্যা, আমার যৌবন মিথ্যা, আমার স—ব মিথ্যা—!

মহুয়া ॥ অত বুঝি নে। শুধু এই বুঝতে চাই, খুশী হয়েছ?

নদেরচাঁদ ॥ কি করে তা তোমায় বোঝাব?

মহুয়া ॥ [আয়নাটি দেখাইয়া] আমায় ঐটি দিয়ে—!

নদেরচাঁদ ॥ [আয়নাটি লইয়া মহুয়াকে দিলেন] নাও—কিন্তু ভানুমতীর খেল্?

মহুয়া ॥ দাঁড়াও। [আনন্দে] ওটা এখন আমার···ওটা এখন আমার···ওটা নিয়ে আমি যা খুশী তাই কর্ত্তে পারি—[নদেরচাঁদকে] পারিনে?

নদেরচাঁদ ॥—একশবার।

মহুয়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—তবে—[চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে] একখানা পাথর···একখানা পাথর—

নদেরচাঁদ ॥ পাথর দিয়ে আবার কি হবে?

মহুয়া ॥ সে হবে এক নতুন খেলা। দেখবে তো দাও।···এখানে কি পাথরের কিছুই নেই?

নদেরচাঁদ ॥ [হাসিয়া] পাথরের কিছুই নেই, বল কি মহুয়া? ··এই মন্দিরই যে পাথরের তৈরী। এই মন্দিরের দেবতা ঐ শ্যামসুন্দরজীই যে পাথরের···দেখছ না ঐ শ্যামসুন্দরজী···শ্বেত-পাথরের ঐ যে মূর্ত্তি-বিগ্রহ?

মহুয়া ॥ [শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দেখিয়া যেন তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সোপানের উপর গিয়া বসিল]—আহা—হা—হা! কি সুন্দর! কি সুন্দর। এমনটি তো আর কখনো দেখিনি! আমার চোখ জুড়িয়ে গেল বাপুজি, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কি সুন্দর, ওগো কি সুন্দর! [প্রণাম]

হুমড়া ॥ হুম্। ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! [প্রণতা মহুয়া লক্ষ্যে] হতেই হবে!

মহুয়া ॥ [নদেরচাঁদের প্রতি মায়াময়ী দৃষ্টিতে] কি সুন্দর ওগো কি সুন্দর! ওটাও কিন্তু আমার চাই...একদিন না একদিন নেবই নেব—

নদেরচাঁদ ॥ দেখলে আমার কেমন পাথর আছে?

মহুয়া ॥ না—না, ও পাথর নয়, ও পাথর নয়।...আছে বেদেনীর ছুরি—[আয়নার প্রতি] মর...তুই মর...

[কটিদেশ হইতে একটির পর একটি ছুরিকা খুলিয়া লইয়া আয়নার উদ্দেশ্যে সজোরে নিক্ষেপ। আয়না ভাঙ্গিয়া গেল। মহুয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিল তাহাকে আর উহাতে সম্পূর্ণ দেখা যায় না। দ্বিগুণ উৎসাহ এবং দ্বিগুণ উত্তেজনায় তাহাতে পুনরায় ছুরি নিক্ষেপ। আয়না ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। সকলে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।]

হুমড়া ॥ এ কি কর্লি বেটি?

নদেরচাঁদ ॥ ও কি কর্লে মহুয়া?

মহুয়া ॥ [হুমড়ার প্রতি] কি করলুম?...[নদেরচাঁদের প্রতি]... বেদের মেয়েকে ধরে রাখবে? বেদের সর্দ্দারকে বাঁধবে? বেদে জাতকে কয়েদখানায় পুরবে? [ব্যঙ্গে] হয় না তা হয় না, ওরে আমার নদেরচাঁদ... ওরে আমার সোণারচাঁদ, হয় না তা হয় না—! [অন্য স্বরে, অন্য দিকে ছুটিয়া গিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে] ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! কে দেখবে এস...শীগ্‌গীর চলে

এস! এখানে নয়, ঐ মাঠে; খোলা মাঠে, খোলা মাঠে, ছাদের নীচে নয় ভাই—আকাশের নীচে, ঘরের মেজেতে নয় ভাই···ঘাসের বুকে!

[ছুটিয়া প্রস্থান।

সঙ্গে সঙ্গে "চল" "চল" "দেখিগে চল" রব উঠিল। দর্শকগণ ছুটিয়া বাহিরে গেল। বেদেনীগণও চলিয়া গেল। নদেরচাঁদও ছুটিয়া যাইতে-ছিলেন। হুমড়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং বেদে বেদেনীগণকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। বেদেবেদেনীগণ সে ইঙ্গিতাদেশ পালন করিল।]

হুমড়া॥ মাণিক—

মাণিক॥ [হুমড়ার ছোট ভাই।]—দাদু!

হুমড়া॥—দাঁড়াও—[মাণিক দাঁড়াইয়া রহিল।] দেখো, এখন যেন এখানে কেউ না আসে—

মাণিক॥ [পথের সম্মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া] আচ্ছা।—

নদেরচাঁদ॥ [বিস্মিতভাবে হুমড়ার প্রতি]···তুমি কি চাও?

হুমড়া॥—আমি চাই রুটি। [হস্তধারণ]

নদেরচাঁদ॥—দেব। হাত ছাড়—

হুমড়া॥ [হাত ছাড়িয়া দিয়া] হাত আমি ছাড়ছি।···হুম্···এও দেখেছি যার হাত ধরেছি, সে-ই আবার পায়ে ধরেছে।···হাঁ, আমি রুটি চাই—

নদেরচাঁদ॥ যত চাও··দেব।···আমায় যেতে দাও;···ভানুমতীর খেল।—

হুমড়া ॥—ভানুমতীর খেল্ ওখানে নয়, ভানুমতীর খেল্ এখানে।··· কত রুটি দিতে পার?···আমার একটি পেটের নয়, হাজার হাজার বেদে-বেদেনী ক্ষুধার জ্বালায় দেশে দেশে সারাজীবন কুকুরের মতো ফেরে। আমি চাই এই হাজার হাজার বেদে-বেদেনীর চিরজীবনেরও নয়, চিরকালের রুটি!

নদেরচাঁদ ॥···তা আমি কোথায় পাব? তুমি তো বেশ লোক সর্দ্দার!

হুমড়া ॥ ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! সেই রুটি এখানে আছে, আজ আমি তা চাই।···তোমাকে দিতে হবে—

নদেরচাঁদ ॥—এখানে আছে সেই রুটি? তুমি বল্‌ছ কি সর্দ্দার? তুমি কি ক্ষেপেছ?

হুমড়া ॥ ক্ষেপি নি। হুম্। আমি ক্ষেপি নি। শোন ঠাকুর, এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে সেই রুটির যোগাড় হ'তে পারে, হয়না মাণিক?

মাণিক ॥ খুব হয় দাদু।···শুধু রুটি কেন? ডাল তরকারী হয়, দুধ হয়···দই হয়···সন্দেশও হয়।···দাদুও তো কাল থেকে সারাদিন না খেয়ে আছ! ঐ দুধের মেয়েটীও তো তোমার সঙ্গে উপোস করেছে!

হুমড়া ॥ শুনলে?···তাই এই দেবোত্তর সম্পত্তি চাই।···এ সম্পত্তি আমার—

নদেরচাঁদ ॥—বল্‌লেই হ'ল?

হুমড়া ॥ হাঁ, বল্‌লেই হ'ল। শুধু মুখ দিয়ে এই গ্রামবাসী ঐ জনতাকে বললেই হল। শুধু এই বলতে হবে ··রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তির

মেয়ে নদেরচাঁদ ঠাকুরের কল্পনায় মরেছে, কিন্তু বাস্তবে সে বেঁচে আছে। আমি তাকে—আজই, এখনি···এখানে···সবার সম্মুখে বের কর্ত্তে পারি—

নদেরচাঁদ॥ [সভয়ে] চুপ! চুপ! [কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হইয়া] কিন্তু তোমার সে কথা লোকে বিশ্বাস কর্ব্বে কেন?···তার প্রমাণ?

হুমড়া॥ তার প্রমাণ রয়েছে। সেই মেয়ের দেহেই রয়েছে। জানো সেই উল্কি চিহ্ন?

নদেরচাঁদ॥ চুপ! চুপ!

হুমড়া॥ ঐ শ্যামসুন্দরের পা' দুখানি তার পিঠে রাখ···রেখায় রেখায় সেই উল্কিচিহ্ন মিলে যাবে—

নদেরচাঁদ॥···যদিই বা যায়, তাতেই কি এসে যায়?

হুমড়া॥ কাজীর বিচারে, রাজার মৃত্যুকালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যদি আমি সেই মেয়েকে এই রাজবাড়ীতে ফিরিয়ে এনে দিই আমিই হব এ সম্পত্তির মালিক, সেই মেয়েরও মালিক—

নদেরচাঁদ॥ জানি না তুমি কে। শুধু এই জানি···তুমি ঐ মহুয়ার পিতা। তাই এখনো তোমার রক্ষা—তোমার কথা যদি সত্যিই হয়, যদি তুমি সেই রাজকন্যাকে সত্যসত্যই ফিরিয়ে এনে থাক, তবে তুমি···তুমিই ···সেই রাত্রির ডাকাতির সর্দ্দার,···তুমিই আমার পিতাকে হত্যা করেছ—সম্পত্তি নিতে হয় নাও, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি তোমার শির নেব—

হুমড়া॥ হুম্।···স্বীকার কর্ছি আমিই সেই ডাকাতির সর্দ্দার। কিন্তু তাই হয়েছে কি?···ঐ ছুরি? আমি জানি···আমি জানি—শ্যামসুন্দরের

উপাসক যাঁরা তাঁরা জীবনে কখনো জীবহিংসা করেন না, দীক্ষার সময় ঐ হয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা।···তোমার পিতা মৃত্যুকালে ঐ কথা বলে আমায় মার্জ্জনা করেছেন, রাজা তাঁর মৃত্যুকালে ঐ কথা ব'লে ডাকাতদের মার্জ্জনা ক'রে গেছেন। তিনি শুধু ফেরত চেয়ে গেছেন তাঁর কন্যা, পরিবর্ত্তে দান কর্ব্বেন বলে গেছেন রাজত্ব! . এর পরও যদি তুমি চাও আমার শির,··· নাও—

নদেরচাঁদ॥ পিতা মার্জ্জনা করেছেন, করুন, রাজা মার্জ্জনা করেছেন, করুন, কিন্তু, আমি মার্জ্জনা কর্ত্তে পার্ব্ব না [হঠাৎ হুমড়ার ছুরী কাড়িয়া লইয়া] মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ঘাতক!

হুমড়া॥ ওঃ [একহাতে চোখ ঢাকিয়া অন্য হাত শ্যামসুন্দরের দিকে প্রসারিত করিল।] শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর!

নদেরচাঁদ॥ শ্যামসুন্দর? শ্যামসুন্দর?

(মহুয়ার প্রবেশ)

মহুয়া॥ শ্যামসুন্দর।·· চোখে কি মায়া···মুখে কি মমতা···[নদের-চাঁদের উপর দৃষ্টি পড়িল] এ কি! [নদেরচাঁদের হাত হইতে ছুরি—মাটিতে পড়িয়া গেল।]...[অবাক্ হইয়া গিয়া] এ আবার কি খেলা! এ বুঝি শ্যামসুন্দর-খেলা!

নদেরচাঁদ॥ শ্যামসুন্দরের খেলা! [কাঁদিয়া ফেলিলেন] শ্যামসুন্দরের খেলা!

মহুয়া॥ [হুমড়াকে] বাপুজী, এ কি! ও কাঁদে কেন?

হুমড়া॥ ও ভেবেছিল এ দেশের রাজকন্যা মরে ওর রাজত্বের পথ

নিষ্কণ্টক করেছে। এখন জানা যাচ্ছে রাজকন্যা মরেনি।···এখন সেই রাজকন্যা এসে এই সম্পত্তি দাবী কর্ছে···তাই ওর কান্না—

মহুয়া ॥···[নদেরচাঁদকে] তাই তুমি কাঁদছ ?···কোথায় সে রাজকন্যা ? সে কি পাথর না কি ?···এই কান্না দেখেও চুপ করে সে বসে আছে ?

হুমড়া ॥···সে এসে কি কর্বে ?

মহুয়া ॥ [এগিয়ে] বলবে তুমি কেঁদো না। আমি হ'লে আরো বেশী বলতুম···

হুমড়া ॥ কি বলতিস্ ?

মহুয়া ॥ বলতুম···না বলবো না। আমার লজ্জা করে··!

হুমড়া ॥ তোর আবার লজ্জা ! কি বলতিস্ তুই ?

মহুয়া ॥ বল্তুম আমায় বিয়ে কর, তোমায়ও আমি পাব, তুমিও রাজকন্যা পাবে—

হুমড়া ॥ বটে ! বটে !·· হুম্।···[মুহূর্ত্ত কাল কি ভাবিয়া হঠাৎ নদেরচাঁদের প্রতি]···ঠাকুর, তোমার রাজ্য তোমারি থাক। সেই রাজকন্যাকেই তোমার বিয়ে কর্ত্তে হবে—

নদেরচাঁদ ॥···[অগ্নিময় দৃষ্টিতে হুমড়ার পানে তাকাইলেন—মুখে কোন কথা বাহির হইল না—]

মহুয়া ॥ [নদেরচাঁদকে] কথা কইছ না যে ?···ও বুঝেছি, বাপুজি, তবে ও রাজী।

হুমড়া ॥ রাজী না হ'য়ে যায় কোথায় ? সম্পত্তির লোভ বড় লোভ।··· কি, তবে বাবাজী রাজী ?

নদেরচাঁদ ॥ তোমার এ প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—

হুমড়া ॥ বটে! তবে সম্পত্তিতেও পদাঘাত কর্ছ?

নদেরচাঁদ ॥ হাঁ, কর্ছি। সম্পত্তির লোভ করিনে। নিয়ে এস কোথায় তোমার রাজকন্যা। দাও তাকে সর্ব্ব-সম্পত্তি। সেখানে আমার কোন ভিক্ষা চাইবার নেই, চাইতে ঘৃণা বোধ করি, চাই না।…কিন্তু… [স্বর কাঁপিয়া উঠিল] তবু আমি ভিক্ষুক। তুমি যে দুনিয়ার ঘৃণ্যতম ভিক্ষুক সেই তোমারি দুয়ারে আজ আমি ভিক্ষুক। তোমারি কাছে… সেই রাজনন্দিনী নয়, ঐ বেদেনী! পিতার শির নিয়েছ, মুমূর্ষু পিতার মার্জ্জনা পেয়েছ, শ্যামসুন্দরের করুণা পেয়েছ, ভাগ্যদেবতার হে প্রিয়তম ব্যাধ, আমার আরো যা আছে সব লুণ্ঠন কর…আমার জাতি নাও…কুল নাও…মান সম্ভ্রম সব নাও…পরিবর্ত্তে আমায় সম্প্রদান কর তোমার ঐ পঙ্কতিলক নন্দিনী!

মহুয়া ॥ বাপুজী, ও কি বলে? ওর একটা কথাও তো আমি বুঝলুম না!

হুমড়া ॥ ও তোকে বিয়ে কর্ত্তে চায়।…করবি ওকে বিয়ে?

মহুয়া ॥—সেই রাজকন্যা?

হুমড়া ॥—ও সে রাজকন্যাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে!

মহুয়া ॥ রাগটি তো কম নয়!…কোনদিন বা আমাকেই…

নদেরচাঁদ ॥ [সকাতরে] মহুয়া! মহুয়া!

মহুয়া ॥ ওতে আমি ভুলছি নে। আমি ঐ শ্যামসুন্দর পাবো? এই মন্দির? ঐ বাগান বাড়ী?

নদেরচাঁদ ॥ না মহুয়া, এসব আর আমার নয়। আমার বল্‌তে আজ

আর কিছু নেই। আমার আজ আছে শুধু আকাশ, শুধু বাতাস, শুধু ঐ নদীর জল, গাছের ফল! এ বাড়ী-ঘর ··এ নাটমন্দির···এ সম্পত্তি··· এখন সব এক রাজকন্যার—

হুমড়া॥ [আপন মনে বিড়বিড় করিয়া ভাবিতে ভাবিতে] রাজকন্যা! রাজকন্যা!! [হঠাৎ মহুয়াকে] আয় বেটি···আয় · তোর পিঠের কাপড়খানি তোল দেখি একবার ··অনেকদিন চাবুক মারিনি, আজ শেষ এক ঘা পড়ুক পিঠে—

মহুয়া॥ [সকৌতুকে নদেরচাঁদের কাছে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া··· সহাস্যে] তুমি চাবুক মার্তে মানা কর না—!

হুমড়া॥ [হাসিয়া] বহুৎ খুব। ওরে মাণিক···আর দেখ্ছিস্ কি···বিয়ের বাজনা বাজা—। [নদেরচাঁদকে] তবে এই বেদেনীকেই বিয়ে কর্ব্বে?

নদেরচাঁদ॥ হাঁ—

হুমড়া। জাত·· কুল···মান ?

নদেরচাঁদ। [মহুয়ার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া] এই আমার জাত··· এই আমার কুল···এই আমার মান—

হুমড়া॥ [ব্যঙ্গে] জাত? কুল? মান? একে অন্তঃপুরে ঠাঁই দিতে পার?

নদেরচাঁদ॥···প্রমাণ চাও?···এসো মহুয়া—[মহুয়াকে টানিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেলেন।]

হুমড়া॥ হুম্। [দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। যখন আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, তখন···]···মাণিক!

মাণিক ॥ [ছুটিয়া আসিয়া]···কি দাদু ?

হুমড়া ॥ কি হ'ল ?

মাণিক ॥ ভালোই হ'ল। সম্পত্তি নিজেরা দাবী কর্লে ফ্যাসাদ ছিল বিস্তর···কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ উঠতো···কাজীর বিচারে সেই ডাকাতি··সেই খুন-জখম সব ধরা পড়ে যেতো। তার চাইতে নদেরচাঁদ ঠাকুর বেদেনীকে কর্ল বিয়ে · আমাদের কুল উজ্জ্বল হ'ল। যদি কখনো বেদেনী ব'লে তাকে ঘৃণা করে, তখন প্রকাশ ক'রে দেবো এ বেদেনীই রাজকন্যা।

হুমড়া ॥ না—না—সে কতক্ষণ গেছে !···নদেরচাঁদ ঠাকুর হয় ত তাকে বোঝাচ্ছে সেই তার সব···আমি কেউ নই, বোঝাচ্ছে সে তার স্বামী, স্বামীর চাইতে বড় কেউ নয়, যে তাকে পিতার স্নেহে লালন করেছে সে কেউ নয়, যে তাকে মাতার মমতায় পালন করেছে সে কেউ নয়।···কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে···নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে··· ওকে বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছি ! কত দুঃখ—কত দারিদ্র্য এসেছে আর চলে গেছে···ওকে তার এতটুকু আঘাত সইতে দিই নি···নিজে না খেয়ে ওর মুখে রুটি দিয়েছি, পিপাসার জলটুকুও ওরই মুখে ধরেছি, তাতেই আমার ক্ষুধা মিটেছে পিপাসা মিটেছে···কিন্তু আজ ?···আজ যে ওকে হারিয়ে রাজরাজেশ্বর হলেও কে মেটাবে এই বুকের ক্ষুধা···প্রাণের পিপাসা ! না—না · আমার সেই পোড়া রুটিই ভালো···আমার সেই ছেঁড়া তাঁবুই ভালো···আমার সেই দুঃখই সোণা, দারিদ্র্যই মধু···শুধু তুই আয় মহুয়া···মহুয়া—

[সোপানের প্রথম ধাপে ছুটিয়া আসিল মহুয়া]

মহুয়া ॥ বাপুজি ! বাপুজি ! তুমি আমায় ডাক্‌ছ ?

হুমড়া ॥ [চাপা গলার ইঙ্গিতে]—আয় !

মহুয়া ॥ [সোপান পথে তর্ তর্ করিয়া নামিয়া আসিয়া হুমড়ার বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়া]···কি বাপুজি ?

হুমড়া ॥ চল্—

মহুয়া ॥ [সবিস্ময়ে] কোথায় ?

হুমড়া ॥ আমার সেই মাটির ঘরে···আমার সেই ছেঁড়া তাঁবুর তলায়—

মহুয়া ॥ না—না, আমি যাব না। আমি যে এখানে শ্যামসুন্দর পাব ! আর কোথাও আমি যাব না—

হুমড়া ॥ ছিঃ বেদের মেয়ে শ্যামসুন্দর নেয় না,—ছিঃ।

মহুয়া ॥ না—না, আমি নেব—

[সিঁড়ির দিকে ছুটিল]

হুমড়া ॥ রক্তে টানে ! রক্তে টানে ! ওরে, না—না, শোন্···তোর পায়ে পড়ি মা শোন্—

মহুয়া ॥ [সর্দ্দার তাহার পায়ে পড়িবে—শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তখনি আবার ছুটিল—] না—

হুমড়া ॥ [ছুটিয়া সোপানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সোপানের উপরে অবস্থিতা মহুয়ার একখানি হাত চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া]—তোকে যেতেই হবে !

মহুয়া ॥ শ্যামসুন্দর ! আমার শ্যামসুন্দর ! [কাঁদিয়াই ফেলিল।]

মাণিক ॥ তুমি কি কর্চ্ছ সর্দ্দার ? ওকে নিয়ে পালালে···এই ঘর-বাড়ী —এই ধন-দৌলত—

হুমড়া ॥ [যেন মৃত্যুকাল উপস্থিত] না—না—আমি চাই না। ওকে পর কর্‌তে আমি পার্ব্ব না···তবে আমি বাঁচবো না—বাঁচবো না—

[মহুয়াকে বুকে নিয়া ছুটিল]

মহুয়া ॥ শ্যামসুন্দর! আমার শ্যামসুন্দর!

হুমড়া ॥ না—না—

[পলায়ন।

মাণিক ॥ শোনো সর্দ্দার—শোনো—

হুমড়া ॥ [নেপথ্য হইতে] না—না—

[মাণিক তাহার অনুসরণ করিল।]

[সোপানের ঊর্দ্ধে প্রথম ধাপে নদেরচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! [নীচে ছুটিলেন] মহুয়া! [নীচে নামিয়া আসিয়া] মহুয়া! সর্দ্দার!—কেউ নেই! কোথায় গেল?

[দেবদাসীগণ শ্যামসুন্দরের আরতি দিতে আসিল ও মন্দিরে প্রবেশ করিল।] তবে কি সবই স্বপ্ন সবই মায়া? সবই মোহ? [দূর হইতে ভাসিয়া আসিল গৃহ-গামী—বেদের দলের চীৎকার "ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্!]··ভানুমতীর খেল্! [নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন।] ঐ মহুয়াই কি ভানুমতীর খেল্? সেই আলো···সে কি আলেয়া? সেই চোথ সেই মুখ সে কি মরীচিকা? মহুয়া? মহুয়া! [মহুয়ার উদ্দেশে ছুটিলেন। তখনি সাজের শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

[নদেরচাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।] আরতি! আরতি! জীবনের কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্যের জীবন! (বেদের মাদলধ্বনি ভাসিয়া উঠিল] কিন্তু ঐ বেদের মাদল! ঐ বেদের মাদল! ও যে আমায় পাগল করে!...মহুয়া! শ্যামসুন্দর!...শ্যামসুন্দর! মহুয়া!

[প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য :—

[হুমড়া বেদের বাড়ী। চৌচালা ঘর। সম্মুখে প্রাঙ্গণ।

চারি দিকে মানুষ-প্রমাণ মালঞ্চের বেড়া। এক পার্শ্বে একটি মাত্র দরজা।]

মহুয়া ও পালঙ্ক।

মহুয়া ॥ আবার বিয়ে কি রে? বিয়ে তো আমার হয়েই গেছে!

পালঙ্ক ॥ তোর কথায় তো তাই বুঝেছিলাম। কিন্তু সর্দ্দার আজ ঘুম থেকেই উঠে হুকুম দিয়েছে আজ এই পূর্ণমসীর চাঁদে তোর বিয়ে হবে!

মহুয়া ॥ আর সেই নদেরচাঁদের সঙ্গে আমার যে বিয়েটী হ'ল···সেটি বুঝি বিয়েই নয়—?···আমি যাচ্ছি এখনি সর্দ্দারের কাছে—

পাগঙ্ক ॥ গিয়ে লাভ নেই। বিয়ের সব আয়োজন শেষ হয়ে গেছে, আর জানিস্ তো সর্দ্দারের রোখ্—

মহুয়া ॥ আর এদিকে যে আমি নদের-ঠাকুরের কাছে খবর পাঠিয়েছি আজ যেন সে এখানে এসে আমায় নিয়ে যায়; তার কি হবে?

পালঙ্ক ॥ কি যে হবে তা জানি নে।

মহুয়া ॥ ওরে, ঠিক্ ধরেছি।···আচ্ছা কার সঙ্গে সর্দ্দার আমার বিয়ে দেবে ঠিক করেছে? বোধ করি সুজন, না?

পালঙ্ক ॥ না—না—সুজন নয়। কে যে তোর বর তা কাউকেই জানায় নি। বর যে কে, সে সুধু জানে···সর্দ্দার। বরের নাম ভারী গোপনে রেখেছে। ঐ সুজনও বল্‌তে পার্লে না। কে যে বর এইটে জানবার জন্য ও আজ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, বেশ হয়েছে—!

মহুয়া ॥ তুইও দেখছি হাঁপিয়ে উঠেছিস্।···তা দেখ, আমি ঠিক্ ধরেছি আমার কথায় রাখাল নদেরঠাকুরের কাছে গিয়ে বলে এসেছে সে যেন আজ এখানে এসে তার বৌ নিয়ে যায়।

পালঙ্ক ॥ তা কি সে আস্‌বে?

মহুয়া ॥ আস্‌বে। রাখাল সেখান থেকে ফিরে এসেই আমায় বলে গেছে।

পালঙ্ক ॥ তবে আবার বিয়ের যোগাড় কেন?

মহুয়া ॥ সর্দ্দার খুব একটা খেলা দেখাবে তাই। নিশ্চয় সর্দ্দার রাখালের কাছে খবর পেয়েছে নদেরঠাকুর আসবে। বরের নাম যে সর্দ্দার গোপন রেখেছে এখন বুঝ্‌লি তার মানে? ঠিক্ বিয়ের আগে আমার সেই ঠাকুরকে বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবে···!···সকলে হো-হো করে হেসে উঠ্‌বে! তা আমিও ভাব দেখাব যেন আমি কিছুই জানিনে। তুইও তাই, বুঝ্‌লি?

পালঙ্ক ॥ তা যদি হয়, সোণায় সোহাগা হবে। তোদের দুটিতে যা মানাবে যেন ঠিক্ মাণিকজোড়!

মহুয়া ॥ আর তোদের দুটিতে? তুই আর সুজন?—যেন চখা-চখি?

পালঙ্ক ॥ চোখ নেই ভাই, কারো চোখ নেই। তোর যে ঐ দুটি চোখ...চোখ নয় তো যেন দুটি নীলকুমুদ!

মহুয়া ॥···[পালঙ্কের ফুলের সাজি হইতে খপ্ করিয়া নীলকুমুদ তুলিয়া লইতে গেল]···তবে দে...আমার চোখ আমায় দে...

পালঙ্ক ॥ [যেন তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়] না—না—ও দুটি আমি দিতে পার্ব্ব না! তোকে তো কতবার বলেছি, সারা বিলে আজ ঐ দুটি নীলকুমুদই ফুটেছিল···আর একটিও নেই।...ও দুটি নীলকুমুদ যে ভাই আমি সুজনের নামে মানত্ করেছি। মানতের ফুল ··ওতো ভাই কাউকে দিতে পারি না! তুই বরং একটা নাগকেশর নে—

মহুয়া ॥ বটে? নীলকুমুদ নয়, নাগকেশর? কে চায় তোর নাগকেশর? একে তো তোর নাগরের জ্বালায় জ্বল্‌ছি···তার ওপর নাগকেশর!...শুনবি তবে তোর নাগর আমায় কি বলেছে আজ?

পালঙ্ক ॥ বল দেখি—বল দেখি—

[মহুয়ার গান।]

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী ॥
সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল,
এল পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী ॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখী, 'পিউ কাহাঁ',
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী ॥

পালঙ্ক ॥ এ কথা সে বলেইনি—

মহুয়া ॥ একশবার বলেছে। না—না, একশ একবার ॥

পালঙ্ক ॥ তবে ভুল করে বলেছে। আমি জানি ও এমনি ভুল করে। কথাগুলো বল্‌তে চায় আমাকে, এমনি ওর ভুল, বলে' ফেলে তোকে—!

মহুয়া ॥ এ কথা আমি মানতে রাজী আছি যদি—

পালঙ্ক ॥—যদি—?

মহুয়া ॥ [যেন সোনারূপা বা অমনি আর কিছু চাহিবে ভাব দেখাইয়া, হঠাৎ] ঐ দুটি নীলকুমুদ আমায় দিস্—

পালঙ্ক ॥ কতবার বল্‌ব ভাই ? ও যে আমার মানতের ?

মহুয়া ॥ বটে ? আচ্ছা— [প্রস্থানোদ্যোগ]

পালঙ্ক ॥ নেই ভাই আর কোথাও নেই, গিয়েও পাবি নে—

মহুয়া ॥—দে—খি···

[প্রস্থান]

("মহুয়া" "মহুয়া" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্য দিক দিয়া সুজনের প্রবেশ)

সুজন ॥ মহুয়া—

পালঙ্ক ॥—কি ভাই ?

সুজন ॥—তোকে নয়।

পালঙ্ক ॥ ঐ আমাকেই। তোমার মাঝে মাঝে এমন ভুল হয় !

সুজন ॥ আঃ তুই যা—। তোকে বাপুজি ডাক্‌ছে—

পালঙ্ক ॥ ঐ হ'ল।···বাপুজি আর ব্যাটা একই কথা—

সুজন ॥ তোকে ডেকেছে সর্দ্দার…

পালঙ্ক ॥ ঐ হ'ল—বাপ আর বেটা একই কথা!

সুজন ॥ জ্বালাস্‌নে বলছি—দেরী করিস্‌নে, শীগ্‌গীর যা—

পালঙ্ক ॥ না ভাই, আমায় তাড়াস্‌নে, ঐ যে পূর্ণমসীর চাঁদ উঠেছে, কংসাইএর জলে সোনা ফুট্‌ছে, তুই বসে বাঁশী বাজাবি, আমি তোর মালা গাঁথ্‌ব…কেমন হবে ভাই কেমন হবে?

সুজন ॥…ভারী ভীষণ হবে। জানিস্ তো সর্দ্দারের রাগ, আজ দেখলুম ভারী গরম।…তোকে খুঁজ্‌ছে।

পালঙ্ক ॥ তোর ভুল হয়েছে। খুঁজ্‌ছে মহুয়াকে। আমায় খুঁজ্‌বে কেন?

সুজন ॥—কেন, জানিনে। সেইটে জেনেই না হয় আয়—

পালঙ্ক ॥ বেশ, তাই না হয় আস্‌ছি।—এই ফুলগুলি নে, কত কষ্ট করে তুলেছি, পায়ে কত কাঁটা ফুটেছে, এখনো রক্ত ঝর্‌ছে—

সুজন ॥…বেশ ফুল তো!……বাঃ—এ দুটি নীল' কুমুদ পেলি কোথায় রে?

পালঙ্ক ॥ আর কোথাও একটি নেই। মহুয়া খুঁজে মর্‌ছে, সারা বন আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজছে, কিন্তু আর পেতে হয় না, মাত্র এই দুটিই ছিল, আমি তোর জন্য তুলে এনেছি—

সুজন ॥ বটে!…তা আমি নিলুম, তোর নীলকুমুদ ফুল নিলুম—

পালঙ্ক ॥ শুধু নীলকুমুদ কেন, সব নাও—আমার যা আছে, সব নাও—

সুজন ॥—কিন্তু তুই বড্ড দেরী কর্‌ছিস্, শীগ্‌গীর যা, সর্দ্দার তোকে অনেকক্ষণ খুঁজছে—আজ কত কাজ আছে! আজ যে মহুয়ার বিয়ে!

পালঙ্ক॥ যাই।···মালা গাঁথতে পার্লুম না, এই দুঃখ রয়ে গেল··· [হঠাৎ ফিরিয়া]—না—মালাও তো রয়েছে! ··আজ আমার ফুল তোর ভালো লেগেছে, চোখে ধরেছে, আজ কি তোকে মালা না দিয়ে পারি ?—নে···আমার এই মালাটি আজ তুই নে—[গলদেশ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া]···আঃ কি সুন্দর মানিয়েছে! পূর্ণিমসীর চাঁদ যদি কেউ হয়, তবে সে তুই, তারার মালা তোকে ঘিরে আছে—ঐ আকাশে চাঁদ উঠেছে···ঐ—ঐ—আমার ঠিক্ মনে হচ্ছে··· ওখানে ও তুই-ই! তুই-ই!···তুই-ই!

[পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়াছিল। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে
উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।]

সুজন॥—আমি নই, আমি নই, ও আমাদের মহুয়া! এই মুক্তোর মালা···সেদিন তার গলায় দেখেছিলুম···বলেছিলুম সে যেন পূর্ণিমসীর চাঁদ···তারার মালা তার গলা ঘিরে আছে। শুনে সে ভারী খুশী হয়েছিল। কিন্তু আজ কি সে খুশী হবে যদি সর্দ্দার এই রাত্রে ঐ মহুয়া-মালা আমারি গলায় পরিয়ে দেয়···ঐ · [মহুয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল]—

"কত খুঁজিলাম নীলকুমুদ তোরে!"

সে গান গেয়ে আসে ··জানিনা আজ রাত্রে এ ভাগ্যে কি লেখা আছে!···কিন্তু···কিন্তু যদি আমার ভাগ্যাকাশেই ও চাঁদ ওঠে ··তবে

ও চাঁদ কি জ্যোৎস্না শতদলেই ফুটে উঠবে, না—মেঘের অন্তরালে মুখ লুকিয়ে কাঁদবে ?

[গাহিতে গাহিতে মহুয়ার প্রবেশ, কিন্তু সুজনকে দেখিয়াই গান বন্ধ করিল।]

সুজন ॥—থাম্‌লে যে ?

মহুয়া ॥ আমার খুশী। গান তো আর গাবই না, তোর সঙ্গে কথা কইব না, তোর দিকে চাইব না, তোর মুখ দেখ্‌ব না ··

[সুজনের দিকে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

সুজন ॥ আমি কি কর্‌লুম মহুয়া ?

মহুয়া ॥ [ভেংচাইয়া] আমি কি করলুম মহুয়া !

সুজন ॥ বা—রে !

মহুয়া ॥ [চট্‌ করিয়া ঘুরিয়া তাহার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া] বা—রে ! তা—না—না না—না—রে ! ভেঁ—পু কেন বাজে রে ?

সুজন ॥—আজ যে তোর বিয়ে রে !—

মহুয়া ॥—কার সাথে রে ?

সুজন ॥ [এই রঙ্গরসের মধ্যে মহুয়ার এই প্রশ্নে সুজন কাঁপিয়া উঠিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল]—তা তো জানিনে মহুয়া···

মহুয়া ॥ তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়···

সুজন ॥ নিশ্চয় নয় কেন মহুয়া ? যদি ভাগ্যবশে তাই-ই হয় ?

মহুয়া ॥ যদি তাই-ই হয়···! সাধ দেখ ! আমায় গাল দিচ্ছিস্‌ ? বটে [তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে আবার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ক্রন্দন সুর্‌ মিশ্রিত ঝগড়া-টে কণ্ঠে,] তোকে যেন ভূতে পায়, পালঙ্ক-পেত্নী যেন

তোর বৌ হয়, একটা হুলো বেড়াল যেন তোর ছেলে হয়, একটা নেংটে ইঁদুর যেন তোর মেয়ে হয়, আর একটা নেকৃড়ে বাঘ যেন তোদের ঘাড় মটকায়—হাঁ…

সুজন ॥ ওরে—থাম্—থাম্…[শ্লেষে]…তবে কি বিয়ে হবে ঐ নদেরচাঁদের সঙ্গে—?

মহুয়া ॥ [তখনি আবার তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] তাই বল।

সুজন ॥ খুব খুঁশী হয়েছ ?

মহুয়া ॥ কি মিষ্টি তোর কথাগুলি!…আচ্ছা ভাই সুজন, তুই মিছিমিছি বাঁশী বাজাস্ কেন? বাঁশ কাট্‌তে হয়, চাঁচ্‌তে হয়, ফুটো কর্ত্তে হয়, ফুঁ দিতে হয়, তবে বাঁশী বাজে। এত কষ্ট করবার দরকার? তোর কথাই যে বাঁশী রে! বল্‌লি তুই "বিয়ে হবে নদেরচাঁদের সঙ্গে" বল্‌লি তো নয়…যেন বাঁশী বেজে উঠল!—

সুজন ॥ খুব খুশী হয়েছ মহুয়া, না?

মহুয়া ॥—খুশী? ও আমার বাঁশী-ভাই, ঐ পালঙ্ সই তোকে বিয়ে কর্ত্তে না চাইলে আমিই তোকে বিয়ে কর্ত্তাম…এত খুশী হয়েছি! কিন্তু কি কর্ব্ব…ঐ পালঙ্-সই, সে কি আমায় কম দাগা দিয়েছে—?

[—গান—]

কত খুঁজিলাম নীল কুমুদ তোরে।
আছে নীল জলে শুনো সরসী ভ'রে॥
উঠেছে আকাশে চাঁদ, ফুটেছে তারা,
আছে সব, একা মোর কুমুদ হারা।
অভিমানে সে কি গিয়াছে ঝ'রে॥

বিল ঝিল খুঁজি, নাই সে যে হায়,
হৃদয় শুধায় চোখে, কোথায় কোথায় !
ঘুমায়ে আছে সে কি আছে লুকায়ে,
সোঁদামাখ এলোচুল গেল শুকায়ে
নদীরে শুধাই—জল যায় যে স'রে ॥

মহুয়া ॥ কত খুঁজ্‌লুম কুমুদফুল বনের ঐ বিলের মাঝে, নদীর ঐ নীল জলে, পেলুম না, পেলুম না— !

সুজন ॥···এই নাও···এই নাও ! [পালঙ্কপ্রদত্ত কুমুদফুল সুজন তাহার হাতে তুলিয়া দিল,] আরো যা আছে, সব নাও ! আমার যা কিছু আছে সব নাও—[ফুলে ফুলে মহুয়ার সাজি ভরিয়া দিল।]

মহুয়া ॥ [হাসিয়া] ও কার ফুল ?

সুজন ॥—যারই হোক্, তোমার। যার যত ফুল আছে, যার যত রূপ আছে, যার যত মধু আছে, সব তোমার ! তোমার বলেই···ফুল হয়েছে ফুল, রূপ হয়েছে অপরূপ, মধু হয়েছে মধুর !

মহুয়া ॥ কত যে কি বল মনেও রাখ্‌তে পারিনে ছাই !

সুজন ॥ কিছু মনে রাখ্‌তে হবে না। তুমি শুধু আমায় বল্‌তে দিয়ো··· তুমি শুধু নিয়ো···—

মহুয়া ॥ কি দিবি ?

সুজন ॥ কি চাও ?

মহুয়া ॥ কি চাই···কি চাই···[ভাবিয়া লইয়া হঠাৎ]···তোর গলার ঐ মালা—

সুজন ॥ নাও—নাও মালা। বরের গলায় মধু-রাতে যে মালাটি তুমি দেবে···সেই মালাটি আমার হাতে নাও। এ মালা যার গলায়ই দাও··· দিয়ো, কিন্তু তার আগে তোমার গলায় ঐ মালাটি দাও···মহুয়া, একটিবার দেখতে দাও আমার পূর্ণমসীর চাঁদ···তারার মালা গলায় পরে আমার পূর্ণমসীর চাঁদ!

[গলায় পরাইয়া দিল]

মহুয়া ॥ হাঁ পূর্ণমসীর চাঁদ।···উঠেছে।···[নিকটেই মাদল বাজিয়া উঠিল] মাদল! মাদল! তারি সঙ্গে বাজে ঐ মাদল! ওরে সুজন, কোথায় তোর বেণু? কোথায় আমার বাঁশী? পূর্ণমসীর চাঁদ উঠ্‌ছে··· সোণার-চাঁদ রথে আসছে···আজ আমার বর আসছে···

[গান]

ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥
স্বপন মাখিয়া সোণার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥
হিজল-বিছানো বনপথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া।
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো-ছায়ায়;
বহিছে পবন গন্ধ-চোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

সুজন॥ বর আসছে! বন্ধু আসছে! কেই বা বর? কেই বা বন্ধু? স্বপন মেখে আসছে! সোণার পাখায় আসছে! কোথা থেকেই বা আসছে?···কে বুঝবে খেয়ালী মেয়ের ঐ হেঁয়ালী?···ও কে? সর্দ্দার! এইবার বুঝি ভাগ্যপরীক্ষা। কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

[হুমড়া সর্দ্দার ও পালঙ্কের প্রবেশ]

হুমড়া॥ কে, সুজন? এখানে? বাইরে মিছিলের আয়োজন হচ্ছে, আর তুই এখানে?

সুজন॥ আমি—আমি—এই হ'ল গিয়ে—তার মানে—এই ধর সর্দ্দার—আমি বরং মিছিলেই ঢুকে পড়ছি—

[লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—]

হুমড়া॥ হুম্। দাঁড়াও···যখন এতক্ষণই ঢোক নি···তখন···

সুজন॥ বল সর্দ্দার—

হুমড়া॥ হাঁ তখন শীগ্গীর বিলে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এস—

সুজন॥ আমি ডুব দিয়েই এসেছি সর্দ্দার। বরং আমি রংমশাল-গুলো জ্বালাই—

হুমড়া॥···না, এখন নয়। সেগুলো বিয়ের সময় জ্বল্‌বে। তুমি বরং··· আচ্ছা···তুমি একটু দাঁড়িয়েই যাও—।

সুজন ॥ হাঁ সেই ভালো সর্দ্দার সেই ভালো।

হুমড়া ॥ কিন্তু মহুয়া গেল কোথায় ? দেখ্‌ছি একেই বলে—

"যার বিয়ে তার হুঁস্ নাই
পাড়াপড়্‌সীর ঘুম নেই!"

গেল কোথায় ?···মহুয়া—?

[ছুটিয়া মহুয়ার প্রবেশ]

মহুয়া ॥ কি বাপুজি ?

হুমড়া ॥ আজ যে তোর বিয়ে—

মহুয়া ॥ নাচি বাপুজি ?

হুমড়া ॥ আঃ খালি নাচ আর খালি নাচ। নাচতে নাচতে পা দুটো ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষকালটায় হাঁটু দুটোই থাক্‌বে—[মহুয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। এবং হাঁটু দুইটিই নাচাইতে লাগিল।] শেষে ও হাঁটু দুটোও যাবে ক্ষয়ে—[মহুয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।] থাকবে শুধু ঐ মাথাটা—[মহুয়া শুইয়া শুইয়া মাথাটি নাচাইতে লাগিল।] শেষে দেখ্‌ছি, মাথাটাও যাবে—

মহুয়া ॥ তখন চুলগুলো—তখন চুলগুলো—

হুমড়া ॥ [চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে] ওঠ্, বেটি ওঠ্— ওঠ্—[মহুয়া "উ—উ—উ—" করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।] কেমন, আর নাচ্‌বি ?

মহুয়া ॥ উ—উ—না—

হুমড়া ॥ শোন এইবার। আজ তোর বিয়ে—আর এই তার গয়না… দেখেছিস্ ?

মহুয়া ॥ দেখি—[পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা।]

হুমড়া ॥ পালঙ্—[পালঙ্ক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।] মহুয়াকে এই সব দিয়ে কনে সাজিয়ে দে। বৈচির চুড়ী…বাজু…কামরাঙা শাঁখা… উদয়তারা সাড়ী…চন্দ্রহার…আংটি…নূপুর…তুল…

[এক একটি গয়নার নাম করিয়া তা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল…যাহাতে মহুয়া হাতে পাইয়া কাড়িয়া না লয়। নাম বলিয়া উহা পালঙ্কের থালায় রাখিতে লাগিল। এদিকে মহুয়া প্রথম গয়নাটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেও ..শেষে গয়নার নাম শুনিয়া ও দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা। এক একটি গয়না দেখে আর এক একরকম উল্লাস প্রকাশ করে। কোনটি দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, কোনটি দেখিয়া বিস্ময়ে প্রকাণ্ড 'হাঁ' করিয়া বসিল, কোনটি বা দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল—]

মহুয়া ॥ এ স—ব আমার ?

হুমড়া ॥ স—ব তোর—

মহুয়া ॥ পালঙ্ সই, চেয়ে কি দেখছিস…ওগুলোও কি [সুজনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া] মানত্ করছিস্ নাকি ? দোহাই তোর—

পালঙ্ক ॥ বাপুজি, এই নাও থালা। এ আমি বইতে পারব না। মিছিমিছি কথা শুনবে কে ?

মহুয়া ॥ মিছিমিছি ?

হুমড়া ॥ আরে থাম্—থাম্। বিয়ের রাতে ঝগড়া করলে ছেলে-পিলেগুলো কুকুর বেড়াল হয়! যা পালঙ্ যা…সইকে কনে সাজিয়ে আন—

মহুয়া ॥ [পালঙ্ককে] মিছিমিছি? র'সো! [হুমড়াকে] কি দিয়ে আমি কনে সাজ্ব ?···আমি সাজ্ব না।

হুমড়া ॥ কেন বেটি ? ঐ যে গয়না কাপড় দিলুম—

মহুয়া ॥ শুধু গয়না কাপড়ে সাজা হয় ?

হুমড়া ॥ তবে ?

মহুয়া ॥ ফুল লাগবে না ?

হুমড়া ॥ ফুল !···ওরে পালঙ, ফুল তুলিস্ নি ?

পালঙ্ক ॥ তুলেছি। সেই ফুল দিয়েই তো সাজাব!

মহুয়া ॥ আমি চাই নীলকুমুদ···না পেলে আমি সাজব-ই না।···

হুমড়া ॥ পালঙ্···ওকে নীলকুমুদ এনে দিস্—

সুজন ॥ হাঁ—হাঁ···তা দেবে বই কি! তা দেবে বই কি!

মহুয়া ॥ [সুজনকে] পেলে দেবে বই কি! তুমি তো আর দেবে না·· তা ও কোত্থেকে দেবে বাপুজী ? সারাটি বিলে দু'টিমাত্র নীল-কুমুদ ছিল। [পালঙ্ককে] সত্যি ভাই সই! সারা বিলে আর একটিও নেই। যে দু'টি মাত্র ছিল, পেয়ে গেছি আমি। [ফুল দু'টি বাহির করিল] কিন্তু এ দিয়ে তো আমি সাজ্তে পার্ব না! [পালঙ্ককে ভেংচাইয়া] এ যে ভাই আমার মানতের!

[বলিয়াই ফুল দুইটি পালঙ্কের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।]

পালঙ্ক ॥ [সুজনের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল] তোর মনে এই ছিল!—আর আমার মালা ? আমার মালা ?

মহুয়া ॥ [পালঙ্ককে জড়াইয়া ধরিয়া] আরে, ও না দেয়···আমি দেব···আয় না তুই—[তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল]

হুমড়া ॥ হুম্। কিছু একটা ঘটেছে, না ?···যাক্ গে। পালঙ্, শোন্। আমরা মিছিল করে বর নিয়ে আসছি···

সুজন ॥ বর ঠিক্ হয়ে গেছে ?

হুমড়া ॥ আঃ থামো না।···পালঙ্···তুই মহুয়াকে বিয়ের ক'নে সাজা। ···আমরা বর নিয়ে এলুম বলে—

মহুয়া ॥ কে বর ?

হুমড়া ॥ সে দেখ্‌বি এখন। বর নিয়ে এলে এখানে হবে বাক্‌দান। তার পর শেষ রাত্রে হবে বিয়ে।···আয় সুজন—

পালঙ্ক ॥ কিন্তু বরটি কে ?

হুমড়া ॥ [চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল] ঐ···সুজন।

[প্রস্থান।

[সুজন ছিল তাহার পশ্চাতে। চমকিয়া উঠিল। মহুয়া ও পালঙ্ক একসঙ্গেই মর্ম্মাহত হইল। পালঙ্কের হাত হইতে অলঙ্কারের থালা পড়িয়া গেল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মহুয়া পার্শ্বস্থ বেড়াতে হেলিয়া পড়িল। প্রথমে সুজনের নিকট সর্দ্দারের এই বিধান আশাতীত সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, আশাতীত আনন্দে তাহার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়াছিল···কিন্তু যখনি মহুয়ার দিকে তাকাইল···তখনি তাহার অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কিত হইল।...]

সুজন ॥ মহুয়া—[তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল—]

হুমড়া ॥ [নেপথ্য হইতে] সুজন—

[সুজন চমকিয়া উঠিয়া একবার মহুয়া আর একবার হুমড়ার দিকে
চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল ।]

*　　*　　*　　*

[ক্ষণকাল গভীর নিস্তব্ধতা । উভয়েরই এক ব্যথা । মহুয়া প্রথমে পালঙ্কের দিকে
তাকাইল—কি ভাবিল—ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল—
তাহাকে সস্নেহে এবং সমবেদনায় হাত ধরিয়া তুলিল ।
পালঙ্ক কাঁদিতে লাগিল ।]

মহুয়া ॥ কাঁদিস্ কেন সই ? সুজনকে আমি বুঝিয়ে বল্‌ব । তাতে যদি না শোনে, তার হাতে ধরে বল্‌ব, তাতেও যদি না শোনে তার পা ধর্‌ব ।

পালঙ্ক ॥ না—না—[কাঁদিতেই লাগিল ।]

মহুয়া ॥ কেন কাঁদিস্ ?···তার চেয়ে সই তুই ওঠ্···শীগ্‌গীর ওঠ্··· ঐ দেখ পূর্ণিমসীর চাঁদ কি জ্যোৎস্নাই ছড়িয়েছে ! জ্যোৎস্নার ঐ রংএ কেন যেন শুধু আমার সেই সোণারচাঁদের কথাই মনে পড়ছে !···আজই তো তার আসবার কথা···তুই দে সই···আমায় সাজিয়ে দে···দে ভাই দে—

পালঙ্ক ॥ [নীরবে, কিন্তু চোখে মুখে ব্যথা লইয়া মহুয়াকে সাজাইতে লাগিল । অন্যান্য বেদেনীগণ আরো নানারূপ ফুলাভরণ লইয়া গাহিতে গাহিতে আসিল ।]

—বেদেনীদের গান—

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে ।
মেঘে মেঘে এলো চুলে আকাশ গিয়াছে ভ'রে ।
সাজাব কেমন ক'রে ॥

কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে ॥
কেতকী ভাদর-বধূ ঘোম্‌টা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণী-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনীফুল মানে মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে ॥
গন্ধ-মাতাল চাঁপা ঢুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজী টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে ॥

[বেদেনীগণের প্রস্থান। রহিল শুধু মহুয়া এবং পালঙ্ক]

মহুয়া ॥ আমার মালা? আমার বকুলমালা? যে মালা আমি তার গলায় দেব সে মালা?

পালঙ্ক ॥ সে মালা আজ তোমাকেই গাঁথতে হয়।…আমি ফুল এনে দি…তুমি গাঁথো—

মহুয়া ॥ তুই গেঁথে দে পালঙ্…তুই গেঁথে দে।—আমার মন উতলা হয়ে উঠেছে…আমার চোখ কাঁপ্‌ছে…আমার হাতে সূঁচ বিঁধ্‌বে।—

পালঙ্ক ॥ মহুয়া সই—মহুয়া সই, তোমার হাতে বিঁধ্‌বে আর আমার বুকে বিঁধেছে—

[ঘরে যাইতেছিল এমন সময় দূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল।]

মহুয়া ॥ ও কার বাঁশী? সই ও কার বাঁশী?

পালঙ্ক ॥ [চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]—তবে কি সে এসেছে?

মহুয়া ॥—এসেছে···সে এসেছে ! চল···ওরে পালঙ্···চল···

পালঙ্ক ॥ কোথায় যাবে ?···এখনি যে তারাও সবাই মিছিল নিয়ে এখানেই আসবে।···এসে যদি তোমায় না পায়···একশ একটা ছুরি তখনি ক্ষেপে উঠবে।—[দরজার দিকে অগ্রসর হইল।]

মহুয়া ॥ কি হবে ?···সে কি এসে তবে ফিরে যাবে ? আমি যাব সই আমি যাব—[দরজার দিকে অগ্রসর হইল]

পালঙ্ক ॥ সই ! সই ! যেতে হবে না সই, তিনি দুয়ারে—

[নদেরচাঁদের প্রবেশ]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ সোণারচাঁদ ! সোণারচাঁদ ! আমার শ্যামসুন্দর ?

[ছুটিয়া তাহার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে যাইতেছিল—
এমন সময় পালঙ্ক বাধা দিল]

পালঙ্ক ॥ ওরে সর্ব্বনাশ, তারা যে এখনি এখানে ফিরে আসবে !

মহুয়া ॥ এসে খুশীই হবে। দেখ্‌বে আমার বর এসেছে—আমার শ্যামসুন্দর এসেছে !

নদেরচাঁদ ॥ আমি তোমার বর ?

পালঙ্ক ॥ বড় গণ্ডগোলের কথা। তারা এসেই ওকে দেখলে তখনি ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে—

মহুয়া ॥ দেবেই তো ! কেন দেবে না ? তুই দেখ্‌ ওরা কদ্দূর ?···

[পালঙ্ক বাহিরে গেল]

[নদেরচাঁদকে] তুমি কি আমার কম সর্ব্বনাশ করেছ ?

নদেরচাঁদ ॥ কি করেছি আমি ?

মহুয়া ॥—সারাদিন তুমি আমায় ভাবিয়ে মারো। সারাদিন মনে পড়ে তোমার মুখ···তোমার চোখ···তোমার কথা।···কেন পড়ে ?

নদেরচাঁদ ॥ কেন পড়বে না ?

মহুয়া ॥···এইতো গেল সারাদিন।···রাতেও কি কিছু কম ? সারারাত তুমি আমায় ঘুমুতে দাও না। গাছের পাতা মর্ম্মর করে, মনে হয় তুমি বুঝি এসেছ, ঝিঁঝিঁর রব শুনি—মনে হয় ওরা বুঝি তোমার সাড়া পেল।···তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি শ্যামসুন্দরের কথাও ভুলে যাই। এ সব কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ কেন ?···কেন না ?···কেন তোমার হাতে বাঁশী, পায়ে নূপুর, চোখে মায়া, বুকে মধু, মুখে মমতা ?···ও তো আমার নয়···ও যে তোমার!···নাচলে, মন নেচে উঠল। ঐ কাজল-কালো আঁখিতে আমার পানে চাইলে···আমার চোখ ক্ষেপে উঠল! আর সবার শেষে, যখন পালালে, মনে হল আমার মৃত্যুকাল এল। তখন শুনলাম তোমার বাঁশী। তারপর কি হ'ল জান ?

মহুয়া ॥ কি আবার হ'ল ?

নদেরচাঁদ ॥ কি হ'ল ? শ্যামসুন্দর তুমিও ভুলেছ, আমিও ভুললুম··· মন্দিরের আরতি ভুললুম্ পূজা ভুললুম।···শুধু কি তাই ? "কিসের গয়া, কিসের কাশী, কিসের বৃন্দাবন, মনে হ'ল ত্রিভুবন খুঁজব সেই বেদের মেয়ে।" লোকে বলে তোমার জাতি গেল।—যাক জাতি। বলে কুল গেল।—যাক্ কুল। মান লজ্জা সেও যাক্!···সব যাক্··আমার সব যাক্ ···সব গেছে।···আজ আমার আর কিছু নেই। শুধু বল তুমি কি আছ ?

মহুয়া ॥ ছি—ছি, এতদূর! লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর তোমার লজ্জা নাই। দড়ি কলসীও কি নাই? জলে ডুবে মর্‌লে না কেন?

নদেরচাঁদ ॥ "কোথায় পাব কলসী, কোথায় পাব দড়ী, তুমিই হও গভীর গাঙ" তাতেই আমি ডুবে মরি!

[দূর হইতে শোভাযাত্রার বাদ্য ভাসিয়া আসিতে লাগিল।
মহুয়া চমকিয়া উঠিল]

নদেরচাঁদ ॥ ও কি?

মহুয়া ॥ তারা আসছে। তারা ছুটে আসছে।

নদেরচাঁদ ॥ কেন?

মহুয়া ॥ আমার বিয়ে দিতে—

নদেরচাঁদ ॥ বিয়ে দিতে?

মহুয়া ॥ বলি দিতে।···সেই সুজনের সঙ্গে!—

নেপথ্যে পালঙ্ক ॥ সই—সই—তারা ছুটে আসছে!

নদেরচাঁদ ॥ বিয়ে দেবে!

মহুয়া ॥—বলি দেবে! বিয়ের নামে তারা আমায় বলি দেবে! [নদেরচাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।] বলি দেবে গো তারা আমায় বলি দেবে!

পালঙ্ক ॥ [ভেতরে ছুটিয়া আসিয়া] তারা এসে পড়েছে—তারা এসে পড়েছে—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

মহুয়া ॥—যাবো—যাবো—

পালঙ্ক ॥ কিন্তু এখন যায় কেমন করে?…তারা যে দুয়ারে এসে পড়েছে!—[মাদলধ্বনি অতি কাছে শোনা গেল]

নদেরচাঁদ ॥ তবে!

পালঙ্ক ॥ আপনি ঐ বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে থাকুন। একটু ফাঁক পেলেই আমি ওকে আপনার হাতে দিয়ে আসবো! ঐ বুঝি তারা এলো—[ছুটিয়া দরজার বাহিরে প্রস্থান]

নদেরচাঁদ ॥ কিন্তু যদি সে সুযোগ না মেলে?…মহুয়া, তবে—? তবে?

মহুয়া ॥ আমার এই মালাটি নাও…ওতে আমায় মনে পড়বে!

নদেরচাঁদ ॥ এ যে আমারি সেই মালা—!

মহুয়া ॥ তোমার বলেই তো আজ আমার। তাই তো তোমায় দিতে পার্‌লুম—[মাল্যদান।]

[ছুটিয়া পালঙ্কের প্রবেশ দরজা বন্ধ করণ]

পালঙ্ক। তারা এসে পড়েছে—তারা এসে পড়েছে—। যদি সইকে পেতে চান…তবে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।

মহুয়া ॥ হাঁ থেকো—

[বেদের-দল দরজায় করাঘাত করিয়া "দরজা বন্ধ কেন? খোল দরজা—খোল—"]

পালঙ্ক ॥ [বেদের-দল লক্ষ্য করিয়া] সইকে সাজাচ্ছি—[নদের-চাঁদকে পালাইতে ইঙ্গিত, নদেরচাঁদ বেড়া ডিঙাইয়া পলায়ন করিল। বেদেরা ঘন ঘন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল] এই খুল্‌ছি—[পালঙ্ককে] তুমি সই

শীগ্‌গির···ঘরে যাও। ঘরে গিয়ে ক'নে সাজ। যাও সই শীগ্‌গির যাও —[মহুয়া যাইতেছিল] হাঁ, আর সেই বকুল-মালা ভুলো না—[মহুয়া ঘরে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই বরসাজে সজ্জিত সুজনসহ বেদের দল মহা-উৎসাহে গান ধরিয়া প্রবেশ করিল—

[বেদেবেদিনীদের গান]

মহুল গাছে ফুটেছে ফুল
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।
গুনগুনিয়ে ভোমর এল
গুন ক'রে ওর ভোলা লো মন॥
আঁউ'রে গেছে মু'খানি ওর,
কর্ লো বাতাস খুলে আঁচোর,
চাঁদের লোভে এল চকোর
মেঘে ঢাকিসনে লো নয়ন॥
কেশের কাঁটা বিঁধে পাথায়
রাখ লো ওরে বেঁধে শাখায়,
মৌটুসী-মৌ-মদের মিঠায়
কপটে কর্ নিকট আপন॥

হুমড়া॥ আরে থাম—থাম্—
"যার বিয়ে তার হুঁস্ নেই
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই"!—
মহুয়া কই?

পালঙ্ক॥—সে ঘরে বসে বকুলমালা গাঁথছে—

হুমড়া ॥—এখনো কি বকুলমালাই গাঁথা হয়নি? এতক্ষণ কি সব ঘুমিয়ে ছিলি নাকি?—নাড়াবান্ধা হবে কখন? ··আর হিজলতলায়ই বা যাবি কখন?—মহামুস্কিলেই পড়েছি দেখ্‌ছি—

[সোজা ঘরে চলিয়া গেল।]

—[বেদেবেদেনীগণের নৃত্যগীত- ·]

"মহুল গাছে ফুটেছে ফুল—
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।"

[নৃত্যগীতের মধ্যে পালঙ্ক নাচিয়া নাচিয়া সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল। সুজন তাহারি মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের দরজায় উঁকি মারিতে লাগিল এবং পালঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে চোখে চোখে পড়িতেই অপ্রস্তুত হইতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষে বধূ সাজে সজ্জিতা মহুয়াকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।]

হুমড়া ॥ নে আবার নাড়া-বেঁধে হিজলতলায় চল—

[নাড়াবান্ধার উৎসব। সুজন ও মহুয়া এক জায়গায় বসিল। মহুয়ার পশ্চাতে পালঙ্ক।]

বেদেগণ ॥ আজ আমাদের সুজনের সঙ্গে—

বেদেনীগণ ॥ আমাদের মহুয়ার—

হুমড়া ॥ বিয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ

বেদেগণ ॥ হোঃ হোঃ হোঃ

বেদেনীগণ ॥ হিঃ হিঃ হিঃ

[সকলের মদ্য পান]

বেদেনীগণ ॥ একটা ছিল হাতী—

বেদেগণ ॥ ভালো মানুষ অতি !

বেদেনীগণ ॥ আর যে ছিল ইঁদুর—

বেদেগণ ॥ দূর-দূর-দূর-দূর !

বেদেনীগণ ॥ দু'জনে হ'ল বিয়ে !

বেদেগণ ॥ গলায় দড়ী দিয়ে !

বেদেগণ ॥ হাতীর গলায় ঘণ্টা—

বেদেনীগণ ॥ নাচে মোদের মনটা !

হুমড়া ॥ শোন্—শোন্—এইবার তোরা আমার ছড়া শোন্—

"এক যে ছিল নদের ঠাকুর
কপালে তার ঘণ্টা ।
যত ছিল বেদের দল
নাচে তাদের মন্টা ॥

আরো শোন—

কাঁচকলা খায় ন'দে—
আর মদ খায় বেদে !

বল—বল—

বেদের দল ॥ [মহা উৎসাহে]

কাঁচকলা খায় নদে
আর মদ খায় বেদে !

[মদ্যপান]

এইরূপেই "স্ত্রীআচার" হইতে লাগিল। সকলে মদ খাইতে লাগিল, কিন্তু মহুয়া ও পালঙ্ক না খাইয়া, খাইবার অভিনয় করিল মাত্র অন্যান্য—বেদে-বেদেনীগণ পূর্ব্বোক্ত ছড়াগুলি

মাতলামিতে বলিতে বলিতে মদ লইয়া কাড়াকাড়ি, নিজেদের মধ্যে প্রেমাভিনয় · ইত্যাদিতে ক্রমে ক্রমে প্রায় বেহুঁস হইয়া পড়িল। মহুয়া ও পালঙ্ক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল। পালঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিল অনেকেই তখনো একেবারে জ্ঞান হারায় নাই। বিশেষ, সুজন তখনো মাঝে মাঝে "মহুয়া" "মহুয়া" করিতেছিল। হঠাৎ বাহিরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া অধীর হইয়া উঠিল।]

সুজন ॥ [নেশার ঘোরে]
আমার মহুয়া বৌ
বাঁশী বাজায়···
দাঁড়িয়ে ঐ বকুল তলায়,
হাঁ-গো···আমার
বকুল মালা—

[হাত বাড়াইল—]

পালঙ্ক ॥ দাও সই···বকুলমালা দাও—

[মহুয়া বকুলমালা সুজনের হাতে দিল—]

সুজন ॥ [সেই মালা গলায় পরিতে পরিতে সুরে]
হাতীর গলায় ঘণ্টা—
···নাচে আমার মনটা—
—নাচেরে—

[ঢলিয়া পড়িল। তখনি আবার বাইরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া আবার চমকিয়া উঠিল। মহুয়া বিশেষ ব্যাকুল হইল। পালঙ্ক তাহাকে বহুকষ্টে শান্ত করিয়া সুজন

ও মহুয়ার বাঁধন খুলিয়া দিল। এবং নিজে মহুয়ার ওড়না পড়িয়া তাহার স্থল গ্রহণ করিয়া মহুয়াকে তাহার ওড়না পরাইয়া দিল। অদূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহুয়া তাহারি তালে তালে চলিল। বাঁশীর সুরে সুরে সে আত্মহারা হইয়া বাহির হইয়া গেল। পালঙ্ক বধূর আসনে বসিল]

সুজন ॥ [মত্ততায়] মহুয়া-পরী নাচে! আকাশ-পরী গান গায়! পালং পেত্নী হাসে—দাঁত বের করে হাসে!

[আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। হঠাৎ একটি বজ্রপাত হইল। সকলের নেশা ছুটিয়া গেল। মেঘগর্জ্জন, পুনরায়, বিদ্যুৎ]

সুজন ॥ মহুয়া! মহুয়া।

[পালঙ্ক ভয়ে দূরে সরিয়া গেল]

হুমড়া ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] ওরে মেঘ ডাক্‌ছে··· বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে···সামাল! সামাল! ওরে তোরা ওঠ—তোরা ওঠ—

সুজন ॥ মহুয়া! মহুয়া! [ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে ধরিল]

পালঙ্ক ॥ আমি পালং—

সুজন ॥ [আশ্চর্য্যে] পালং!···তুই?···মহুয়া কৈ?

হুমড়া ॥ মহুয়া—মহুয়া—

সুজন ॥ নাই সে এখানে নাই—[চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান]

হুমড়া ॥ নাই, তবে সে কোথায়?

সুজন ॥ [পালঙ্কের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল] সে কোথায়?

পালঙ্ক ॥ আমি বলব না—

হুমড়া ॥ তবে কি সে পালাল ?

সুজন ॥ [পালঙ্ককে] পালিয়েছে ?

পালঙ্ক ॥ পালিয়েছে—

হুমড়া ॥ [স্তম্ভিত হইল।]···কোথায় পালাল ?

সুজন ॥ আমি ধরব ..আমি—[দরজার দিকে ছুটিল—]

হুমড়া ॥ [পালঙ্ককে] কার সঙ্গে পালাল ?

পালঙ্ক ॥ নদেরচাঁদ—

সুজন ॥ [নদেরচাঁদের কথা শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল] নদেরচাঁদ !

হুমড়া ॥ ওরে সুজন···ধর···ধর···সেই দুষমনকে ধর—···তীর নে··· ধনুক নে···বর্ষা নে···ছোট্···ওরে সুজন···তোরা ছোট্—

সুজন ॥ ধর্‌তে তোদের এখনি পারি—এখনি—এখনি।···এখনি নিতে পারি দুষমনের শির। এখনি ধরে আনতে পারি সেই বেইমানি।··· কিন্তু না—না—

হুমড়া ॥ না ? কেন ?

সুজন ॥ ধরে এনে লাভ ? [কাঁদিয়া ফেলিল।] হাত বাঁধতে পারি, পা বাঁধতে পারি, কিন্তু মন বাঁধ্‌ব কেমন করে ?

হুমড়া ॥ [অন্যান্য বেদেদের প্রতি] ওরে, তবে তোরা ছোট্···ক্ষেপে ওঠ···নেচে ওঠ্···রক্ত-পাগল হয়ে হিংসা মাতাল হয়ে ছুটে যা—

বেদেগণ ॥ আর তুমি ?

হুমড়া ॥ [যেন কি বিভীষিকা দেখিল] না—না—আমি না। আমি বুঝছি সে দুর্ণিবার। তার পিতার বুকে অকাতরে ছুরী বসিয়ে দিয়েছিলুম

…কিন্তু…না—না…এ অসি ধ'রে না…এ শুধু বাঁশী বাজিয়ে এসে তার অপরূপ রূপে আমার রূপসী কন্যাকে আমারি বুক থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়! যদি সে লড়াই কর্ত্ত…আমিই তার শির নিতুম…কিন্তু সে যে যুদ্ধ করে না…সে শুধু ভালোবাসে…সে শুধু কাঁদে—!

বেদেগণ ॥—তবে?

হুমড়া ॥—হাঁ তবে শেষ চেষ্টা…বেদের প্রতিজ্ঞা।…সেই প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা সকলের সকল দুর্ব্বলতাকে তলিয়ে দেয়। কর্ প্রতিজ্ঞা, ধর্ ছুরী—[সকলে একসঙ্গে ছুরী বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিল] ধর্ব্ব…আমরা ওদের দুজনকেই ধর্ব্ব…ধরে ওদের দুজনের বুকেই—

[বলিয়াই বেদের দল একসঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, বসিয়াই প্রত্যেকের ছুরী যুগপৎ মাটির বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। পারিল না শুধু সুজন, তাহার উত্তোলিত ছুরিকাখানি কাঁপিতে কাঁপিতে হাত হইতে খসিয়া পড়িল।]

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য :—

[বনের মাঝে বেদের দলের তাঁবুর ছাউনি। রাত্রি অনেক হইয়াছে, মশাল নিভাইয়া বেদের দল তাঁবুর ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চাঁদের আলোয় দেখা গেল তাঁবু হইতে গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া আসিল পালঙ]

—গান—

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এল চাঁদের জোয়ার॥
সঙ্কেত-বাঁশরী বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দুলে সাগর পাথার।
জেগে উ'ঠে কাননে ডেকে উঠে পাখী
চোখ গেল, চোখ গেল চোখ গেল!
অসহ রূপের দাহে ঝলসি' গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
ঘুমন্ত যৌবন, তনু, মন, জাগো!
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো।
চল বিরহিনী অভিসারে বঁধুয়ার॥

[সুজনের প্রবেশ]

সুজন ॥ ···এ সব কি হচ্ছে ?

পালঙ্ক ॥ যা হচ্ছে, তাই হচ্ছে !

সুজন ॥ যা নয়, তাই হচ্ছে—।···এখন তো চেঁচামেচির সময় নয়, সকলকে ঘুমুতে হবে···শেষরাত্রে উঠে আবার সবাইকে ছুট্‌তে হবে,—তোরা নিজেরা ঘুমোচ্ছিস্ না, যারা ঘুমিয়েছে তাদের ঘুম ভাঙাচ্ছিস্ !—!

পালঙ্ক ॥ ঘুম এলে তো ঘুমুব ?

সুজন ॥ সর্দ্দার যে এই সবে ঘুমিয়েছে···নইলে কথাটা তাকে এখনি গিয়ে শোনাতুম···তোর চোখ দু'টো উপড়ে ফেল্‌ত !

পালঙ্ক ॥ তা বেশ হ'তো ! আমি কাণা হতুম্, তুই আমাকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতিস্, আর বুকে পিঠে নিয়ে পথ চল্‌তিস্—

সুজন ॥ তবু কথা ?

পালঙ্ক ॥ বেশ, তবে আর কথা নয়, এবার তবে···[অন্যান্য বেদেনীদের ডাকিল] আয় ভাই আমরা নাচি ! এমন চাঁদিনীরাতে···আজ সারারাত জেগে আমরা নাচ্‌ব !

[বেদেনীরা নাচিতে নাচিতে বাহির হইতে লাগিল। সুজন বিরক্ত হইয়া নিরুপায়ে একটি গাছের গুঁড়িতে বসিয়া পড়িল এবং বেদেনীদের নৃত্যগীত মধ্যে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।]

— নৃত্যগীত—

আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি' নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন ॥

প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনীদলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো নিঁদ-মহল আবরণ॥
ঘু'রে ঘু'রে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে
নাচিছে চাচুনী ঘূর্ণীর ছন্দে।
লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা-মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমু ঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল-আভরণ॥

[প্রস্থান।

[ক্ষণপরে হুমড়া সর্দ্দার সুজনকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল]

হুমড়া।—সুজন! সুজন! এই যে, এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে—!··· থাক্···ডাকবো না।···সারাদিন ছুটেছে···ও যেন ক্ষেপে গেছে···যেন পাগল হয়েছে···মহুয়াকে যে ও বড়ই ভালোবাস্‌তো!···একবার যদি তাকে পাই···একবার যদি তাদের ধর্ত্তে পারি···একবার যদি···

[প্রতিহিংসা লইবার আবেগে আর কথাই বাহির হইল না···
কিন্তু সুজন জাগিয়া উঠিল—]

সুজন॥ [ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] সর্দ্দার!

হুমড়া॥ হাঁ, সর্দ্দার।·· তুই একটু ঘুমিয়ে নে সুজন·· [সুজন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।···তাহাকে সস্নেহে···] বড় হয়রাণি···বড় দিকদারি···

না? আ-হা…এখনো কপালে ঘাম ঝর্‌ছে!… সেই রাক্ষুসী…সেই শয়তানির এই কীর্ত্তি!…আ—হা—তুই যা…গিয়ে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে নে—

সুজন ॥…তুমি ঘুমুলে না সর্দ্দার?

হুমড়া ॥…ঘুম পাচ্ছে না, যদিই বা পায়, স্বপ্ন দেখে জেগে উঠ্‌ছি, চীৎকার কচ্ছি…কাঁদ্‌ছি—[তৎক্ষণাৎ] না—না—ক্ষেপেই যাচ্ছি—, কিন্তু আর কয় রাত্রি না ঘুমিয়ে থাক্‌ব?…আমি যে এখনো পাগল হ'য়ে যাইনি কেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি!

সুজন ॥ চল বাপুজি, তুমি ঘুমুবে চল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব—

হুমড়া ॥ [মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার কথায় হঠাৎ মহুয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল]…মহুয়া! মহুয়া!…সে দিত…আমি ঘুমুতুম।…সে চলে গেছে…সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়ে গেছে আমার ঘুম…[এই কোমলতায় নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া]…যাক্ গে ঘুম।…সে গেছে…সঙ্গে লুটে নিয়ে গেছে আমার মান…বেদের সম্মান…।…তাই তার শির চাই… তাই তাকে চাই…আর চাই তাকে…যে তাকে লুট্ করেছে—কিন্তু, ওরে সুজন, তা কি হবে? তাদের কি পাব?…কবে পাব? কবে? কবে?

সুজন ॥…না বাপুজি, এখন ক্ষেপে উঠ্‌লে সব মাটি হবে।…তুমিই যদি পাগল হয়ে যাও…তাদের দুষমনি ষোল আনায় পূর্ণ হবে। দুষমনি বহুৎ হয়েছে, আর তাকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, তোমাকে ঘুমুতে হবে, তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমার যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, তুমি চল · ঘুমুবে চল—

[তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল]

হুম্‌ড়া ॥ হাঁ, আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, যতদিন তাদের ধর্‌তে না পার্‌ছি, যতদিন তাদের বেইমানির শোধ নিজে হাতে···এই হাতে না নিতে পার্‌ছি ততদিন বেঁচে আমাকে থাক্‌তেই হবে···

সুজন ॥···তাহলে একটু ঘুমুতেও হবে।···তুমি চল···তুমি চল সর্দ্দার—

হুম্‌ড়া ॥—তুই ?

সুজন ॥—আমিও। আমিও ঘুমুব। ঘুম আসে না কেন যেই ভাবি, অমনি মনে হয় মহুয়ার সুখ—

হুম্‌ড়া ॥ ওরে, আমারো—আমারো—! বুক ভেঙে যায়···বুক ভেঙে যায়—

সুজন ॥ মনে হয় সে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন হাস্‌ছে··· তখনি ক্ষেপে উঠি···ভাবি ··আমাদের দুর্দ্দশা দেখেই সে হাস্‌ছে !

হুম্‌ড়া ॥ বটে ?···দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌ছে ! দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌ছে ?

সুজন ॥···তাই তাকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমরা তাকে ছেড়েও ঘুমুতে পারি···বেশ সুখেই আমাদের দিন কাটে..জীবনও বেশ চলে যায় ! চল সর্দ্দার···চল···

[একরূপ জোর করিয়াই সুজন হুম্‌ড়া সর্দ্দারকে লইয়া চলিল]

হুম্‌ড়া ॥ তুই ঠিক্ বলেছিস···ঠিক্ বলেছিস্···জীবন তো বেশ চলে··· জীবন তো বেশ চলে যায় !

[দুজনে চলিয়া গেল]

*   *   *   *   *

[গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ দূরে দেখা গেল দুইটি মূর্ত্তি…দূরে। ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন নদেরচাঁদকে ধরিয়া ত্রস্ত ভাবে মহুয়ার প্রবেশ। নদেরচাঁদ নিতান্ত অবসন্ন, দুই পা চলিয়াই পড়িয়া যায়, মহুয়া তাহাকে আবার তোলে। আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিতে থাকে।

এমনি করিয়া নদেরচাঁদকে মহুয়া ছাউনির সীমানায় আনিয়া একটী বৃক্ষের তলে বসাইল। বৃক্ষগাত্রে হেলান দেওয়াইয়া বসাইল। তাহার মাথাটি হেলিয়া পড়িতেছিল, তাহা বৃক্ষগাত্রে আরামে রাখিবার ব্যবস্থা করিল।]

মহুয়া ॥ তুমি এইখানে ব'সো।…মনে হচ্ছে আমাদেরই জাত-ভাই কোন বেদের দলের ছাউনি। দেখেই আমি চিনেছি।…আর আমি ভয় করি নে।…আমাদের জাত-ভাইরা ভারি দরদী…জাতের কারো বিপদ দেখ্‌লে ওরা অমনি তার সকল বিপদ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বুকে ঠাঁই দেয়।…

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, ভারী তেষ্টা পেয়েছে—… আর যে পারি না…

মহুয়া ॥ আর ক্ষিধে বুঝি পায় নি ? ক্ষিধেয় পা চলছে না এ কথাটা এই মেয়ে মানুষের কাছে বল্‌তে বুঝি…[জীব কাটিল—]…তা পাবে গো, সব পাবে, তেষ্টার জলও পাবে, ক্ষিধের রুটিও মিলবে, এই দেখ না—

[পা টিপিয়া টিপিয়া কিছুদূর গিয়া, পরে হামাগুড়ি দিয়া, এবং শেষে, গড়াইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল]

নদেরচাঁদ ॥ যাদু জানে, ও যাদু জানে !…ওর মুখখানি দেখ্‌তে পাই …আর সকল ক্ষুধা মিটে যায়, ওর ঐ কাজল-কালো আঁখি দু'টির দিকে চাই…সকল তৃষ্ণা সরে যায়।…যেই চলে গেছে… মনে হচ্ছে ছাতি ফেটে গেল…ওঃ—

[অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধজাগ্রত হুম্‌ড়ো সর্দ্দারের প্রবেশ]

হুম্‌ড়া ॥ [মহুয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে] কেন ঘুমুব ? আমি ঘুমুব না।…আজ আমি তোদের নাচ দেখব। ওরে মহুয়া, ভান্‌মতীর খেল্‌টা আজ আমাকে দেখা…সেই যেমন এক পূর্ণিমা রাতে চুপি চুপি আমায় দেখিয়েছিলি !…ভারী ভালো লেগেছিল !…কি ? আজ নাচ্‌বি নে ?…কেন রে ? কি বল্‌ছিস্ ?

[উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল]

নদেরচাঁদ ॥—[সবিস্ময়ে] হুমড়া সর্দ্দার !…সর্ব্বনাশ !…এ তবে ওদের ছাউনি ! মহুয়া যে……—কি করি ! কি কর্‌ব !

হুম্‌ড়া ॥…ওঃ…ক্ষুধা পেয়েছে !…তেষ্টাও পেয়েছে ?…কি ?…দু'দিন না খেয়ে রয়েছিস ? কি বলছিস তুই মহুয়া ! মান্‌কেরা কি তোকে খেতে দেয় না ? বটে ! বটে !

নদেরচাঁদ ॥…আশ্চর্য্য ! কার সঙ্গে কথা কইছে ?

হুম্‌ড়া ॥ আমার দুধের মেয়ে দু'দিন না খেয়ে আছে—! র'সো… আমি সবাইকে দেখাচ্ছি—

[প্রস্থান।

নদেরচাঁদ ॥—যাক্…চলে গেছে !…এই ফাঁকে যদি মহুয়া—

[রুটি হাতে ছুটিয়া মহুয়ার প্রবেশ]

মহুয়া ॥ ভান্‌মতীর খেল ! ভান্‌মতীর খেল—তুমি দেখতে চেয়েছিলে, আজ দেখবে ?

নদেরচাঁদ ॥ চুপ ! চুপ ! সর্ব্বনাশ !

মহুয়া ॥ সর্ব্বনাশ না পৌষমাস ! হাঃ হাঃ হাঃ ।

নদেরচাঁদ ॥—মহা সর্ব্বনাশ, বলছি, কিন্তু জল কই পেয়েছ ?

মহুয়া ॥ [দুঃখে] ঐ ভাই জলই পেলুম না ।—যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এই রুটিই কি পেতুম ! শেষে সবার বালিশের নীচে খুঁজতে লাগলুম··· পেয়ে গেলুম একজনের মাথার তলে !···আমি কি করি জানো ? যেদিন রুটি কম থাকে, তখন জানি চুরির ভয় আছে, তাই মুখে পূরে ঘুমাই ! একবার কে এসেছিল চুরি কর্ত্তে···আমি জেগে "নেই" "নেই" বলতে বলতেই তা সাবাড় করে দিলুম—

নদেরচাঁদ ॥ কথা রাখো মহুয়া ।···জানো এ কাদের ছাউনি ?

মহুয়া ॥ না-ই বা জানলুম !···ক্ষুধা পেয়েছে···খাবার পেলেই হ'লো !

নদেরচাঁদ ॥ খাবার আর মুখে তুলতে হবে না !···

মহুয়া ॥ জল নেই বলে ?···[আত্মহারা হইয়া ব্যাকুল স্বরে] জল··· একটু জল···কে আমায় একটু জল দেবে—? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, কে একটু জল দেবে ? [অনুসন্ধান]···

[জলপাত্র হাতে লইয়া হুমড়া সর্দ্দারের প্রবেশ ।
তেমনি স্বপ্নবিজড়িত অবস্থায়]

হুমড়া ॥···এই যে মা···এই নে···

মহুয়া ॥ [অবাক হইয়া গেল । প্রথমে ভয়ে পিছাইয়া আসিল]

হুমড়া ॥ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে···এমন পিপাসা পেয়েছে, আ—হা-হা···এই নে মা···জল নে—, আমি নিজে ঝিল্ থেকে তুলে নিয়ে এলুম···নে—[অগ্রসর হইল ।]

মহুয়া ॥ [নদেরচাঁদের জন্য আশঙ্কা হইল। ব্যাধভয়-ভীতা হরিণীর মতো ছুটিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, কেমন করে পালাব! উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়!

হুমড়া ॥ ঐ তবু বলছিস তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, আরে এই যে আমি জল নিয়ে এসেছি!...

মহুয়া ॥ দাও...দাও...! বাপুজি...দাও—

হুমড়া ॥ [পরম আগ্রহে] নে—নে—

[জলপাত্র মহুয়ার হাতে দিল। মহুয়া হুমড়ার দিকে পেছন ঘুরিয়া জলপাত্র নদের চাঁদের হাতে দিল। পরে আবার হুমড়ার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

হুমড়া ॥ আঃ খেয়েছিস মা? আ—হা—হা—তোর সোণার বরণ কালী হয়ে গেছে! শুকিয়ে গিয়েছিস! বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন আর তেমন রোজগার কর্ত্তে পারি নে। ওরে, আমারো পেট ভরে না... আমি আর বাঁচবো না...যে দু'টো দিন বাঁচি...আমায় খেতে দিস্—

মহুয়া বাপুজি! বাপুজি!

[তাহার বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

হুমড়া ॥ আ—হা—হা—! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার মাথায় হাত বুলিয়েদে...দে রে মহুয়া দে...

[মহুয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। হুমড়া ঘুমাইয়া পড়িল]

মহুয়া ॥···বাপুজি! [উত্তর পাইল না।] বাপুজি! [উত্তর নাই]···ঘুমিয়ে পড়েছে!···এ আমরা কোথায় এসে পড়েছি!

নদেরচাঁদ ॥ বাঘের মুখে—

মহুয়া ॥ বাপের বুকে! আজ কতদিন পরে ওকে পেলুম! আজ কি ভালোই আমার লাগছে!

নদেরচাঁদ ॥ ভুল! ভুল মহুয়া! বাঘও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে। এ তাই। তোমার সর্দ্দার স্বপ্নে কথা কইছে···স্বপ্নে জল দিয়েছে···স্বপ্নে তোমায় আদর কর্‌ছে···স্বপ্নে···সব স্বপ্নে!···যেই জেগে উঠ্‌বে—

মহুয়া। এ্যাঁ, তাই তো!···তাহলে? তাহলে তখনি তো তোমায়—তুমি পালাও—তুমি পালাও—

নদেরচাঁদ ॥ তুমি—?

মহুয়া। না—না—আমি না। আমি যাবনা—। যেতে পার্‌ব না—। ওকে আজ কতদিন পর পেয়েছি···কতদিন পর আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, কতদিন পর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি···কতদিন পর আজ···না—না···আমি যাবনা···কিছুতেই না—

নদেরচাঁদ ॥ তবে আমিও যাবনা।

মহুয়া ॥ না-না, ওরা যদি শুধু তোমার বুকেই ছুরী বসিয়ে দেয়—

নদেরচাঁদ ॥ তুমি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ো।···আমার মাথাটি অমনি করে কোলে নিয়ো,···তোমার ঐ কাজল-কালো আঁখি দু'টি দিয়ে

আমার পানে চেয়ো—দূরে যেয়ো না সখী দূরে যেয়োনা, মরণকালে যেন তোমায় দেখেই মরি!

মহুয়া॥ না—না—না—তোমার পায়ে কাঁটাটি ফুটলে যে আজ আমার বুকে···বেঁধে! না—না—না···তুমি পালাও—তুমি পালাও···

হুমড়া॥··[স্বপ্নোত্থিতের মতো স্বপ্নাবেশেই]—পালাও···পালাও···[ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হুমড়া কিন্তু মহুয়াকে লক্ষ্য করিলনা, তাহারি সম্মুখে আর এক মহুয়াকে কল্পনা করিয়া ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া]—পালাও—পালাও—পালাও···ঐ তারা আস্‌ছে···ঐ যে·· হুমড়া সর্দ্দার···চোখে তার জ্বালা হাতে তার ছুরী··· তারি পেছনে ঐ সুজন বুকে তার জ্বালা হাতে তার বর্ষা, তার পেছনে মানকে···তার পেছনে···উঃ উঃ উঃ পালা···তুই পালা···

মহুয়া॥ বাপুজি! বাপুজি!

হুমড়া॥ বাপুজি তোকে বাঁচাতে পার্‌বেনা···সর্দ্দার বাঘের মতো ছুটে আস্‌ছে···তুই আমার মেয়ে আমার বুক খালি হবে! ও-হো-হো আমার বুক খালি হবে! পালারে তুই পালা···তোর পায়ে পড়ি··· পালা—

[পায়ে পড়িতে গেল]

মহুয়া॥ পালালুম···বাপুজি।··কিন্তু তোর কথা যে ভাবতে পাচ্ছি নে! পেটপূরে তুই রুটি খেতে পাস্‌নে!···এত কষ্ট···এত কষ্টের মধ্যে তোকে রেখে কেমন করে যাই—

হুমড়া॥ রুটি না পাই সেও ভালো, কিন্তু তুই মরলে যে আমার

কবরে মাটি দেবারও কেউ রইবে না! [চীৎকার করিয়া উঠিল] ঐ তারা এসে পড়েছে—ঐ তারা এসে পড়েছে—! ঐ—ঐ—

[ভয়ে কাঁপিতে লাগিল]

মহুয়া ॥ পালালুম বাপুজি। [নদের চাঁদের কাছে গিয়া]—তোমার মালাটি আমায় আজ আবার দেবে—

নদেরচাঁদ ॥ সে কি! তোমার মালা···নাও—

মহুয়া ॥ সেদিন আমি তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম, আজ তুমি আমার গলায় পরিয়ে দাও—

নদেরচাঁদ ॥—নাও—

[মহুয়ার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন]

মহুয়া ॥—এবার তবে সত্যি সত্যিই আমার হল।···[হুমড়ার কাছে গিয়া] বাপুজি···আমরা পালাচ্ছি···কিন্তু···এই রইল—

[হুমড়ার মুঠায় মালাটি গুঁজিয়া দিল]

ওর একটা মুক্তো খুলে রুটির কষ্ট দূর ক'রো···বাকীগুলো বুকে রেখে আমার কথা মনে রেখো—

[বলিয়াই নদেরচাঁদের হাত ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল]

হুমড়া ॥ এখনো কথা! এখনো গেল না!

[ছুটিয়া সুজনের প্রবেশ]

সুজন ॥ সর্দ্দার! সর্দ্দার! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? [সাড়া না

পাইয়া পুনরায়] সর্দ্দার—! [তথাপি সাড়া না পাইয়া তাহাকে ঝাঁকি দিয়া] সর্দ্দার! [হুমড়ার ঘুমঘোর ভাঙিল] চীৎকার কর্‌ছিলে কেন?

হুমড়া॥ কে? কে?

সুজন॥ আমি সুজন—

হুমড়া॥ সুজন! ও এখনি বুঝি আবার ছুটতে হবে? ভোর হয়েছে বুঝি?

সুজন॥ হাঁ, ভোর হয়ে এল—সর্দ্দার, তুমি আর তবে ঘুমাওনি?

হুমড়া॥ ঘুমিয়েছিলুম কি? [স্মরণ করিতে চেষ্টা]···ওরে··· ওরে···হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মহুয়া আসছিল···[চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে সে তো এসেছিল!

সুজন॥—কে?

হুমড়া॥—মহুয়া···

সুজন॥ সে কি সর্দ্দার?

হুমড়া॥ [চীৎকার করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে] এসেছিল। এসেছিল।

সুজন॥ কখন?

হুমড়া॥ এখনি—

সুজন॥ তুমি তবে স্বপ্নে দেখেছ!

হুমড়া॥ স্বপ্ন?···ও হাঁ···তবে হয়ত···স্বপ্নই।···[কিন্তু তখনি হাতের মুঠে মুক্তোরমালা দেখিয়া] এ কি! এযে মুক্তোরমালা [চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে—ওরে, এ যে সেই মালা—

সুজন॥ [দেখিয়া] মহুয়ার সেই মালা!

[বিষম বিস্মিত হইল]

হুমড়া ॥—এসেছিল···এসেছিল···তবে তো স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই সে এসেছিল···হয়তো এখনো এখানেই আছে···হয়তো এই কাছেই কোন-খানে আছে—[উন্মাদের মতো] খোঁজ্···খোঁজ্···ওরে জাগ্···তোরা সবাই জাগ্···[বেদেগণ ছুটিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল]···ঐ মহুয়া যায়···ধর্···ধর্···নিয়ে আয় বর্শা—এনে দে আমার ছুরী···এসেছিল··· সে এসেছিল—!

[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল]

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য :—

মন্দির।

[মন্দিরের সুবৃহৎ দরজা, সুবিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী। নিম্নে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার এক-পার্শ্বে একটি যাত্রীনিবাসও আছে। যাত্রীনিবাসে ঢুকিবার একটি দরজা দেখা যাইতেছে। আর দেখা যাইতেছে যাত্রীনিবাসের একটি সুবৃহৎ বাতায়ন··· উন্মুক্ত বাতায়ন তলে দাঁড়াইলে প্রাঙ্গণটি পরিদৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের অপরপার্শ্বে মন্দিরবাড়ীর সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সদর দরজা]

[যাত্রীনিবাসে বাতায়নে ভর দিয়া নদেরচাঁদ দাঁড়াইয়া। তাহার চেহারার অতিশয় পরিবর্তন হইয়াছে। ছিন্ন ভিন্ন বেশ, শোক-মলিন চোকমুখ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি]

প্রাঙ্গণে রাধু পাগলি বাতায়ন নিম্নে দাঁড়াইয়া নদেরচাঁদের উদ্দেশ্যে গান গাহিতেছিল।

[গান]

ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই
এপার ওপার করি॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই
দেখেছিলাম তায়,
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই
আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি ॥
আমি তারির আশায় তরী নিয়ে
ঘাটে বসে থাকি।
আমার তারির নাম ভাই জপমালা
তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছেরে
নয়ন নদীর জলে ভরি ॥
ঐ নদীরও জল শুকায় রে ভাই
সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফেরেনা কি
দিলে মাথার কিরে।
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হ'লাম দেশান্তরী ॥

[গানের শেষ দিকে মন্দিরের মধ্য হইতে সন্ন্যাসীর প্রবেশ। তৎপূর্ব্বে নদেরচাঁদ বাতায়ন হইতে সরিয়া গিয়াছেন। গান শেষ হইল]

সন্ন্যাসী ॥ রাধু—!
রাধু ॥ [তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] প্রভু!

সন্ন্যাসী ॥ সেদিন যাকে নদীর জল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনে যাত্রী-নিবাসে ঠাঁই দিয়েছি···সে নাকি বলেছে সে বেদে—?

রাধু ॥ বেদের নাম কি নদেরচাঁদ হয় ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী ॥ ওকি তাই বলেছে নাকি ? ওর নাম নদেরচাঁদ ?

রাধু ॥ হাঁ নদেরচাঁদ। বেশ নামটি, না ?

সন্ন্যাসী ॥ কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলে সেও হয় বেশ !

রাধু ॥—হাঁ,—ঠাকুর, তুমি যে ঐ গেরুয়া কাপড় পড়...এও হয়েছে বেশ !

সন্ন্যাসী ॥ আঃ রাধু ! আবার পাগ্‌লামি স্থরু কর্‌লে ?···

রাধু ॥ পাগ্‌লীর ব্যবসাই যে ঐ—

সন্ন্যাসী ॥ ও ব্যবসাটা এখন ছাড়্‌। পাগ্‌লামি রেখে এখন ধর্ম্মকর্ম্মে মন দাও—।···দিন যে ফুরিয়ে এল—!

রাধু ॥···সে তো ভালই হ'ল।···রাত্তিরটি না ফুরুলেই হ'ল।···

সন্ন্যাসী ॥—আঃ আবার রাত্তির কেন ?

রাধু ॥···ধর্ম্মকর্ম্ম করব। ফুল নেব, নৈবেদ্য নেব···পূজো কর্‌ব···

সন্ন্যাসী ॥ রাত্তির বেলায় পূজো······! কাকে ?

রাধু ॥—তোমাকে।

সন্ন্যাসী ॥ ছিঃ তোমার মনের কালি এখনো মুছল না—

রাধু ॥···মুছবে কেন ঠাকুর ? তুমি কি আমার তেমন গুরু···আর আমিই কি তেমনি শিষ্যা···?—যে লেখাটি একটিবার···আমার বুকের খাতায়—মনের পাতায় লিখে দিয়েছিলে—

সন্ন্যাসী ॥ আঃ আমি আবার কি লিখলুম ?

রাধু॥ কেন সেই যে মন্তর দেবার সময়—মনে নেই ?……সেই লেখা কি আর ভুলি ?

সন্ন্যাসী॥ আঃ…মন্দিরের এই পবিত্র অঙ্গনে…ধর্ম্মকথা বল—

রাধু॥ কেন ? বীজ-মন্তর কি অধর্ম্ম কথা ?

সন্ন্যাসী॥…রাধু, পাগ্‌লামি কি সব সময় কর্‌তে আছে রাধু ?… ছিঃ…তার চাইতে বেশ গাইছিলে।…বেশ কথাটি…"আয়না আছে পড়ে রে ভাই, আয়নার মানুষ নাই।"

রাধু॥ [সুরে]

"(আমি) তারির আশায় তরী নিয়ে ঘাটে বসে থাকি

(আমার) তারির নাম ভাই জপমালা তারেই কেঁদে ডাকি।

(ঐ) নদীরও জল শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে

(আর) মানুষ গেলে ফিরে নাকি দিলে মাথায় কিরে !

সন্ন্যাসী॥ ঐ গানটি তোমায় কে শেখাল রাধু ?

রাধু॥…ঐ নদীয়ার চাঁদ ঠাকুর।…মস্ত গুণী লোক। পাগলও বলতে পার।

সন্ন্যাসী॥—পাগল ?

রাধু॥ প্রেমের পাগল। মাথার বিষে পাগল।

সন্ন্যাসী॥ শেষকালটায় মন্দির হয়ে উঠল পাগলা-গারদ ! সুবিধের কথা নয়। তা ওর বিষও কি মাথায় উঠেছে ?‥ কি বল্‌ছেন ?

রাধু॥ —[গান]—

আমার গহীন জলের নদী।

আমি তোমার জন্যে ভেসে রহিলাম জনম অবধি॥

ওভাই তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
আমি চরে এসে বস্‌লাম রে ভাই, ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার সোঁতে ভাসি নিরবধি ॥
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই ভাঙ্‌লে কেন মন,
ওভাই হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
ওভাই জোয়ারে মন ফিরেনা আর, ভাটিতে হারায় যদি।
তুমি ভাঙ যখন কূলরে নদী ভাঙ একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ রে নদী দুইকূল ভাঙ তার।
ওভাই চর পড়েনা মনের কূলে, একবার সে ভাঙে যদি ॥

সন্ন্যাসী ॥—তাহলে মিলেছ বেশ। তুমি তো রাই উন্মাদিনী।… আর উনি ?

রাধু ॥ উনি হচ্ছেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

সন্ন্যাসী ॥ সর্ব্বনাশ! রামায়ণ ? তা এখন কোন্ কাণ্ড চল্‌ছে ?

রাধু ॥ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। সীতাহরণ হয়ে গেছে। ওর সীতাকে না কি কোন এক ব্যাটা রাবণ লুট করেছে!

সন্ন্যাসী ॥ তাই বুঝি নদেরচাঁদ—রামচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন… তা…তিনি তো উদ্ধার হয়েছেন কিন্তু সীতা উদ্ধারের কতদূর ?

রাধু ॥ আর উদ্ধার! শ্রীরাম কেঁদেই আকুল, কোথায় সীতা… কোথায় সীতা!—

সন্ন্যাসী ॥ তা তুমি না হয় পবন-নন্দিনী হয়েই লঙ্কার সন্ধানটা নাও…

রাধু ॥ সন্ধান নিচ্ছি বই কি।…এই যে আবার চললুম—

সন্ন্যাসী ॥ কোথায় ?

রাধু ॥—একটী পাগলীও এ গাঁয়ে কাল দেখা দিয়েছিল কি না !… শোন নি ? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনো কেঁদেছে…কখন গেয়েছে…কখনো নেচেছে…শুনেই তো নদীয়ার চাঁদ ক্ষেপে উঠেছেন… বলছেন তিনিই তার মহুয়া !

সন্ন্যাসী ॥ মহুয়া !

রাধু ॥ ··ঐ সীতা । মাথার তো ঠিক নেই । কখনো বল্‌ছে বুলবুলি… কখনো বলছে টীয়া…

[এই কথাবার্ত্তার মধ্যে নদেরচাঁদ যাত্রীনিবাস হইতে বাহির হইয়া এখানে উপস্থিত]

নদেরচাঁদ ॥…কখনো বলেছি পাপিয়া, কখনো বলেছি মহুয়া !…তুমি এখনো যাওনি রাধু !…আমাকেই তুমি নিয়ে চল…! পারব…আমি যেতে পারব…পায়ে আমি জোর পাচ্ছি…বুকে আমি বল পাচ্ছি—। তাকে আমি শুধু একটিবার দেখ্‌ব ।…দেখ্‌ব…সেই কি আমার বুলবুলি…সেই কি আমার টিয়া ··সেই কি আমার পাপিয়া…তারি নাম কি মহুয়া ?

রাধু ॥ এই ভাই আমি গেলুম—

[প্রস্থান ।

সন্ন্যাসী ॥ তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ ?

নদেরচাঁদ ॥ ··চিনেছি । তুমি আমায় জল থেকে কূলে তুলেছিলে… না ?…কিন্তু তাকে কি দেখেছিলে ?…"মেঘের মত তার কেশ, তারার মতো তার আঁখি…এ দেশে কি উড়ে এসেছে আমার তোতা-পাখী ?

সন্ন্যাসী ॥ কে সে ?

নদেরচাঁদ ॥ "আঁধার ঘরে তাকে রাখ·· কাঁচা-সোণার মত জ্বল্‌বে সে! বনে তাকে রাখো, ফুল হয়ে ফুটে উঠ্‌বে! পাহাড়ে তাকে রাখো, মণি হয়ে জ্বল্‌বে!"

সন্ন্যাসী ॥ তাকে তো দেখিনি, দেখ্‌ছি এক রামেতেই রক্ষে নেই, তার ওপর সুগ্রীব দোসর।··· ছিল মন্দির হল পাগলা-গারদ···ও কি? কোতয়াল যে!

[ধনপতি সাধুসহ সদলবলে কোতয়ালের প্রবেশ]

কোতয়াল ॥ প্রণাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী ॥ জয়োহস্তু। হঠাৎ এ পথে?

কোতয়াল ॥ একটা ভারী জরুরী তদন্তে যাচ্ছিলুম···পথে মন্দির পড়্‌ল ··প্রণাম করতে এলুম।

সন্ন্যাসী ॥ জয়জয়কার হোক তোমার!···তা কি তদন্ত?

কোতয়াল ॥—খুনের তদন্ত। লক্ষেশ্বর সওদাগরকে তো জানতেন?

সন্ন্যাসী ॥ কে না জানে? এই তো সেদিন মন্দিরের ঘাটে নৌকা বেঁধে এখানে ঘটা করে পূজো দিয়ে গেলেন···এবারকার বাণিজ্যে তারি তো জয়জয়কার!

কোতয়াল ॥ তিনিই খুন হয়েছেন! এই যে তার ভাই ধনপতি সাধু···আমাকে তদন্তে নিয়ে যেতে এসেছেন—

সন্ন্যাসী ॥ কে খুন করলে?

ধনপতি ॥ এক পাগ্‌লি।

[নদেরচাঁদ দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, পাগলির কথা শুনিয়া কাছে আসিয়া সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন]

সন্ন্যাসী ॥—সে কি ?

ধনপতি ॥ তুলসীতলার ঘাট থেকে দাদা নৌকা ছাড়বেন এমন সময় নাকি স্ত্রী-পুরুষ দু'জন লোক নৌকায় উঠে নদী পার হবার জন্য কাঁদাকাটি সুরু করলে—

নদের চাঁদ ॥—তুলসীতলার ঘাট ?

ধনপতি ॥—তুলসীতলার ঘাট। আমার নৌকা তখনো সে ঘাটে পৌঁছেনি।

ধনপতি ॥ স্ত্রীলোকটির ছিল চাঁদপানা মুখ। দাদার চোখে লেগে গেল। দু'জনকেই নৌকায় তুলে নৌকা ছেড়ে দিলেন—

নদেরচাঁদ ॥ [উত্তেজিত ভাবে] আমার মনে পড়ছে···মনে পড়ছে··· সব কথা মনে পড়ছে···!

কোতয়াল ॥ [নদেরচাঁদকে দেখাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি] এ কে ?

সন্ন্যাসী ॥ এক পাগল···—। [নদেরচাঁদের প্রতি] ওহে, কোতয়ালজী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে···ওঁকে শুধাও না তোমার তোতা পাখীটি কোথায় ?

কোতয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বটে !···[নদেরচাঁদকে] তোমার বুঝি তোতা পাখী উড়ে গেছে ?

নদেরচাঁদ ॥ [সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া···প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে] উড়ে গেছে—উড়ে গেছে—!

সন্ন্যাসী ॥ [ধনপতিকে] তার পর ?

ধনপতি ॥ দাদার মতলবটি ছিল একটু অন্য রকম।···মাঝ-নদীতে নৌকা গেলে পুরুষটিকে জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে···নৌকায় দিলেন পাল তুলে।···পাখীর মতো উড়ে চল্‌ল নৌকা—

নদেরচাঁদ ॥ [ধনপতিকে] আমার সেই তোতা-পাখী—? আমার সেই টিয়া-পাখী—? আমার সেই ময়না ?···তার কি হ'ল ?

কোতয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

ধনপতি ॥ পাখীর মতো উড়ে চল্‌ল নৌকা।···স্ত্রীলোকটি ভারী খুসী। ···নাচ্‌তে লাগল। একেবারে পাগলের মতো নাচ্‌তে লাগলো !

নদেরচাঁদ ॥ [সোৎসাহে] ময়ূরের মতো ! ময়ূরের মতো ! মেঘ করলেই সে ময়ূর হয়ে নাচতো···আমি অবাক হয়ে দেখ্‌তুম !

সন্ন্যাসী ॥ পাগল হলে ময়ূর নাচও নাচে···আবার ভালুক নাচও নাচে ! তবে সেই স্ত্রীলোকটির মাথায়ও গোল ছিল ?···পাগলের সংখ্যাটা আজকাল বড়ই বেড়ে চলেছে।··আমার মন্দির তো দস্তর মতো পাগলা গারদ হয়ে দাঁড়িয়েছে···এমন হয়েছে যে ভয় হয় কোন দিন আমিই বা ক্ষেপে যাই !···হাঁ, তার পর ?

ধনপতি ॥ দাদা মহাখুসী। একেবারে মজে গেলেন। কিন্তু সে বেটি পাগলীর মুখে ছিল মধু, মনে ছিল বিষ ! দাদাকে রাত্রে বিষ খাইয়ে একেবারে উধাও !

নদেরচাঁদ ॥ আমি জানতুম ! আমি জানতুম ! হাঃ হাঃ হাঃ

[প্রাণ ভরিয়া পাগলের হাসি হাসিতে লাগিলেন]

কোতয়াল ॥ আঃ জ্বালাতন ! এই পাগলা থাম্‌ বল্‌ছি !

নদেরচাঁদ ॥ [তৎক্ষণাৎ] থামিয়া তারপর ?

কোতয়াল ॥ হাঁ, গল্প শোন। সবাই ছিল ঘুমিয়ে সেই ফাঁকে নিশ্চয় পাগলি নদী সাঁতরে পালিয়েছ, তা যাবে কোথায়? যদি মাছ হয়ে জলে ডুবে থাকে, জেলে হয়ে জাল ফেলে তুল্‌ব···যদি পাখী হয়ে উড়ে গিয়ে থাকে ···ব্যাধ হয়ে তীর মারব···

নদেরচাঁদ ॥ [সভয়ে] না—না—না—। মেরোনা···তাকে মেরো না···আমার তোতা-পাখী মেরোনা · আমার টীয়া-পাখী মেরোনা···আমার ময়না-পাখী উড়ে গিয়ে থাকে···যাক্ উড়ে···একদিন তো তোর গান শুন্‌ব!

কোতয়াল ॥ [হাসিয়া] আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে···মার্‌ব না।··· কিন্তু কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে · এখনি ছুট্‌তে হবে—

সন্ন্যাসী ॥—কোথায়?

কোতয়াল ॥ ঐ পাশের গাঁয়ে। শুনলুম সেখানে এক পাগলি এসে জুটেছে···একবার গিয়ে দেখে আসি·· চলহে চল···[সন্ন্যাসীকে] আসি ঠাকুর···প্রণাম—

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।···পশ্চাৎ পশ্চাৎ
নদেরচাঁদও ছুটিতেছিলেন]

সন্ন্যাসী ॥ এই! দাঁড়াও—

[নদেরচাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন]

সন্ন্যাসী ॥ তুমি যাচ্ছ কোথায়?

নদেরচাঁদ ॥ [কোন উত্তর দিতে পারিলেন না]

সন্ন্যাসী ॥—কোথায় যাচ্ছিলে?

নদেরচাঁদ ॥—ওদের সঙ্গে··

সন্ন্যাসী ॥—কেন ?

নদেরচাঁদ ॥—পাখীর খোঁজে !

সন্ন্যাসী ॥ [বিরক্ত হইয়া] আঃ

নদেরচাঁদ ॥—যদি জলে জাল ফেলে !—যদি গাছে তীর মারে…ঐ যে বলে গেল ?

সন্ন্যাসী ॥ কি মুস্কিলেই পড়্লুম।…ঐ যে রাধু এসেছে…কি রাধু খবর কি ?

[রাধুর প্রবেশ]

রাধু ॥ নাঃ তাকে পেলুম না।…কোথায় যে কখন থাকে…কেউ বলতে পারে না !

নদেরচাঁদ ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কেউ বল্‌তে পার্‌লে না ! কেউ না ? [রাধু জানাইল…"না"] ‥[দীর্ঘশ্বাসে] কেউ না !‥কেমন করে বলবে ? …সে যে পাখী · ঐ নীলাকাশের আপন-ভোলা পাখী !‥কোথায় কখন থাকে · কেউ জানে না…কেউ বলে না। [বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে আপন মনে যাত্রীনিবাসের দিকে চলিয়া গেলেন]

রাধু ॥ [সন্ন্যাসীকে] তুমি যদি ঐ অমনি পাগল হতে !

সন্ন্যাসী ॥ আশীর্ব্বাদটি তো বেশ !…তা তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি…তখন ও আশীর্ব্বাদ ফল্‌তে আর বুঝি বেশী বিলম্ব নেই।… একদিন দেখ্‌ছি‥কে কখন আমাকেই জলে ঠেলে ফেলে দেয়—!

রাধু ॥—দিক্ না…

রাধু ॥ —গান—

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নাম্‌লাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে ॥
আমি তোমায় ফুল দিয়েছি সখা তোমার বন্ধুর লাগি,
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল, তাই হ'লাম বিবাগী।
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো
পরে' শুকাইনিক গলে ॥
ঐ যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থেকে এসে
আমার দুখের তরী দিলাম ছেড়ে চল্‌তেছে সে ভেসে।
এখন যে পথে নাই তুমি বন্ধু গো
তরী সেই পথে মোর চলে ॥

[গায়িতে গায়িতে নদেরচাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রী নিবাসে চলিয়া গেল। * * সন্ন্যাসী রাধুর মনের কথা বুঝিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আপন মনে রাধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সোপান বাহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। ছুটিয়া প্রবেশ করিল মহুয়া। আলুথালু চুল। মুখে চোখে ভয় --ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর মতো। একবার পেছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল। আবার তখনি মন্দিরের দিকে ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখে সন্ন্যাসী উঠিয়া যাইতেছেন। মহুয়া ছুটিয়া উপরে উঠিয়া দুই তিন ধাপ নীচ হইতেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধরিয়া টান দিল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখেন অপরূপা মহুয়া !···মহুয়া সন্ন্যাসীর দুই তিন ধাপ নীচে দাঁড়াইয়া। সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিল···মুখে চোখে সেই ভয়···সেই আতঙ্ক। তার পরই মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল কাকুতি···মিনতি···]

মহুয়া ॥ বাঁচাও ! আমায় বাঁচাও !

সন্ন্যাসী ॥ [দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন।] কে তুই ?

মহুয়া ॥ আমি মহুয়া—!

সন্ন্যাসী॥ [পূর্ব্বে নদেরচাঁদের মুখে এ নাম শুনিয়াছিলেন...এখন চমকিয়া উঠিলেন] মহুয়া!...বুল্‌বুলি ? টিয়া ?...পাগলের সেই পাখী ? ...নীল আকাশের আপন-ভোলা পাখী ? কার পাখীরে তুই কার পাখী ?

মহুয়া॥—জানিনে কার! [মন্দিরের সদর দরজার দিকে ভীতার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া] তারা ছুটে আস্‌ছে...আমায় ধর্‌বে। আমায় তীর ছুঁড়ে মার্‌বে! বাঁচাও গো আমায় বাঁচাও!

সন্ন্যাসী॥ [তাকাইয়া দেখেন কোতয়াল আসিতেছে।] চুপ।.. ভয় নেই...[তাহাকে কোলাপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।]

[কোতয়ালের প্রবেশ। সঙ্গে অনুচরগণ]

অনুচরগণ॥ ধর্—ধর্—পাগ্‌লাটাকে ধর্—

কোতয়াল॥ কোথায় গেল!.. নাই তো! হাওয়ায় মিশিয়ে গেল ?

অনুচরগণ॥...আমরা জানি পরীর খেলাই এই!

কোতয়াল॥ তবে হয়ত...বাইরে...সেই বাঁশবাগানে! আমি আগেই বলেছিলাম—[বাহিরে ছুটিলেন]

অনুচরগণ। বাঁশবনের পেত্নীরে বাঁশবনের পেত্নী—

[প্রস্থান।

* * * * *

[মন্দিরের দরজা খুলিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। এবং দূরে তাকাইয়া দেখিলেন সানুচর—কোতয়াল অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। এই আশ্বাস পাইয়া সদরদরজার দিকেই তাকাইয়া রহিয়া মন্দিরের দরজায় টোকা দিতে দিতে]

সন্ন্যাসী ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ কি ?

সন্ন্যাসী ॥ আর ভয় নেই। তারা চলে গেছে। বেরিয়ে এস—

মহুয়া ॥ [দরজা-পথে মহুয়া চোরের মতো মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া লইল]

সন্ন্যাসী ॥ এসো—···

মহুয়া ॥ না—না—এই ভালো—

সন্ন্যাসী ॥ তা ভালো বই কি ! ভালো বই কি। তবে কি না স্থানটা একেবারে মন্দিরের ভেতর একটা ঠাকুরও ওখানে রয়েছেন কি না···! তা···বাইরেই বেশ···কেমন ফুরফুরে হাওয়া···গাছে ঐ ফুলও ফুটেছে কি না···ভালোই লাগবে তোমার—

মহুয়া ॥ [বিনাবাক্য-ব্যয়ে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিল]

সন্ন্যাসী ॥ [মহুয়াকে লইয়া নামিয়া আসিয়া]···কিন্তু···না···এ যায়গাটাও ভালো নয়···ঐ যে আবার একটা যাত্রীনিবাস রয়েছে···কে যে কেন গড়েছিল ঐ পাগলাগারদ···বেকুবেরও অধম !

মহুয়া ॥ তুমি কি বলছ ?

সন্ন্যাসী ॥ বলছিলাম কি, চল আমরা এখান থেকেও চলে যাই···

মহুয়া ॥ কেন ? এই তো বল্‌ছিলে এই যায়গাটিই বেশ।···তাই তো ! ফুরফুরে এই হাওয়া···তুলতুলে ঐ ফুল—বাঃ [ছুটিয়া ফুল দেখিতে গেল]

সন্ন্যাসী ॥—না –না···তুমি দূরে যেয়ো না।···ওখানে রাধু পাগলি আছে···নদের পাগল আছে···

মহুয়া ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] নদের পাগল ! নদেরচাঁদ ? সোণারচাঁদ ?

সন্ন্যাসী ॥ [নদেরচাঁদকে পাইলে মহুয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে এই আশঙ্কায়, একরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াই বলিলেন] না—না—না—

মহুয়া ॥ [যেন ক্ষেপিয়া উঠিল] নদেরচাঁদ ? নদেরচাঁদ ?··· কোথায় ? কোথায় সে ? বল সে কোথায় ?

সন্ন্যাসী ॥ [প্রশ্নগুলি যেন তাহার বুকে শেল হানিতে লাগিল] ও—হো—হো—না—না—না—

মহুয়া ॥ [দস্তুর মতো ক্ষেপিয়া গিয়া] কোথায় সে ? কোথায় সে ? তাকে আমি চাই—চাই·· কোথায় সে ?

সন্ন্যাসী ॥ সে নেই · সে নেই···

মহুয়া ॥ আছে—তুমি বলেছ আছে, আমার মন বল্‌ছে·· আছে···। [চীৎকার করিতে লাগিল] নদেরচাঁদ ! সোণারচাঁদ ! কোথায় তুমি সোণারচাঁদ—

সন্ন্যাসী ॥ সে পাগল···

মহুয়া ॥ আমারি জন্যে সে পাগল·· তুমি বল কোথায় সে ?

সন্ন্যাসী ॥ সে নেই···

মহুয়া ॥ আছে। [পুনরায় চীৎকার] নদেরচাঁদ···সোণারচাঁদ··· নদেরচাঁদ···সোণারচাঁদ···

[যাত্রী নিবাস হইতে নদেরচাঁদ মহুয়ার কণ্ঠস্বর চিনিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সেইখান হইতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন···মহুয়া ! মহুয়া !]

মহুয়া ॥ ঐ তার স্বর···সে আস্‌ছে···সে আসছে···[ছুটিয়া সেই দিকে যাইতেছিল]

সন্ন্যাসী ॥ [তৎক্ষণাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল] তোমার জন্য যদি তাকে হত্যা করতে হয়, করব···যদি নরকে যেতে হয় যাবো, সাবধান !

মহুয়া ॥ [মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল।] তাকে হত্যা করবে ?—[আবার ব্যাকুল স্বরে] না—না—না—ওগো···না—

[ছুটিতে ছুটিতে নদেরচাঁদের প্রবেশ]

নদেরচাঁদ ॥ [ছুটিয়া আসিতে আসিতে] চিনেছি···আমি চিনেছি···আমার সব মনে পড়েছে···আমি কিছু ভুলি নি।···মহুয়া গো মহুয়া !

মহুয়া ॥ [সন্ন্যাসীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া ছুটিয়া নদেরচাঁদের বুকে পড়িল]

সন্ন্যাসী ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া চোখ মুখ বুজিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন] ওঃ

নদেরচাঁদ ॥ আমার টিয়া···আমার বুলবুলি···আমার পাপিয়া···আমার মহুয়া !

মহুয়া ॥ [হস্ত প্রসারণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া দিয়া] চুপ—!

নদেরচাঁদ ॥ ওরে ! আমার হারাণো পাখী ফিরে এসেছে···মরা গাছে ফুল ফুটেছে···ভাঙা বুক জোড়া লেগেছে, মহুয়ারে মহুয়া !

সন্ন্যাসী ॥ না—না—হত্যা করব···আমি ওকে হত্যা করব—

মহুয়া ॥ মা—না—[নদেরচাঁদের আলিঙ্গন মুক্ত হইতে প্রবল চেষ্টা] ছাড় আমায় ছাড়—[আলিঙ্গন বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া] হত্যা করবে ? কে ও ?

নদেরচাঁদ ॥ [সাশ্চর্য্যে] কে আমি ?

মহুয়া ॥ নদেরচাঁদের দিকে না তাকাইয়া]···কে···ও ? আমি ভেবেছিলুম 'সে'···ও তো 'সে' নয়···

সন্ন্যাসী ॥ [সাগ্রহে] তাই বল—তাই বল—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া ! আমি যে তোর সেই সোণারচাঁদ··তুই যে আমারি সেই মহুয়া—

মহুয়া ॥ না—না—না—

নদেরচাঁদ ॥ না ?

সন্ন্যাসী ॥···হাঁ !···তবু স্পর্দ্ধা তোমার, তুমি ওকে বুকে নাও···?

নদেরচাঁদ ॥ ওযে আমার বুকের মাণিক, তাই নিই বুকে কেন ? ওরে আমার বুকের ধন, আয়, তোকে মাথায় রাখি—

মহুয়া ॥ [সন্ন্যাসীকে]···দেখ তো কি বলে—!

সন্ন্যাসী ॥ [নদেরচাঁদের প্রতি] খবরদার ও তোমার কেউ নয়, তুমি ওর কেউ নয়···

নদেরচাঁদ ॥—মহুয়া—

মহুয়া ॥ [সন্ন্যাসীকে]··কাজ কি এখানে থেকে ? চল না··· আমরা ঐ মন্দিরে যাই—[সন্ন্যাসীকে টানিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ [পিছু তাকাইয়া নদেরচাঁদকে ব্যঙ্গে] ম—হু-য়া !

নদেরচাঁদ ॥ [চরম ব্যাকুলতায়] শোন···শোন —

সন্ন্যাসী ॥ [বজ্রনির্ঘোষে] — সাবধান !

মহুয়া ॥ [চট্ করিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া, মুখোমুখী দাঁড়াইয়া] · কি বলবে বল

নদেরচাঁদ ॥ [মুহূর্ত্তকাল মহুয়ার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রী নিবাসে চলিয়া গেলেন]

মহুয়া ॥ [নদেরচাঁদ অদৃশ্য হইলে] হাঃ হাঃ হাঃ

[হাসিবার ভাণ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। হাসি নহে,
কান্না। মহুয়া কাঁদিতে লাগিল]

সন্ন্যাসী ॥ একি মহুয়া ! তুমি কাঁদ্‌ছ ?

মহুয়া ॥ না—না—হাস্‌ছি···[হাসিয়া কথাটি বলিতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু পারিল না।] না—না—গাইছি···[হাসিও বটে, কান্নাও বটে]

সন্ন্যাসী ॥ কোথা থেকে তুই এসেছিস্ জানি না···কিন্তু এলি··· যেন ঝর্ণা। পাষাণের বুকে আজ ঝর্ণা নেমেছে···পাষাণের আজ ঘুম ভেঙেছে···কত যুগের পিপাসা আজ মিট্‌ছে···ঐ ঝর্ণায় · ঐ ঝর্ণায় !

মহুয়া ॥ [মুখ তুলিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি যাদুকরীর দৃষ্টিতে মধুস্বরে] আমি ঝরণা ?

সন্ন্যাসী ॥—ঝর্ণা ! ঝর্ণা !···তুই ক্ষুধিত পাষাণের মুখে নেচে নেচে নেমে এসেছিস ঝর্ণা ! তুই পিয়াসী পাষাণের চোখে উচ্ছল চপল ঝর্ণা।

মহুয়া ॥ অত শত বুঝিনে ছাই।···তুমি আমায় নিয়ে এখন কি করবে তাই বল দিকিনি—

সন্ন্যাসী ॥ কেন ?

মহুয়া ॥ [যাত্রী নিবাস দেখাইয়া] ও যদি আবার আসে—?

সন্ন্যাসী ॥ যখন তুমি ছিলে না, তখন ওকে রক্ষা করেছি এখন তুমি এসেছ ওকে আমি হত্যা করব···ক্ষুধিত পাষাণ আমি·· পিয়াসী পাষাণ আমি।

মহুয়া ॥ [শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া]···খুব ভালো—তুমি খুব ভালো,···খুব ভালো হবে।···তোমার বুঝি ছুরী আছে ? আমারো আছে বিষ। [কেশ-পাশ হইতে বিষ বাহির করিয়া দেখাইয়া] তক্ষকের বিষ···পাহাড়ের তক্ষক মাথায় তার মণি···আমি কিন্তু ভয় পাইনি···দেখলুম···আর নাচতে লাগলুম···ফণী এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল···এক হাতে নিলুম তার মণি···আর এক হাতে তার বিষ !

—[গান]—

ফণির ফণায় জ্বলে মণি
কে নিবি তাহারে আয়।
মণি নিতে ডরেনা কে
ফণির বিষ-জ্বালায় ॥
করেছে মেঘ উজালা
বজ্র-মাণিক-মালা,
সে মালা নেবে কি কালা
মরিয়া অশনি-ঘায় ॥

সন্ন্যাসী ॥ [গান শেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] যাদু—যাদু—যাদু জানিস তুই···

মহুয়া ॥ [কুটিল কটাক্ষে] সত্যি ?···তা নয় গো তা নয়। আজ মনে হচ্ছে···কতকাল পরে আমি কাকে যেন পেয়েছি···যাকে পেয়ে আমার চোখ নাচছে···মন নাচছে···বুক ভরে উঠ্ছে···সাতরাজার ধন এক মাণিক···আমার সেই হারাণো মাণিক বল দেখি কে ? [যাত্রী-নিবাসের দিকে তাকাইল—]

সন্ন্যাসী ॥ [মুস্কিলে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিলেন না।] এঁ্যা··আমি···? না—না—[হঠাৎ দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া] ও কি ?

মহুয়া ॥ [মহুয়াও চমকিয়া উঠিল, দেখিল কোতয়াল ও তাহার অনুচরগণ ছুটিয়া আসিতেছে, ভীতার্ত্তকণ্ঠে···] ঐ তারা আসছে—ঐ তারা আসছে···!

সন্ন্যাসী ॥—কোতয়াল আসছে।···তুমি ঐ মন্দিরে ঢুকে পড়··যাও···যাও · শীগগীর—

মহুয়া ॥ [মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] লুকাবো ? না পালাব ?

সন্ন্যাসী ॥ না—না—লুকাও···ঐ মন্দিরে,—প্রতিমার পেছনে—

মহুয়া ॥ [সোৎসাহে] এ আমি খুব পারি···দেখো এখন—

[ছুটিয়া মন্দিরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

সন্ন্যাসী ॥ কোতয়ালকে লক্ষ্য করিয়া] এই যে কোতয়াল বাবাজী ! ·· এসো বাবাজী এসো—

[সানুচর কোতয়াল ছুটিয়া প্রবেশ করিল।]

কোতয়াল ॥ কথার সময় নেই। প্রমাণ পেয়েছি সেই পাগ্‌লি এই মন্দিরেই কোথায় লুকিয়ে আছে। [অনুচরদের প্রতি] হাঁ করে দেখ্‌ছ কি ?...ঐ মন্দিরের ভেতর দেখ—

সন্ন্যাসী ॥ না—না—দাঁড়াও...

[অনুচরগণ থমকিয়া দাঁড়াইল]

কোতয়াল ॥ [সন্ন্যাসীর প্রতি] কেন ?

সন্ন্যাসী ॥—মন্দির অপবিত্র হবে !

কোতয়াল ॥—রাজকার্য্যে ও বাধা মান্‌তে পারি নে—

সন্ন্যাসী ॥ [প্রকাণ্ড সমস্থায় পড়িলেন] তবে কি হবে ! তবে কি হবে ! তবে কি হবে ! আচ্ছা, আমি দেখে আসি—

কোতয়াল ॥ তা দস্তুর নয় ।...আমাদেরি স্বচক্ষে দেখতে হবে—

সন্ন্যাসী ॥...আঃ ঐ যাত্রীনিবাসটি তো দেখই নি...

কোতয়াল ॥ মন্দিরে না পেলে সে-ও দেখব...

[মন্দিরের দিকে নিজেই ছুটিল।]

[যাত্রীনিবাস হইতে রাধু পাগ্‌লি বাহির হইয়া আসিল।]

রাধুপাগ্‌লি ॥ এত গোলমাল কেন ? ঘুম ভেঙে গেল...কি জানি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম তাও ভেঙ্গে গেল...[বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল] এরা কে ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী ॥ [রাধুকে দেখিয়া কোতয়ালকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন] কোতয়ালজি ! কোতয়ালজি—!

কোতয়াল ॥ [পিছু ফিরিয়া তাকাইল] কি ?

সন্ন্যাসী ॥ পাগ্‌লি মন্দিরে নেই, কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—

কোতয়াল ॥ [নীচে ছুটিয়া আসিয়া] কই ?

সন্ন্যাসী ॥ [একবার মন্দিরের দিকে চাহিতে লাগিলেন আবার রাধুর দিকে তাকাইলেন···কিন্তু কি বলিবেন ঠিক্ করিতে পারিলেন না।]

কোতয়াল ॥ কই পাগ্‌লি ?

সন্ন্যাসী ॥ [মাথা নীচু করিয়া রাধুকে দেখাইয়া দিলেন]—ঐ—

কোতয়াল ॥ [অনুচরদের প্রতি]—বাঁধো ··

রাধু ॥ এ্যাঁ—

কোতয়াল ॥—চুপ্···

রাধু ॥ [সন্ন্যাসীর প্রতি] ওগো ওরা আমায় ধরে নেয় কেন ? কেন ওরা আমায় বেঁধে নিয়ে যায় ? [কাঁদিয়া ফেলিল]

সন্ন্যাসী ॥ [তিনিও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না] কেন ···কেন···জানি না···জানি না···

কোতয়াল ॥ ব্যস্···এইবার ছুটে চল, ধনপতি সাধুর ওখানে···কি খুসীই হবেন তিনি—এখনি বকশীস্ মিল্‌বে···চালাও ঘোড়া···

[সোল্লাসে চলিয়া গেল। পশ্চাতে অনুচরগণ রাধুকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল]

রাধু ॥ ওগো···তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না·· তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না···[ক্রন্দন]

সন্ন্যাসী ॥ [তাহাকে যেন বৃশ্চিকে দংশন করিল] ওঃ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি সোপান বহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন]

রাধু ॥ আমি বিষ খাবো···আমি বিষ খাবো···বিষ আমার সঙ্গে আছে···আমি বিষ খাবো···ছাড়ো আমায় ছাড়ো ! [অনুচরগণ তাহাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

সন্ন্যাসী ॥ [কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন] রাধু ! রাধু !···কোতয়াল ! কোতয়াল !

[মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া মহুয়ার প্রবেশ]

মহুয়া ॥ [আসিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল] কোতয়াল—কোতয়াল—

সন্ন্যাসী ॥ [তখনই আবার মহুয়ার বিপদ আশঙ্কায় মহুয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন] চুপ—চুপ—কোতয়াল ডাকো কেন ?

মহুয়া ॥ আমি দরজার ফাঁক দিয়ে স—ব দেখেছি···কেন তুমি মিছিমিছি তাকে ধরিয়ে দিলে ? ছি—ছি—!···কোতয়াল ! কোতয়াল—!

সন্ন্যাসী ॥···চুপ—চুপ—···তারা ওকে এখনি ছেড়ে দেবে···তুমি ভেবো না, তুমি নেমে এস···শীগ্‌গীর নেমে এস। এই মুহূর্ত্তে আমাদের পালাতে হবে—

মহুয়া ॥···সেই পাগ্‌লি—

সন্ন্যাসী ॥ উচ্ছন্ন যাক্ সে।···তুমি এস—

মহুয়া ॥ কিন্তু সে যে বিষ খাবে বলে গেল !...

সন্ন্যাসী ॥ আঃ তাকে যে এতক্ষণ তারা ছেড়েই দিয়েছে!

মহুয়া ॥ তাহলে বেশ হয়েছে।···কিন্তু আমিও খাব···আমার ক্ষুধা পেয়েছে···না খেলে আমি এখান থেকে এক পা-ও চলতে পারব না—

সন্ন্যাসী ॥ কি খাবে? দুধ? জল? না ফল? শীগ্‌গীর বল—

মহুয়া ॥ আমি পান খাব—

সন্ন্যাসী ॥ [আশ্চর্য্যে] পান?

মহুয়া ॥ হাঁ পান। [চটুল চাহনীতে] পান না খেলে আমি এক পাও নড়ব না—

সন্ন্যাসী ॥ চল তবে ঐ মন্দিরে···শীগ্‌গীর চল—[মন্দিরের দিকে ছুটিলেন]

মহুয়া ॥ দাঁড়াও, ওগো দাঁড়াও—

সন্ন্যাসী ॥ [দাঁড়াইলেন] আবার কি?

মহুয়া ॥ আমার যেমন-তেমন পান খাওয়া নয়, এমন পানই খাবো··· যে দেখে মনে হয়···আমি রাক্ষুসী···রক্ত খেয়েছি···

সন্ন্যাসী ॥ তুমি য'টা ইচ্ছে · খেয়ো···

মহুয়া ॥ আর তুমি?

সন্ন্যাসী ॥ আমি—আমি তো পান খাই নে—

মহুয়া ॥ বটে!···তবে আমিও খাব না।···কিন্তু এও বলে রাখছি পান না খেয়ে আমিও এক পা নড়্‌ব না!

সন্ন্যাসী ॥ খাব—আমিও খাব—এসো শীগ্‌গির···

মহুয়া ॥ সন্ন্যাসীও তবে পান খায়। হাঃ হাঃ হাঃ [লাফাইয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা দিল।]

[যাত্রীনিবাস হইতে নদেরচাঁদ টলিতে টলিতে বাহির হইলেন—মন্দিরের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন—এবং মন্দিরের দিকে উদাসনেত্রে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—এবং তখনই মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবেন কি হইবেন না এই দ্বিধায় পড়িলেন—একটু উত্তেজনার সহিতই দুইপদ অগ্রসর হইলেন এবং তখনই যেন ভাঙিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রীনিবাসে চলিয়া গেলেন।—মন্দির হইতে সন্ন্যাসী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

[মন্দির হইতে ছুটিয়া মহুয়া বাহির হইয়া আসিল]

মহুয়া॥ পান আর বিষ দুইই—পান আর বিষ দুই-ই! [যাত্রী-নিবাসের দিকে ছুটিল]

সন্ন্যাসী॥ [দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলেন] ও-হো, বিষ, বিষ! রাক্ষসী! পাষাণী! [তখনই পড়িয়া গেলেন]

মহুয়া॥ নদেরচাঁদকে যাত্রীনিবাস হইতে একপ্রকার টানিয়াই বাহির করিয়া]

নদেরচাঁদ॥ না—না—

মহুয়া॥ [সকৌতুকে] হাঁ—হাঁ—ঐ দেখ—[মৃতদেহ নদেরচাঁদকে দেখাইল]

নদেরচাঁদ॥ [মৃতদেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কান্নার সুরেই বলিল] না—না—

মহুয়া॥ তবু কাঁদে···ওরে বোকা···ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই···এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার সঙ্গে ঘর কর্‌বি। সন্ন্যাসী যদি বুঝ্‌তো আমি তোর বৌ, আগে নিত তোর প্রাণ···তারপর যেত আমার প্রাণ! [সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া] ঐ প্রাণের প্রাণকে পান দিতো কে প্রাণ? চোখ ঠেরে তো

আমি তোকে সব বলেওছিলুম তা তুই তো···[দূরে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেল] তাই ত! আবার ঘোড়া?···[দেখিয়া] কোতয়াল! [নদেরচাঁদকে] এইবার তুই আমায় বাঁচা—[সন্ন্যাসীর মৃতদেহ দেখাইয়া দিল—]

নদেরচাঁদ॥ [এই একটি কথায় তাহার লুপ্ত তেজ, সুপ্ত বল—তখনি ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া নদেরচাঁদ মন্দিরে উঠিলেন। তাহার মৃতদেহ মন্দিরের ভেতর ঠেলিয়া দিয়া দুয়ার টানিয়া দিয়া নীচে ছুটিয়া আসিলেন—মহুয়া ব্যাকুলভাবে নদেরচাঁদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, নদেরচাঁদ তাহার কাছে আসিবামাত্র কোতয়ালদের কোলাহল ও ফটকের সম্মুখেই শোনা গেল। তখনি উভয়ে ছুটিয়া ফটকের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিলেই তাহারা দরজার আড়ালে ঢাকা পড়ে এই মতলব।]

[সেই মুহূর্তে কোতয়াল কয়েকজন অনুচর সহ ছুটিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সদর দরজা খোলামাত্র দরজার আড়ালে মহুয়া ও নদেরচাঁদ ঢাকা পড়িল।]

কোতায়াল॥ সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—এক নিরপরাধ রমণীকে ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়লে চলবে না···তার জবাবদিহি কর—।···সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী···পালিয়েছে! তবে সে পালিয়েছে···শুধু একা নয়···সেই পাগ্‌লি···প্রমাণ পেলুম সে বেদেনী—সেই বেদেনীকে নিয়ে পালিয়েছে! খোঁজ সেই সন্ন্যাসী, ধর সেই বেদেনী—[অনুচরদের ইঙ্গিত, তাহারা মন্দিরের দিকে ছুটিল] কোথায় সেই বেদের দল···[নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া] ওখানে নয়, আনো ওদের এখানে···যদি সেই বেদেনীকে না পাই

তবে · [বেদের-দলকে ঘিরিয়া কোতয়ালের অন্যান্য অনুচরদের প্রবেশ] ···ওদের সবাইকে আজ কয়েদ কর্‌ব—

হুম্‌ড়া ॥···ঐ মন্দিরে···আমরা তার পিছু নিয়েছিলুম···খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছি সে এই মন্দিরে ছুটে এসেছে—

কোতয়াল ॥ চল সব মন্দিরে—

[সকলে মন্দির অভিমুখে ছুটিল।]

মহুয়া ॥ [এই ফাঁকে নদেরচাঁদকে লইয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া] এই ফাঁকে পালাতে হবে।···দেখেছ···শুধু কোতয়াল নয়···ঐ দেখ সর্দ্দার—

নদেরচাঁদ ॥—ঐ মাণিক···

মহুয়া ॥—আর সবার পিছে ? [একটু অগ্রসর হইয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিতেই চিনিল···আবেগ ও উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উঠিল] —সুজন !

সুজন ॥ [তখন আর সবাই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে ; বাকী ছিল···সবার পিছে···শুধু সুজন। সে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইল, মহুয়াকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল] মহুয়া !

[এবং তৎক্ষণাৎ ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া সোপান বহিয়া নীচে ছুটিল]

মহুয়া ॥ [মহুয়া তাহার মুখোমুখী ছুটিল এবং সম্রাজ্ঞীর মতো আদেশ-সূচকস্বরে তর্জ্জনী তাড়নায় কহিল]—খবর্‌দার—

সুজন ॥ [থমকিয়া দাঁড়াইল···কিন্তু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো মহুয়ার চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল।]

মহুয়া ॥ [মহুয়াও প্রথমে তীব্রদৃষ্টিতেই সুজনের পানে চাহিয়াছিল··· ধীরে ধীরে দৃষ্টির সে তীব্রতা কমিয়া আসিল···চোখ জলে ভরিয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া সেই জলভরা চোখে মিনতির সুরে ডাকিল]—সুজন!

সুজন ॥ [মহুয়ার তীব্রদৃষ্টিতে সুজন ততটা বিচলিত হইয়াছিলনা। কিন্তু মহুয়ার এই করুণ-কাতর সম্বোধনে তাহার হাত হইতে ছুরি পড়িয়া গেল···গড়াইয়া কয়েকধাপ নীচে পড়িল। সুজন অবশ হইয়া গেল।]

মহুয়া ॥ [ছুরিখানি চট্ করিয়া তুলিয়া লইয়া বিজয়িনীর উল্লাসে হাসিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ [নদেরচাঁদকে] এই ছুরি··আর বাইরে কোতয়ালের ঐ ঘোড়া···!···ছোট—

নদেরচাঁদ ॥—আর তুমি ?

মহুয়া ॥—তোমার সম্মুখে···ঐ ঘোড়ার পিঠে···!

[বলিয়াই নদেরচাঁদকে একটানে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।]

সুজন ॥ [বাইরে ঘোড়ার শব্দে সুজনের চমক ভাঙিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছুটিয়া কয়েক ধাপ নামিল···দেখিল মহুয়ারা ঘোড়া ছুটাইয়া পালাইল—তৎক্ষণাৎ সে ঘুরিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে] সর্দ্দার! সর্দ্দার!

[মন্দিরের দুয়ারে কোতয়ালও হুমড়া বেদের আবির্ভাব]

কোতয়াল ॥ সন্ন্যাসীকেও বিষ দিয়েছে সেই বেদেনী—আজ একের দোষে সকল বেদে-বেদেনী কোতল কর্ব্ব—

হুমড়া ॥—এঁ্যা—

সুজন ॥ তবে কি সে ?

হুমড়া ॥ কে ?

সুজন ॥—মহুয়া।

হুমড়া ॥—ম—হু—য়া ! সেই সয়তানি। কোথায় সে ?

কোতয়াল ॥ কে মহুয়া—?

সুজন ॥ যে তোমার ঘোড়ায় আমাদের জাতের দুষ্‌মনকে নিয়ে পালাল—

হুমড়া ॥ তোরি সম্মুখে ?

সুজন ॥…সম্মুখে কেন…আমার চোখের ওপর দিয়ে…আমার বুকের ওপর দিয়ে বুকে ছুরি বসিয়ে—

হুমড়া ॥—অধম ! পারিস্‌নি নিতে তার শির ! [সুজন মাথা নীচু করিল]

কোতয়াল ॥—শির নেব আমরা—[ফটকের দিকে ছুটিলেন]

হুমড়া ॥ বরদার। বেদের শাস্তি দেবে বেদে। দেব আমি। এক পা এগিয়েছ কি মরেছ—

[কোতয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ছুরি তুলিল—কোতয়াল থমকিয়া দাঁড়াইল]

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য ;—

[জয়ন্তী পাহাড় ।

পর্ণ কুটীর ।

"চৌদিকে রাঙা ফুল

ডালে পাকা ফল ।"

ঝর্ণা । দূরে নদী ।

যেন একখানি ছবি ।

[পশ্চাতে কল্পলোক]

মহুয়ার—গান

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন ।
সুন্দরতর হ'ল নিখিল ভুবন ॥
আজি কপোত কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্ম্মরে ।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নতুন জগৎ মোরা করেছি সৃজন ॥

মরিতে চাহিনা, পেয়ে জীবন-অমিয়া।
আসিব এ কুটীরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন।
আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রীলয়ে আসিল অরন্যা,
মঙ্গল-ঘটে এল নদীজল বন্যা,
পার্ব্বতী পরিয়াছি গৌরী-ভূষণ ॥

[পশ্চাতে কল্পলোক-পটে একটি সোণার গাছে রূপার পাতা। তাহাতে মাণিকজোড় পাখী বসিয়া আছে। তাহাদের প্রতীক এক খোকা আর এক খুকী মহুয়ার গানের তালে তালে নাচিতেছিল।]

*　　*　　*　　*　　*

[মহুয়া গান শেষে জলের কলসী লইয়া নদীতে জল আনিতে গেল।]

[আবার সেই কল্পলোক। খোকা-খুকু সেই গানের তালে তালেই নাচিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কোথা হইতে আর একটি ব্যাধবালক নাচিতে নাচিতে আসিল। হাতে তাহার তীর-ধনুক। সে গাছের মাণিকজোড় পাখী লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। একটি পাখী মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল খুকিটি। খোকা তখন তাহারি চারিধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাচিতে লাগিল। অবশেষে সেও পড়িয়া মরিয়া গেল। ব্যাধবালকটি তাহা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে, অন্ধকারে কল্পলোক অদৃশ্য হইল।]

*　　*　　*　　*

[নদেরচাঁদের প্রবেশ]

নদেরচাঁদ ॥ [অতি বিষণ্ণ]···মহুয়া !

[জলকলস লইয়া মহুয়ার প্রবেশ]

মহুয়া ॥ সোণারচাঁদ !

নদেরচাঁদ ॥ আজ আবার সেই মাণিকজোড় পাখী…

মহুয়া ॥…কিছু বলনি তো তাদের ? সুখে আছে তারা ?

নদেরচাঁদ ॥ [হঠাৎ যেন বাণ-বিদ্ধ হইয়াই] ওঃ

মহুয়া ॥ ও কি ! অমন কর্‌লে যে ?

নদেরচাঁদ ॥ না—কিছু না—

মহুয়া ॥ বল…কি হয়েছে—

নদেরচাঁদ ॥ [কাঁপিয়া উঠিলেন] না—না—না—

মহুয়া ॥ ওদের কথা ভেবে বুঝি ভয় পাচ্ছ ?…ভারী সুখী পাখী, না ? আমারো খালি ভয় হয় · কে কখন ওদের তীর মারে।…ওদের দু'টিতে কি ভাব ! কেউ যদি ওদের একটিকে মেরে ফেলে, আর একটি উড়ে পালায় না,…যে সাথীটি গেল·· তারি চারপাশে ওড়ে আর ওড়ে… নেচে নেচে ওড়ে…হঠাৎ পড়ে মরে যায় !

নদেরচাঁদ ॥ আমি দেখেছি—আমি দেখেছি—

মহুয়া ॥ আমি দেখিনি…আমি শুনেছি।…কিন্তু তুমি দেখলে কবে ? কোথায় দেখলে ?

নদেরচাঁদ ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া] না—না—না—

মহুয়া ॥ বটে !…না ? [সাভিমানে] বেশ।…[আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া --

মহুয়া ॥ [আকাশের দিকে চেষ্টা করিয়াই আরো বেশী মন দিল]

নদেরচাঁদ ॥ ও কি হচ্ছে মহুয়া ?

মহুয়া ॥ [আকাশ হইতে চোখ না ফিরাইয়া] কাজ করছি !—

নদেরচাঁদ ॥ কি কাজ ?

মহুয়া ॥ বল্‌ব না—

নদেরচাঁদ ॥ বুঝেছি। রাগ করেছ। তবে কামরাঙা ফলগুলো···

মহুয়া ॥ [ছুটিয়া কাছে আসিয়া]··দাও—

নদেরচাঁদ ॥ সে হচ্ছে পরের কথা। আগে বল আকাশ-পানে তাকিয়ে ছিলে কেন ?···রাগ করেছিলে ?

মহুয়া ॥ [মাথা নীচু করিয়া একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া, তখনি নদের-চাঁদের মুখেরপানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে] কড়িকাঠ গুণ ছিলুম !

নদেরচাঁদ ॥ কড়িকাঠ গুণ্‌ছিলে আকাশে ?

মহুয়া ॥ [পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ আকাশে তাকাইয়া] নিশ্চয়ই একটা কিছু দেখ্‌ছিলুম···[বিড়বিড় করিয়া] কি দেখছিলুম ! কি দেখছিলুম ! [হঠাৎ] হাঁ, একটী চাঁদ উঠেছে !—

নদেরচাঁদ ॥ দিনের বেলায় চাঁদ—

মহুয়া ॥ শুধু ওঠে নি···আবার জ্বালাতন সুরু করে দিয়েছে !—

নদেরচাঁদ ॥ আকাশের চাঁদ তো এক রাতের বেলায়ই ওঠে জানি—

মহুয়া ॥ তবে তো আকাশের চাঁদ নয়, হাঁ,···তবে বুঝি নদীয়া চাঁদ [হঠাৎ তাহার দিকে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া] ও···তুমি ?·· কখন এলে ?

নদেরচাঁদ ॥ রাগ ভাঙল ?

মহুয়া ॥ [অপ্রস্তুত হইয়া] বটে ! [তখনি নদেরচাঁদকে জব্দ করিবার মানসে]—আমার কামরাঙা ফল ?

নদেরচাঁদ ॥ [হতবাক হইলেন]

মহুয়া ॥—আমার কামরাঙা ফল ?

নদেরচাঁদ ॥ না—না,—সে ফল যেন কেউ দেখে না, কেউ চায় না,···কেউ যেন পাড়্‌তে যায় না—

মহুয়া ॥ কেন ? কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ সেই গাছেই যে মাণিকজোড়ের বাসা।···ওরে মহুয়া, এই যে আমাদের পাতার কুটির···পাতারি কুটির, প্রাসাদ নয়, অট্টালিকা নয়, শুধু পাতারই কুটির। কিন্তু তবু এই পাতার কুটিরেই আমরা বাসা বেঁধে আছি কি আনন্দে···কি সুখে—!

মহুয়া ॥···ঠিক্ যেন মাণিকজোড়—

নদেরচাঁদ ॥ হাঁ ঠিক্ যেন মাণিকজোড়! আমাদেরও ঐ পেয়ারা ফলের গাছ রয়েছে...তারি তলে আমরা দাঁড়িয়ে কি সুখেই গল্প কর্‌ছি··· গান কর্‌ছি···দুজনে দুজনকে ভালোবেসে দুনিয়া ভুলে বসে আছি···হঠাৎ যদি কোন ব্যাধ···ঐ ফল পাড়্‌তে তীর ছোঁড়ে···সেই তীর ফলে না লেগে যদি দৈববশে আমাদেরই কারো বুক বিদ্ধ করে. তবে—তবে—?

মহুয়া ॥ [কল্পনায় সে দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল] ওঃ [চোখ বুঁজিয়া আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে] না—না—চাইনা কামরাঙা ফল···কেউ যেন কখনো না চায়—

নদেরচাঁদ ॥ [বিষম যন্ত্রণায়] তুমি চেয়েছিলে—তুমি চেয়েছিলে··· আমিও তীর ছুঁড়েছিলুম—

মহুয়া ॥···[বিষম যন্ত্রণায়] কেন ছুঁড়লে ? কেন ?

নদেরচাঁদ ॥···আমি আগে দেখিনি···তারা যে ফলের পাশে আড়ালে বসেছিল···আমি আগে দেখিনি—

মহুয়া ॥ দুটিই কি মারা গেছে ?···ওগো, দুটিই কি একসঙ্গে চোখ বুঁজ্‌ল ?

নদেরচাঁদ ॥—মরেছে কি বেঁচে আছে আমি দেখে আসিনি। তীর খেয়ে একটি তখনি মাটিতে লোটাল···আর একটি কিন্তু পালাল না,··· মৃত পাখীর চারপাশে ঘূর্ণীর মতো ঘুর্‌তে লাগ্‌ল।

মহুয়া ॥···ওরই নাম মাণিকজোড়ের মরণ নাচ···সেই নাচ নাচ্‌ছিল··· নাচ্‌ছিল আর মর্‌ছিল···তিলে তিলে মর্‌ছিল···দেখনি ?

নদেরচাঁদ ॥···না···দেখিনি।···আর তাকাতে পারলুম না। তোমার জন্য নীল হ্রদ থেকে লালকমল তুলেছিলুম। লালকমল ছিল হাতে। হাত থেকে তা পড়ে গেল। আমি চোখ বুঁজে ছুটে পালিয়ে এলুম··· তোমার কাছে—

মহুয়া ॥···তুমি আবার যাও···গিয়ে দেখে এস···যেটি বেঁচেছিল···যেটি নাচ্‌ছিল···সেটি কি এখনো বেঁচে আছে ?···

নদেরচাঁদ ॥—না—না···আমি যাব না···আর যেতে পারবনা···

মহুয়া ॥—যেতে তোমাকে হবেই···যেতেই হবে···তোমাকে যেতেই হবে—

নদেরচাঁদ ॥ কেন ?

মহুয়া ॥···যদি সে এখনো বেঁচে থাকে···তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে চলে এস···তাকে বাঁচাও···তাকে মুক্তি দাও···তাকে শান্তি দাও—

নদেরচাঁদ ॥ না—না···আমি যেতে পারবনা—

মহুয়া ॥ যাবে না ?

নদেরচাঁদ ॥ না—

মহুয়া ॥ বেশ, আমার লালকমল ?

নদেরচাঁদ ॥ বললুম যে··· সেই মাণিকজোড়ের পাশে পড়ে আছে··· হাত থেকে খসে পড়েছে···আর আমি তুল্‌লুম না···

মহুয়া ॥ কেন তুল্‌লে না ?

নদেরচাঁদ ॥—ভুলে গেলুম···

মহুয়া ॥—[সাভিমানে] তুমি আমায়ও তবে মাঝে মাঝে ভুলে বসে থাক !···

নদেরচাঁদ ॥—না মহুয়া না—

মহুয়া ॥ হাঁ সোণারচাঁদ হাঁ—!

নদেরচাঁদ ॥ তোকে ভুলব ? তা কি কখনো হয় ?

মহুয়া ॥ আমায় তুমি তেম্‌নি ভালোবাস ?

নদেরচাঁদ ॥ তাও কি মুখে বল্‌তে হবে ?

মহুয়া ॥ – যাও···তবে লালকমল নিয়ে এস—যাও বলছি···নইলে আমি অনর্থ করব—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, আজ যে আর পা চল্‌ছে না ?

মহুয়া ॥ পা চলছে না ? ভালো কথা মনে করে দিয়েছ—[ছুটিয়া গিয়া একটি মদ্যপূর্ণ পাত্র সম্মুখে আনিয়া ধরিল।]···দেখেছ ?

নদেরচাঁদ ॥ মদ ?

মহুয়া ॥ মদ···। আমি বানিয়েছি। নিজে-হাতে বনের ফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে তৈরী করেছি···একটি চুমুক খেয়েছ কি মন নেচে উঠবে···পা নেচে উঠবে···নাচ্‌তে ইচ্ছে হবে···ছুট্‌তে ইচ্ছে হবে···। বল দেখি এর নাম ?

নদেরচাঁদ ॥ তুমিই জানো—

মহুয়া ॥ [গান]

(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দেবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোণার চাঁদ-চুঁয়া ॥
মধু হ'তে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রং ধরে কাজল-নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নভো-নীল ছোঁওয়া ॥
ঝিম্ হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
পান্'সে জোছনাতে পান্‌সি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারি মিতালী এ মহুয়া ॥

মহুয়া ॥ [গীত শেষে, গর্ব্বে] এই মাথা ওর বাপ···এই হাত ওর মা···তুমি ওর কেউ নও, হাঁ। মদ তো নয়, যেন মধু। তৈরী করেই একটি চুমুক্ খেয়েছি·· তাতেই মন নেচে উঠ্‌ছে···রক্ত নেচে উঠ্‌ছে··· শুধু নাচ্‌তেই ইচ্ছে কর্‌ছে···ইচ্ছে হচ্ছে নেচে নেচেই আজ মরি···তা তো নাচ্‌ব না, আজ লালকমল না পেলে জীবনে আর নাচ্‌বোই না—। ফেলে দিলুম এই মদ···[মদ্যপাত্র উপুড় করিয়া ধরিল—সব মদ পড়িয়া গেল।] কি হবে রেখে ? থাকতো যদি আজ সুজন, ঐ মদ খেয়ে নেচে উঠ্‌ত··· ছুটে যেত···সেই লালকমল আন্‌তে ··যত দূরেই হোক্ ··যেখান থেকেই হোক্—

নদেরচাঁদ ॥ মদ? ঐ মদ খেয়ে সুজনকে ছুট্‌তে হ'ত? তবে ফেলে দিলে কেন?

মহুয়া ॥—তুমি তো আর খেলে না—!

নদেরচাঁদ ॥—কেন খাব? কেন খাব মদ?

মহুয়া ॥—নেশা—নেশা হ'ত···পা চল্‌ত! লালকমলও পেতুম!

নদেরচাঁদ ॥ লালকমল পাবে। পাও চলবে। আর নেশা?··· তুই-ই যে আমার নেশা···আমার জীবনের নেশা···আমার মরণের নেশা। মদ আমারও আছে···মদ আমিও খাই। কিন্তু সে মদের নাম মদ নয়, তার নাম সুরা নয়, তার নাম মদিরা নয় · তার নাম "মহুয়া"!

[প্রস্থান।

মহুয়া ॥ [ক্ষণেক স্তম্ভিত হইল। তৎপরেই নদেরচাঁদের দিকে ছুটিয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল···পরম ঔৎসুক্যে তাহাকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে আর যখন দেখা যায় না তখন ফিরিয়া আসিয়া] —ভালোবাসে। খুব ভালোবাসে। তবু মন মানে না···ইচ্ছে হয় দেখি—আরো কত ভালোবাসে! কবুতর কবুতরি দেখি হিংসে হয়, দুজনে তাই তাদের মতোই বাসা বাঁধি ছোট্ট এই পাতার বাসা—চোখ জুড়িয়ে যায় মন পাগল হয়!···মাণিক-জোড় পাখী দেখি—মনে হয় আমরাও এই মাটির মাণিক-জোড়—জন্মে জন্মে ঐ মাণিক-জোড়েই জন্মেছি মাণিক-জোড়েই মরেছি, [হঠাৎ দূরে পালঙ্কের বাঁশী শোনা গেল।] ও কি! বাঁশী বাজে! কার বাঁশী? [উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া হঠাৎ আতঙ্কে] এ যে পালঙ্ক সইএর বাঁশী! বিদায়ের সময় সে বলেছিল ঐ বাঁশী বাজ্‌লে মাথায় বাজ পড়বে!

[মাদল বাদ্যও শোনা গেল] ঐ যে মাদলও বাজে! ও যে সুজনের মাদল! ...তবে কি তারা? তবে কি...তবে কি তারাই এখানে ছুটে আস্‌ছে? [মাদল বাদ্য] ঐ যে আরো কাছে! এ যে কাণের পাশে! সর্ব্বনাশ! আজ মাথায় বাজ্ পড়বে! আজ মাথায় বাজ্ পড়বে! [থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল] কোথায় আমার সোণার চাঁদ...কেন তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দিলুম...সেও যে এখানেই ফিরে আস্‌ছে। পালাই...তার কাছে পালাই [কাঁদিতে কাঁদিতে] রইল আমার পাতার বাসা...রইল আমার হিজল গাছের তল্...রইল আমার ঝরণাধারার জল...[মাদল ধ্বনি]—[কাঁদিতে কাঁদিতে] রইল গো রইল...সব আমার রইল... যাই—গো—আমি যাই...তোদের ছেড়ে পালাই—[পালাইতে গিয়াই হঠাৎ কি মনে পড়িল]...পালাব? যদি পথে তার সঙ্গে দেখা না হয়, আমি তো পালালুম...কিন্তু সে যদি অন্যপথে ওদের সম্মুখে এখানে এসে পড়ে...তবে...[পরিণাম কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া] ওঃ না—না...আমি পালাব না।...আসুক তারা। আসুক সে। রইলুম আমি। [একটি বৃক্ষ ধরিয়া নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।]

[ছুটিয়া নদেরচাঁদের প্রবেশ। তাহার গাত্রবাসে আবদ্ধ একগুচ্ছ রক্তকমল]

নদেরচাঁদ ॥—মহুয়া...

মহুয়া ॥ [চমকিয়া উঠিল] তুমি! এসেছ!...[কপালে করাঘাত করিয়া] সর্ব্বনাশ!

নদেরচাঁদ ॥ চুপ্।···বেদের দল চারদিক ঘিরে ফেলেছে—আয় পালাই—

মহুয়া ॥ আর পালিয়ে কি হবে!—না—না, আমি পালাব না।

নদেরচাঁদ ॥ কপালে যা আছে তাই হবে···আয়—[তাহাকে কোল পাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া পালাইতে যাইবেন—ঠিক্ এমন সময় চতুর্দ্দিক হইতে বেদের দলের প্রবেশ। সকলের হাতে প্রসারিত ছুরি—]

বেদের-দল ॥ মহুয়া—-

[নদেরচাঁদ মহুয়াকে নামাইয়া দিলেন। মহুয়া নদেরচাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইল—]

বেদের-দল ॥—এইবার ?

মহুয়া ॥ আমায় তোমরা মারবে? কেন মারবে? আমি যে তোমাদেরি মেয়ে!

বেদের দল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

মহুয়া ॥ তোমরা হাস্‌ছো কেন? নামাও ছুরি···বাজাও মাদল··· গাও গান···বাপুজি! পালঙ্ সই! সুজন!

সুজন ॥ [তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে নদেরচাঁদের আলিঙ্গন হইতে ছিন্ন করিয়া দিল—]

হুমড়া ॥ সুজন, আগে মার্ দুষমন—

সুজন ॥ না—, আগে মার্ব্ব বেইমানি!

মহুয়া ॥ ও—হো—হো—সোণারচাঁদ···

[ছুটিয়া নদেরচাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেই সুজন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! জানো এ···কি?·· মাণিকজোড়ের অভিশাপ···মাণিকজোড়ের অভিশাপ!

মহুয়া ॥ [সুজনের দৃঢ়মুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা] আমায় ছাড়...আমায় ছাড় ..

সুজন ॥—[মহুয়ার মুখের কাছে মুখ লইয়া হাস্য-কুটিল স্বর ও দৃষ্টিতে] কেন? কেন?

মহুয়া ॥···আমায় না ছাড় [নদেরচাঁদকে দেখাইয়া] ওকে ছেড়ে দাও— · দয়া কর সুজন দয়া কর ..

সুজন ॥...ওকেই তো দয়া করছি। ওকে আগে মারব না, আগে মারব তোকে।···ও তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে চেয়ে দেখুক! [মহুয়াকে] দুষমনকে এতখানি দয়া কে করে? [নদেরচাঁদকে] কেউ করে?

হুমড়া ॥ ঠিক্ বলেছিস্ সুজন, ঠিক বলেছিস্। এরই নাম বেদের দয়া···হাঃ হাঃ হাঃ।

নদেরচাঁদ ॥ ফিরে নাও তোমাদের এই অপূর্ব্ব দয়া। দয়া করে শুধু এই দয়াটুকু ফিরে নাও ··

হুমড়া ॥ ··তা হয় না ঠাকুর। লোকে তবে বলবে বেদে-জাত বড়ই নির্দ্দয়! হাঃ হাঃ হাঃ।

সুজন ॥ মহুয়া, তবে—?

[একহাতে মহুয়াকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল···ছুরি কাঁপিতে লাগিল—]

মহুয়া ॥ ও—হো! [ভয়ে চোখ বুঁজিল।]

নদেরচাঁদ॥ না—না—…ওরে…না—

পালঙ্ক॥ সুজন! সুজন! [কাঁদিতে লাগিল]

হুমড়া॥ [যেন তাহারি মৃত্যুকাল উপস্থিত] দাঁড়া সুজন—একটু দাঁড়া—কথা আছে।

নদেরচাঁদ॥ হাঁ, একটু দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে শুধু একটিবার চেয়ে দেখ ওর ঐ ভয়-ব্যাকুল মুখখানি…

সুজন॥ ঐ চাঁদমুখখানি, না? [সর্দ্দারকে] ও মুখ আমরা যেন আজ নূতন দেখ্‌ব!…যে মুখ দিনের ছিল ধ্যান, রাত্রের ছিল স্বপ্ন · যে মুখ চোখের ছিল নেশা, মনের ছিল মধু, যে মুখের কথা ছিল বাঁশী, আর হাসি ছিল সুধা·· যে মুখের একটি কথায় জীবন হয়েছে স্বপ্ন আর স্বপ্ন· হয়েছে সোণা…আজ সেই মুখ দেখ্‌তে বলছে অপরে!…অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! অতীব অপূর্ব্ব! নয় মহুয়া? [কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল।]

মহুয়া॥ সুজন! ফেলে দে ঐ ছুরি—, [সুজনের হাত হইতে ছুরি পড়িয়া গেল।] কেন কাঁদিস্? [নদেরচাঁদকে দেখাইয়া] ছেড়ে দে ওকে। ও বাজাবে বাঁশী। তুই বাজাবি মাদল, পালঙ্ নাচবে। আমি গাইব। বাপুজি শুন্‌বে।…সে কেমন হবে বাপুজি…কেমন হবে?

হুমড়া॥—চুপ্ শয়তানি—

মহুয়া॥ চুপ করব কেন বাপুজি! যত কথা আছে শোন। যত সুখে আছি দেখ। দেখ ঐ পাতার বাসা…তারি পাশে দেখ ঐ লতার বন… তারি সঙ্গে শোন ঐ ঝরণার গান—

হুমড়া॥ আমি দেখ্‌ব না। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, শুনলে কাণ জুড়িয়ে যায়। মন ভুলে যায়। কিন্তু সয়তানি যে, সে এমনি করেই প্রাণ

গলায়···ওরে সয়তানি, আমি তা জানি। ওরে মাণিক···ওরে সুজন··· তোরাও কি সয়তানির মায়ায় ভুল্‌লি ?—সুজন ? [সুজনের কাছে গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। সুজন যেন স্বপ্ন দেখিয়া, সচকিত ভাবে জাগিয়া উঠিল।] ছুরি কই ? [সুজন ছুরি তুলিয়া লইল।] শাণাও ছুরি—।··· ওরে সবাই শাণাও ছুরি—

বেদের দল ॥ [সকলে ছুরি পরখ্‌ করিয়া দেখিয়া]—ঠিক্‌ আছে। সর্দ্দার এই দেখ—[সকলে একসঙ্গে ছুরিকা সম্মুখে হানিল—ছুরিকাগুলি চিক্‌মিক্‌ করিতে লাগিল।]

মহুয়া ॥ [ভয়ে] বাপুজি ! আবার ঐ ছুরি ?···ও—হো—হো— নামাও—নামাও—

নদেরচাঁদ ॥ আর যদি না নামাও···আগে বসাও আমার বুকে—

হুমড়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

পালঙ ॥ বাপুজি, সইএর হয়ে আমি তোমার পায়ে পড়্‌ছি—!

মহুয়া ॥ ওরে আমার পালঙ সই, কত গান রয়েছে গাওয়া হয়নি, কত নাচ্‌ রয়েছে নাচিনি, কত কথা ছিল কইনি—[কাঁদিয়া ফেলিল]

সুজন ॥ সর্দ্দার, সর্দ্দার, মহুয়ার চোখে জল দেখেছ ? যা কোনদিন কেউ দেখেনি···আজ দেখ···!···মহুয়া কাঁদে···আজ মহুয়া কাঁদে—

নদেরচাঁদ ॥ কাঁদে ! কাঁদে ! [ক্রন্দন।]

হুমড়া ॥ কাঁদলেই হ'ল ? কাঁদে তো সবাই। চোখে তো আমারো জল আস্‌ছে···তাই বলে আমিও কি কাঁদ্‌ব ? [রুদ্ধ অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল] কখনো না—কখনো না—প্রস্তুত হও সুজন···প্রস্তুত হও মাণিক··· তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। মনে কর সেই প্রতিজ্ঞা—

বেদেগণ ॥ মনে আছে। আমরা সবাই প্রস্তুত—!

হুমড়া ॥ [সকল বেদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া] হুম্। ছুরি সব কোষবদ্ধ কর। [আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।] ঐ মায়াবিনীর কাছে দাঁড়িয়ো না। ওর কাছে গিয়ে ওর বুকে ছুরি বসাতে হাত কাঁপবে। হাজার হলেও ও বেদের মেয়ে, সবাই ওকে ভালোবেসেছ একদিন। সেই দুর্ব্বলতায় কারো হাত যদি কাঁপে·· তার ছুরি যদি ওর বুকে না বসে···বেদের আইনে 'ওকে দিতে হবে মুক্তি, আর তাকে বরণ করতে হবে মৃত্যু। ওরে মাণিক···ওরে সুজন···তাই নয় ?

বেদেগণ ॥ হাঁ, তাই—

মাণিক ॥ হাঁ তাই। শিকার কর্ত্তে গিয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার চাইতে বড় অপমান বেদে আর জানেনা। বেদে জানে শুধু এক আঘাত ছুরিরই হোক্ আর তীরেরই হোক্—

হুমড়া ॥ সেই এক আঘাতে যে মরে না···ঈশ্বরের ইচ্ছা সে বাঁচুক। কিন্তু যার সেই এক আঘাত ব্যর্থ হ'ল, সে বেদে জাতের কলঙ্ক···মৃত্যু দিয়ে তার নাম আমাদের দল থেকে মুছে দেই।···কেমন ?

বেদেগণ ॥—হাঁ।

* * * * *

হুমড়া ॥ এই কথাটা তোমরা বেশ বুঝতে পাচ্ছতো ? যে এক আঘাত ব্যর্থ হলে তার শাস্তি মৃত্যু—?

বেদেগণ ॥ হাঁ সর্দ্দার—

হুমড়া ॥ তবে সকলে তীর-ধনুক নাও। না,—সকলে নয়। একজনই যথেষ্ট। ঐ তো আমার দুধের মেয়ে, একজনের একটি তীরই যথেষ্ট।

মহুয়া ॥ [বুঝি এ রাজ্যে ছিলনা…কল্পনা-চক্ষে কি যেন দেখিতেছিল] কামরাঙা ফল। আমি চাইলুম। ঐ কামরাঙা গাছে মাণিকজোড়ের বাসা। ফল পাড়্‌তে তীর ছুড়্‌ল। ফল পড়্‌ল না…পড়্‌ল একটি পাখী… পড়্‌ল আর মর্‌ল…কিন্তু তার দোসর ? দোসর ?

নদেরচাঁদ ॥ আমি দেখে এসেছি…আমি দেখে এসেছি…

মহুয়া ॥ বল গো বল, তার দোসর ?

নদেরচাঁদ ॥ আমি বলব না—আমি বলব না—

মহুয়া ॥ তারা ছিল…মাণিকজোড়…আর গেল কি এক্‌লা ? [আপন মনে ভাবিতে লাগিল।]

পালঙ ॥ মাণিকজোড় কি সই ? মাণিকজোড় ?

মহুয়া ॥ তুই আর সুজন। আমি আর [নদেরচাঁদকে দেখাইয়া] ও…হাঃ হাঃ হাঃ [নদেরচাঁদকে] নয় ?

হুমড়া ॥ ওরে, ও হাসছে ! তবে কি ও পাগল হ'ল ?

সুজন ॥ আর কথা নয় সর্দ্দার। এ দৃশ্য অসহ্য। শেষ কর এ দৃশ্য।…

হুমড়া ॥ কে শেষ করবে ?

মাণিক ॥ আমি—

সুজন ॥ না, আমি। ও ছিল আমারি বাকদত্তা বধূ। বাকদানের এই সেই বকুলমালা…ঐ দিয়েছিলো আমার গলায় তুলে। শুকিয়ে গেছে সে মালা…কিন্তু এখনো আমার বুক জুড়ে রয়েছে সেই ব্যঙ্গ, সেই পরিহাস। [মহুয়াকে] বকুলমালা তার অপমান ভুলে আজও আমার বুক জুড়েই রয়েছে, কিন্তু বকুলমালার সে অপমান…আমার প্রেমের এই অপমান…আমি ভুল্‌তে পারিনা—

মহুয়া ॥—তুমি তার প্রতিশোধ নাও—। মার···আমায় মার। তুমি খুশী হও।··খুশী হয়ে আমার শুধু একটা কথা রেখো—

সুজন ॥ কি কথা ?

মহুয়া ॥ ঐ পালঙ্ সইকে বিয়ে ক'রো। ও তোমাকে ভালোবাসে··· আমি যেমন [নদেরচাঁদকে দেখাইয়া] ওকে ভালোবেসেছি—তেমনি···! একতিল কম নয়!

সুজন ॥ হাঁ, বিয়ে করব।· কিন্তু আগে চাই, প্রতিশোধ তবে তো ?

মহুয়া ॥ [ধীরে ধীরে চোখের জলের ডালি লইয়া হুমড়ার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল।] বাপুজি! বিদায় বাপুজি!

হুমড়া ॥···ওরে—ওরে—। ক্রন্দন।]

সুজন ॥ তুমিও কাঁদ্‌ছ সর্দ্দার? তুমি না সর্দ্দার? তুমি নিষ্ঠুর বেদের নির্ম্মম সর্দ্দার এই না ছিল তোমার গর্ব্ব? কিন্তু আজ? ওরে হতভাগ্য বেদের দল··চেয়ে দেখ্ ঐ আমাদের সর্দ্দার···কন্যার একটি আলিঙ্গনে···কন্যার দু'ফোঁটা চোখের জলে···ভাসিয়ে দিল···এতকালের··· কতকালের এই বেদে জাতির মান-সম্মান···অপমান···প্রতিহিংসা··· প্রতিজ্ঞা!···

হুমড়া ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] না—না—

সুজন ॥ ঐ দেখ···সর্দ্দার কাঁদে ·! বেদে তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে, ভয়ে ঐ দেখ, বেদের সর্দ্দার কাঁদে!

হুমড়া ॥ [চোখ মুছিতে মুছিতে] না—না—

সুজন ॥ না? · বেশ্, তবে হাত তুলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর। কর

আশীর্ব্বাদ। ঐ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর বুকে তীর ছুঁড়্‌ব।··· পারবে করতে আশীর্ব্বাদ?

মহুয়া॥ বাপুজি! বাপুজি! কর আশীর্ব্বাদ। ঐ সুজন তোমায় চোখ-রাঙায়···এ আমি সইতে পারিনা। কর আশীর্ব্বাদ···সে হবে আমার মুক্তি, একলা আমার নয়···তোমারো—তোমারো!

হুমড়া॥ তাই হোক্ মা তাই হোক্···ওরে সুজন···আশীর্ব্বাদ? [হাত তুলিতে গিয়া তখনি নামাইয়া] না—না—না—পারলুম্‌না—[ক্রন্দন]

সুজন॥ [রুষ্টভাবে] সর্দ্দার, তোল হাত। অথবা বল বেদের সম্মান কিছু নয়, বেদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়! বল···তাই না হয় বল—

হুমড়া॥ না—না—তাও নয়। [মহুয়াকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিতে দিতে] আমার চোখ দু'টো অন্ধ হোক্···কর্ণ আমার বধির হোক্···বুক আমার ভেঙে চুরমার হোক্···তবু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে···বেদের মান, বেদের সম্মান রাখতেই হবে। ওরে আমার মহুয়া মা, পারলুম না, হাত আমাকে তুল্‌তেই হোল, তুইও গেলি, আমিও পিছে পিছে আস্‌ছি···সেইখানে, যেখানে বেদে নেই, বেদের সর্দ্দার নেই, শুধু আছে পিতা···শুধু আছে তার কন্যা।···ওরে সুজন···ধন্য তুই আমার পুত্র··· সার্থক তুই আমার শিষ্য···এই নে—আমার আশীর্ব্বাদ—

[বামহস্তে মুখ ঢাকিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন]

সুজন॥ আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পেতে নিলুম···আজ আমি ধন্য হলুম···সর্দ্দার সত্যসত্যই তুমি আমার এই অনর্থক জীবন সার্থক করলে! মহুয়া—

পালঙ্ক ॥ সুজন! সুজন! পায়ে পড়ি সুজন!—

[সুজনের পায়ে পড়িল]

সুজন ॥ চুপ্। [পা সরাইয়া লইল।] মহুয়া, এইবার—[শর-সন্ধানোদ্যত]

নদেরচাঁদ ॥ দয়া কর সুজন, দয়া কর। ধরার আলো ঐ মহুয়া—পাহাড়ের ঝরণা ঐ মহুয়া—

সুজন ॥—তোমার—তোমার।—আমার কে?

মহুয়া ॥ কেউ নই। তোমার গলে ঐ বকুল মালা, সে চায় প্রতিশোধ। তুমি চাও প্রতিশোধ। আর কথা নয়, দেরী নয়—

সুজন ॥—কখনো নয়।···মহুয়া—[শরসন্ধান করিল। কিন্তু হাত কাঁপিতে লাগিল।]

হুমড়া ॥ খবরদার সুজন। হাত কাঁপ্ছে। একটি তীরে একটি আঘাতে···ও যদি না মরে, মর্‌বি তুই—

সুজন ॥ [অধীর হইয়া উঠিয়া] জানি—জানি—আমি সে সবই জানি। আর তা জানি বলেই ওরে আমার মহুয়া, এই হ'ল আমার প্রতিশোধ! [ইচ্ছাপূর্ব্বক তীর ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াই ধনুক মাটিতে ফেলিয়া দিল]

হুমড়া ॥ সাবাস্—সুজন! সাবাস্! ওরে সাবাস্! সাবাস্! [ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে বুকে লইল। এবং মহুয়া বাঁচিয়া গেল এই আনন্দের উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিল।]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—মহুয়া—

মহুয়া
পালঙ্ক } সুজন—সুজন—

সুজন॥ [বুক ফুলাইয়া সর্দ্দারের সম্মুখে গিয়া] বেদের আইনে লক্ষ্য-ভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু,·· দাও মৃত্যু—

হুমড়া॥ [চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে স্মরণ হইল মহুয়া বাঁচিয়াছে বটে কিন্তু সুজন গেল।] মৃত্যু!—লক্ষ্য-ভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো!—লক্ষ্য-ভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো!··ওরে সুজন! তবে এ তুই কি কর্‌লি!·[মহুয়াকে ছাড়িয়া সরিয়া আসিল] ওরে! তুই যে বেদে-জাতির আশা—ভরসা—আমার শ্রেষ্ঠ-পুত্র··শ্রেষ্ঠ-শিষ্য! তোকেই তবে আজ হারাতে হবে!

পালঙ্ক॥ [হুমড়ার পায়ে লুটাইয়া পড়িল] বাপুজি, ওকে ক্ষমা কর—

সুজন॥ চোখের জলে বেদের আইন কলঙ্কিত করোনা পালঙ্ক!—কই সর্দ্দার?—

মহুয়া॥ সুজন! সুজন! তুমি কেন আমায় বাঁচালে?

হুমড়া॥ প্রেম!···প্রতিহিংসার চাইতে প্রেম হল ওর বড়।·· [সুজনের প্রতি] বাহাদুরি? না? এইবার মর। বেদের কুলপ্রদীপ নিভে যাক্!···শুধু একটা মোহে···একটা খেয়ালে জাতির আশা·· ভরসা···সাহস···বল···আজ বলি হোক্ [সুজনের প্রতি চটিয়া, শ্লেষে] কুল-প্রদীপ · না কুল-কলঙ্ক! · মরতে তো হবেই · এইবার মর—

মহুয়া॥ [হুমড়ার পায়ে পড়িয়া] বাপুজি, কেন এই অনর্থ!··· মার গো আমায় মার তোমার পায়ে পড়ি বাপুজি, আমায় মার!—ও বাঁচুক! [পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

মহুয়া ॥···তোর জন্য ··ঐ ঠাকুরের জন্য···আজ যত অশান্তি···যত মর্ম্মপীড়া! হতভাগী,···চোখে চেয়ে তো দেখ্‌লি বেদের-ব্যাটার কীর্ত্তি! খেলোয়াড়ের মত খেলোয়াড় ঐ সুজন।···দেখ্‌লি বেদের ব্যাটা প্রাণ নিতেও মেতে ওঠে···আবার···প্রাণ দিতেও নেচে ওঠে!···কিন্তু বেদের মেয়ে·· তুই?

মহুয়া ॥—আমি? কিছু চাইনা আমি।···শুধু চাই ও [সুজন] বাঁচুক!

সুজন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [মহুয়ার কাছে মুখ লইয়া, শ্লেষে] কিন্তু আমি তোমার দয়া চাই না মহুয়া সুন্দরী, প্রাণ-ভিক্ষা চাইতে হয় চাও ঐ নদেরচাঁদের, আমার নয়—

মহুয়া [হুমড়ার প্রতি কাঁদিতে কাঁদিতে] ভিক্ষা দাও···ঐ সুজনের প্রাণ ভিক্ষা দাও সর্দ্দার—

হুমড়া ॥—হাঁ, দেব।···দিতে পারি। আমি তোর কথা রাখ্‌ব। কিন্তু তার আগে আমি বুঝ্‌তে চাই···তুই কে। তুই কি [ভয়ে ভয়ে] বেদেরই মেয়ে, না···অপরের! বুঝতে চাই···এতকাল ধরে তোকে যে শিক্ষা দিয়েছি···যে দীক্ষা দিয়েছি···যে স্নেহে···যে মমতায় তোকে লালন-পালন করেছি···তা কি আমার সার্থক হবে, না মিথ্যা হবে! দিবি সেই পরীক্ষা?

মহুয়া।—কি বাপুজি?

হুমড়া ॥ এই ধর্ বিষলক্ষের ছুরি। জাতির পরম শত্রু···জাতির সেরা দুষ্‌মন···ঐ—[নদেরচাঁদকে দেখাইল।]···ওর বুকে তোকে এই ছুরি···এখনি···আমূল বসিয়ে দিতে হবে—।···দিবি?···যদি দিস্‌, তবে

বুঝ্‌ব, হাঁ তুই বেদেনী, বেদেনীর মতো বেদেনী···ঐ সুজনও বাঁচ্‌বে।··· আর যদি না দিস্‌···তোরি চোখের সম্মুখে শত বেদের শত তীর ঐ ঠাকুরের বক্ষ রিদ্ধ করবে···বেদের প্রতিজ্ঞাই তাই —।···কি করবি ?

মহুয়া॥ [হুমড়া কথা বলিতে বলিতে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল। হুমড়ার বুকে ছিল মহুয়ার দেওয়া সেই মুক্তারমালা। মহুয়া হুমড়ার কথা শুনিতেছিল আর সেই মুক্তোরমালায় হাত বুলাইতে-ছিল। হুমড়ার প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে আঙ্গুল দিয়া ভাবিতে লাগিল কি করিবে। তাহার পর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব।]···ছুরি দাও—

হুমড়া॥ [সাহ্লাদে] নে—নে—এই তো বেদের মেয়ে!···যদি কেউ বলে তুই রাজার মেয়ে···হাঃ হাঃ হাঃ—

মহুয়া॥ [ছুরি লইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। পরে নদেরচাঁদের দিকে একবার তাকাইল। তাহার পরই তাকাইল হুমড়ার বুকে সেই মুক্তামালার দিকে। সেটি ধরিয়া] আর দাও এই মালা। তোমার এই মালা হোক আমার আশীর্ব্বাদ ?

হুমড়া॥ [সানন্দে] নে মা নে। [মালা খুলিতে খুলিতে] আমার অন্ন মিথ্যা নয়, আমার স্নেহ মিথ্যা নয়, এই নে তুই আমার মুক্তারমালা— [মালা খুলিয়া তাহা মহুয়ার গলায় পরাইয়া দিয়া] সঙ্গে দিলুম আমার সারা প্রাণের আশীর্ব্বাদ—[নদেরচাঁদকে দেখাইয়া] বাঁধ্‌ ওকে—[আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।]

মহুয়া॥ ছুরি লইয়া নদেরচাঁদের দিকে মাতালের মতো টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে হইতে] বেদেনী সব পারে···কি না পারে ? নাচতে নাচ্‌তে সে সওদাগরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, দেয় নি ?···

সন্ন্যাসীকে পান খাইয়ে তার প্রাণ নেয়, নেয়নি? বেদেনী কি না পারে? সে মালাও গলায় পরিয়ে দেয় আবার বুকেও ছুরি বসায়! বেদেনী কি না পারে? সে সব পারে গো সব পারে!

হুমড়া ॥ বাহবা বেটি! বহুৎ খুব! যে হবে বেদেনী সে হবে ডাইনি। ডাইনীর মতো হো—হো করে হেসে ওঠ্...হেসে উঠে জাত-বেদেনীর মতো মার্ ওর বুকে ছুরি—

মহুয়া ॥ [হুমড়ার দিকে হাস্য-কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া] মারব ছুরি। তার আগে পরিয়ে দেব ওর গলায় এই মালা! এই মরণ মালা! [বলিয়াই নদেরচাঁদের গলায় মুক্তামালা পরাইয়া দিল।] কেমন হ'ল... হাঃ হাঃ হাঃ কেমন হ'ল! এইবার দেখ জাত বেদেনীর খেলা! [নদেরচাঁদকে মারিতে ছুরী উঠাইল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! তুমি এত সুন্দর! ভীষণতার এত রূপ! হাতে বজ্র-ছুরিকা, চোখে বিদ্যুৎশিখা! হানো ছুরি গো হানো ছুরি...ঝল্‌সে উঠুক্ বিদ্যুৎ!...মুগ্ধ হয়ে মরি...আমি মুগ্ধ হয়ে মরি!

মহুয়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [সেই ছুরি নিজেরই বুকে বসাইয়া দিল। বেদের দল, বেদের দল কেন, যেন সমগ্র জল-স্থল একসঙ্গে একটী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল...ই—ই—ই!—]

নদেরচাঁদ ॥
হুমড়া ॥
সুজন ॥
পালঙ্ ॥
} মহুয়া!

মহুয়া ॥ [বুকে ছুরি মারিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া যাইতেছিল, নদেরচাঁদ তখন তাহার দেহভার একহাতের ওপর লইয়াছিলেন। মহুয়ার মুখ হেলিয়া পড়িয়াছিল। নদেরচাঁদ সেই মুখের পানে অব্যক্ত যাতনায় চাহিয়াছিলেন।] সোণারচাঁদ! আঃ—

নদেরচাঁদ ॥ রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী,—

হুমড়া ॥ [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] মহুয়া মহুয়া গেল—মহুয়া ফাঁকি দিয়ে পালাল—ওরে সুজন—তবে তুই আর বাকী কেন—তুইও মর—তুইও মর—[কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষেপিয়া উঠিল—] কিন্তু না, ঐ দুষ্‌মন্‌···মার ঐ দুষ্‌মন্‌···মার—

সুজন ॥ [বেদের দলের প্রতি] মার—মার—মাণিকজোড় মার—

বেদেরদল ॥—মার—

[যুগপৎ সকলের তীর ছুটিল। নদেরচাঁদের সর্ব্বদেহ তীর বিদ্ধ হইয়া গেল]

হুমড়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ দুষ্‌মন্‌ শেষ! কাজ শেষ!—না—না, এখনো আর একটা বাকী রয়েছে! [সুজনের প্রতি] এইবার ওরে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, এইবার তোর প্রায়শ্চিত্ত···মর্‌···মর্‌ · কিন্তু কোথায় মর্‌বি এখানে? জমি কই? সব যে রক্ত! তুই কোথায় দাঁড়াবি? আমি কোথায় দাঁড়াব? ওরে আমরা দাঁড়াই কোথায়?·· ভেসে গেল···ভেসে গেল··উঃ···রাজার মেয়ের এত রক্ত! এমন রক্ত!···ও রক্তে যে আমার সব ভেসে গেল! ঐ আমার মহুয়া ভেসে যায়·· ওরে সুজন···আয়···দি ঝাঁপ্‌···

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চলিয়া গেলেন। পেছনে অন্যান্য বেদেগণ ছুটিল]

সুজন॥ হাঁ, দি ঝাঁপ্‌—দেব ঝাঁপ্‌—এই বকুলমালার আগুন··· সইতে পারি না—সইতে পারি না—[বকুলমালা কণ্ঠ হইতে খুলিয়া ছিঁড়িয়া মহুয়ার দিকে নিক্ষেপ] দি ঝাঁপ্‌···দেব ঝাঁপ্‌—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

নদেরচাঁদ॥ [যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে] মহুয়া! আঃ [বুকের তীর তুলিয়া ফেলিলেন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইয়া গাত্রবাস ভিজাইয়া দিল। গাত্রবাসে মধ্যমণির মতো আবদ্ধ ছিল সেই লালকমল গুচ্ছ। তাহাও রক্ত-রাঙা হইল। যন্ত্রণায় বুকে হাত বুলাইতেই সেই পুষ্পগুচ্ছে হাত ঠেকিল। নদেরচাঁদ চমকিয়া উঠিয়া] ওরে···এ যে সেই ফুল···সেই লালকমল! মৃত মাণিকজোড়ের পাশে শুকিয়ে পড়েছিল··মলিন হয়ে পড়েছিল···বুকের রক্তে এখন রাঙা হয়ে উঠেছে···! মহুয়া, ··এ ফুল যে তুমিই চেয়েছিলে, এ ফুল যে তোমার জন্যই এনেছি··তোমার জন্যই সেই শুষ্ক ফুল···সেই মলিন লালকমল আজ বুকের রক্তে রঙীন হয়ে তোমার হাতের পরশ চায়···তোমার খোঁপার পরশ চায়···তোমার বুকের পরশ চায়···

মহুয়া॥ [অতিকষ্টে] দা—ও···

নদেরচাঁদ॥ [হাত বাড়াইয়া পরম আগ্রহে ফুল দিতে গেলেন··· কিন্তু আবদ্ধ দেহে তাহা পারিলেন না। হাতখানি মহুয়ার হাতের কাছে গিয়া শুধু কাঁপিতে লাগিল] না—ও··না—ও—

[পালঙ্ক ইহা দেখিতে পাইল। সে নদেরচাঁদের সেই অর্ঘ্য মহুয়ার অঞ্জলিতে ঢালিয়া সাহায্য করিল।]

মহুয়া ॥ [সেই ফুলগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া] আমার সোণার চাঁদের লালকমল—আঃ—[বলিয়াই নদেরচাঁদের পায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল।]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! আজও আমরা মাণিকজোড়! ছিলুম মাণিকজোড়! চল্‌লুম মাণিকজোড়!—[মৃত্যু।]

পালঙ্ক ॥ [কাঁদিতে লাগিল] মাণিকজোড়! মাণিকজোড়!

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃ ঃ—

মঙ্গলবার, ১৬ই পৌষ ১৩৩৬

হুমড়া সর্দ্দার	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
নদেরচাঁদ	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুজন	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
মাণিক	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সন্ন্যাসী	শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী
কোতয়াল	শ্রীবিজয় কার্ত্তিক রায়
ধনপতি সাধু	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
অনুচরগণ গ্রামবাসিগণ বেদেগণ	শ্রীহরিদাস ঘোষ, শ্রীকালীচরণ গোস্বামী, শ্রীসুশীল কুমার বসু, শ্রীমদনমোহন দত্ত, শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী, শ্রীবৈদ্যনাথ সেন, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণধন কুণ্ডু, শ্রীকালীপদ গুপ্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষাল, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণকুমার গোস্বামী, শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবনবিহারী পাইন, শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅভয়চরণ গাঙ্গুলী।

রাধু পাগলী	শ্রীমতী ইন্দুবালা
মহুয়া	শ্রীমতী সরযূ বালা
পালঙ্ক	শ্রীমতী ফুল্লনলিনী
চন্দ্রাবলী	শ্রীমতী কালীদাসী
বেদিনীগণ	শ্রীমতী নিরুপমা, শ্রীমতী প্রমোদিনী, শ্রীমতী আঙ্গুর বালা, শ্রীমতী সন্তোষকুমারী, শ্রীমতী মণিবালা, শ্রীমতী তারকবালা, শ্রীমতী পটলমণি, শ্রীমতী কালীদাসী, শ্রীমতী প্রমীলাবালা, শ্রীমতী কমলা বালা, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমতী বীণাপানী, শ্রীমতী মলিনাবালা, শ্রীমতী টিকুমণি ও শ্রীমতী সুশীলাবালা।

বাঙলার নাট্যসাহিত্যে নবযুগ !

বাঙলার নাটকাভিনয়ে নবযুগ !!

রূপ-দক্ষ কথানট

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এম-এ

শুধু বাঙলার নাট্যসাহিত্যে নহে, অভিনয়-জগতের নবযুগ প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্‌এর সহযোগে অভিনয় কলায় যে নবযুগ নবরস নবছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, নাট্যরসরসিক কলাবিদ্ দর্শক তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই নবযুগের নব-নাট্যগ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে কয়েকটি মাত্র প্রসিদ্ধ অভিমত প্রকাশিত হইল।

আমরা কিছুই বলিব না, অপরে

কি বলিতেছেন তাহাই দেখুন।

শ্রীমন্মথ রায় এম-এ প্রণীত

নাট্য গ্রন্থাবলী

মুক্তির ডাক

[একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

মূল্য—ছয় আনা

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-এট-ল ঃ—"মুক্তির ডাক আমার খুব ভালো লেগেছে···এখানি যথার্থ ই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে ও-জিনিষ একান্ত দুর্লভ।···মুক্তির ডাকের অভিনয় আমি মানসচক্ষে দেখেছি, এবং তাই দেখেই বলছি যে "মুক্তির ডাক" একখানি যথার্থ drama. বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। ইতি—১৩।৭।২৪

সুপ্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল ঃ—"মুক্তির ডাক বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে একটা নূতন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে। অত ছোট একাঙ্ক একখানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক পাকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পারেন। গল্প গাঁথিবার ক্ষমতা তুমি ভালো রূপেই দেখাইয়াছ।"

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ঃ—"আপনার এই প্রথম উদ্যম সফল হইয়াছে।...আপনার গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে।"

চাঁদসদাগর

[পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত প্রথমে মনোমোহন এবং ষ্টার থিয়েটারে বৎসরাধিক কাল অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৲ মাত্র]

"প্রবর্ত্তক"—১৩৩১, আষাঢ় ঃ—"মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।—পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের

'মনাভনা'র কথা মনে পড়িয়া যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।"

"নাচঘর"—৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪…"নাটকখানি শুধু "মনোমোহনে'ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কুনাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।"

"কল্লোল"—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪—"বাঙলার নাট্যসাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য।…নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার।…নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়!"

"আত্মশক্তি"—৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৪—"নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দ্যনীয়।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—২৬।৯।২৭—"কি ভাবের দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয়

তিনি দিয়াছেন।...বাঙলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই "চাঁদসদাগর" শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।"

"ভারতবর্ষ"—পৌষ, ১৩৩৪—"শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় গতানুগতিক ভাবে এই দৃশ্যকাব্য লেখেন নাই; তাঁহার একটা নিজস্ব ছন্দ-ভঙ্গী আছে। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এমন সুন্দরভাবে অগ্রসর করিয়াছেন যে, পাঠক ও দর্শক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।...চাঁদসদাগর" বাঙলা দৃশ্য-কাব্য-ক্ষেত্রে একথা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রঙ্গমঞ্চে এই "চাঁদসদাগরে"র অভিনয়ও যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে।"

"The Bengalee" in its issue of October 18th, 1917; "Once in a while a play is produced which Theatre-geors love to witness over and over again, which leaves the beaten track and carves out a path of its own, which is hailed as something out of the ordinary,—such a play is undoubtedly Mr. Manmatha Ray's "CHANDSADAGAR."

দেবাসুর

[এক দৃশ্যের এক একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক
আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে
অভিনীত। মূল্য—১৲ মাত্র।]

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল ঃ—
“ঋগ্বেদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি খণ্ড হইতে একটা গোটা চিত্র তুমি গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছ—...Flora Anine Steelএর এই রকম চিত্রের পাশে ধরিলে তোমার নাটকের এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতকটা অনুভব করা যায়। তোমার বইখানি একটা উচ্চ স্তরের আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।”

“আনন্দবাজার পত্রিকা”—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫—
“ইতিপূর্ব্বেই “চাঁদসদাগর” লিখিয়া মন্মথবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; “দেবাসুর” তাঁহার সেই যশ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই...পরাধীন ভারতের মর্ম্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকলা হিসাবেও গ্রন্থখানি অনবদ্য হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান্ হইয়াছে।...এই নাটকখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

“আত্মশক্তি”র তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যার নাটনিবন্ধে “দেবাসুর” প্রবন্ধে ঃ—“তাঁর নাটক উচ্চ স্তরের হয়ে উঠেছে, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে দুই জাতির এই যে সংঘর্ষ, সামান্য নাটকের সীমার মধ্যে তার এই উপযুক্ত প্রকাশ কম শক্তির পরিচয় নয়। তাই দেব ও অসুর এই দুই জাতির দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে, শুধু বৈদিক কালের একটি কাহিনী হিসাবেই আমাদের মনোহরণ করে না......”ইত্যাদি।

"ভারতবর্ষ"—শ্রাবণ,১৩৩৫—"আমরা নাট্যকারের'বলাসুর' ও 'বৃত্রাসুরে'র চরিত্র চিত্রণ দেখিয়া সত্যসত্যই মুগ্ধ হইয়াছি ; এই দুইটী চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই বিশেষ উপভোগ্য। আরও একটি জিনিষ এই নাটকের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রবল দেশানুরাগ। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর নাটকের উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা আর বলিতে হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই নাটকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।"

"Forward."—in its 'Review of Books' dated July 24th. 1928. Dak ;—"Judged from his one-act dramas, Mr. Manmatha Ray M. A. is an artist who is much ahead of his times.…'DEVASUR', his latest work is a fine production, new in technic, novel in conception. The constructive imagination……is at once great, and herein there is USHA' the soul of an imprisoned mother crying in agony of the burden of her iron chains, and dancing still, to stir you to action to break into pieces the chains of slavery under which you labour…… Considered from every point of view, style, technque, conception and execution, "DEVASUR" is an outstanding production.

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম:—"এক বুক-কাদা ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পূরে পান করেছি আপনার লেখায় ;—

আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো ক'রে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই ব'লে লজ্জা অনুভব করছি। সূর্য্যকে অভিবাদন করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই। বিশেষ করে আপনার "সেমিরেমিস্" পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা ব'লে উঠতে পার্চ্ছিনে। যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। এত বড় সৃষ্টি !...আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।"

কল্লোল—(পৌষ, ১৩৩৫) :—"নাটক-প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে, "দেবাসুর" তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখানিকে অপরূপ রূপ দান করিয়াছে। শৃঙ্খলিতা নির্য্যাতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনও খানে নাটককে ক্ষুণ্ণ না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বৃত্রাসুর বলাসুর শচী এবং দধীচি চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব মনোমদ ভঙ্গী এই নাটকে বর্ত্তমান। নাটকখানি মাত্র পাঁচটি দৃশ্যে পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।"

শ্রীবৎস

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

নবশক্তি—(৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) "আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার উপাদান আছে প্রচুর। মন্মথবাবু এই

প্রাচুর্য্যের সন্ধান রাখেন। তাই তাঁর কলম থেকে উপরো-উপরি এমনিধারা কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রূপ পেয়েছে। "শ্রীবৎস" তাঁর এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। নাটকখানির প্রধান গুণ হয়েচে তার আড়ম্বরহীনতা। শনির কোপে শ্রীবৎসরাজাকে উপর্য্যপরি যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল তারই মূল সূত্রগুলিকে সাজিয়ে মন্মথবাবু অতি নিপুণভাবে এই পুরাতন উপাখ্যানটিকেও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি এবং ঘটনা সংস্থাপনের গুণে নাটকটি কোথাও দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এমনিধারা নাটকের অভিনয় করেই রঙ্গমঞ্চ তার লোকশিক্ষক নাম সার্থক করে।···শ্রীবৎসের অভিব্যক্তি ···অহীন্দ্রবাবুর নাট্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।··শেষ যবনিকাপাত পর্য্যন্ত তা যেমন Pathetic তেমনি হৃদয়গ্রাহী। কোন একটি ভূমিকার অভিনয় দেখে আমরা বহুদিন এ রকম আনন্দ পাইনি তা মুক্তকণ্ঠে এখানে স্বীকার করচি।···ইত্যাদি——চন্দ্রশেখর।

ত্রৈমাসিক—(১৪।৬।২৯) ঃ—শ্রীবৎস চিন্তার সেই বহুবিশ্রুত কাহিনী। "ফোটা ফুলের টাটকা মধু।"······দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘটনাস্রোত এমনি সংযত ও সংহত ভাবে আসিতে থাকে যে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, ঘৃণা, বিস্ময় ও আনন্দে তন্ময় হইয়া রহিতে হয়, কোথাও অতৃপ্তি থাকিয়া যায় না।

শ্রীবৎস সম্বন্ধে

Amrita Bazar Patrika, dated July 2nd. 29, Dak Edition. "If Sj. Ray has atready made his mark as a

drmatist, he has won fresh laurels ln his new presentation. lt is a very difficult task to produce a mythological drama before a modern audience, and this makes the success of Sj Ray all the more creditable. Without departing from the threod of original mythologn, he has introduced characters and innovations that have added greatly to the dramatic effect of the book...the book is sure to catch the imagination af an appreciative audience.

এতদ্ব্যতীত "বঙ্গবাণী", "অমৃতবাজার পত্রিকা", ভোটরঙ্গ প্রভৃতির বহু প্রশংসা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

মহুয়া

প্রথম রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে—

"নাচঘর।" [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

—"শ্রীযুক্ত মন্মথরায় মহুয়া-নদেরচাঁদের বিচিত্র প্রেম-লীলাকে লীলায়িত করে তুলেচেন তাঁর নবগঠিত নাটকখানিতে। পাঁচটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তিনি প্রেমগীতিকায় যে অন্তরা গেয়েছেন, নিজের প্রেয়সী কল্পনাকে গীতিকথার রচনার সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে নাট্যরসের যে গৈরিক প্রস্রবণকে মথিত করে তুলেছেন, তার অমৃতধারা নাট্যরসিকের চিত্তকে অনন্যপূর্ব্ব সুখাস্বাদে ভরপুর করে দেবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসঙ্কোচ কর্‌তে পারা যায়।"

"নবশক্তি।" [১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা]

"...শ্রীযুক্ত মন্মথরায় এই চিরন্তন প্রেমের গাথাকে নাটকের মধ্যে যে-ভাবে রূপ দিয়েছেন, তাতে তাঁর আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার যথেষ্ট কারণ আছে।...মন্মথবাবুর নাটকে এই গাথার গৌরবও যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি নাটকীয় আবেষ্টনের মধ্যে মহুয়ার রোমান্স অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।...মন্মথবাবুর "মহুয়া" হয়েছে একখানি অভিনব রোমান্টিক নাটক।...নাট্যকার নাট্যোক্ত চরিত্রদের প্রত্যেককেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেশ একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে পালা গানের মহুয়া নাটকের মধ্যে এমন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে যে তাকে ওদেশের জগৎপ্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। এছাড়া পালাগানের কাহিনীকে পরিবর্ত্তিত ও পল্লবিত করে নাট্যকার যে ভাবে তাকে নাটকের উপযোগী করে নিয়েছেন নাটকত্বের দিক থেকে তাও সবিশেষ প্রশংসার্হ। মন্মথবাবুর ভাষায় কবিত্বের উচ্ছ্বাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোমান্টিক নাটকে এই কবিত্বপূর্ণ ভাষা বেশ খাপ খেয়েছে।..."মহুয়া" একাধারে দর্শকদের মনও থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের পকেট ভরিয়ে দেবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা।—

"শিশির"...[ষষ্ঠ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা]

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি এরূপ উপভোগ্য নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে কমই দেখিয়াছি।...তরুণ নাট্যকার সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুত মন্মথ রায় এম-এ, মহুয়ার নাট্যরূপ দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইতঃপূর্ব্বেই আমরা "চাঁদ সদাগর" ও "শ্রীবৎসে" তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে

পাইয়াছি। আমরা তাঁহার এই নব উদ্যমেও মুগ্ধ হইয়াছি।…"মহুয়া" মনোমোহনের বিজয় বৈজয়ন্তী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

"বঙ্গবাণী"…[১ম খণ্ড, ২১১ সংখ্যা]

মন্মথবাবুর নামের সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই আজ পরিচিত। চাঁদসদাগর, দেবাসুর, শ্রীবৎস প্রভৃতিতে তাঁর যে নাট্যপ্রতিভার বিকাশ দেখেছি—তার পরিণতি দেখলুম আমরা এই "মহুয়া" নাটকে। এর লিখবার ধরণ—ভাষার কৃতিত্ব—বলবার ভঙ্গী চমৎকার। মন্মথবাবুর সব চাইতে বিশেষত্ব এই যে, তাঁর নায়ক-নায়িকারা মামুলী থিয়েটারি ঢং-এ কথা কয় না। সহজ মানুষের সহজ জীবন তাহারা ফলিত করিয়া তোলে …নাটকখানিতে পড়বার, ভাববার, দেখবার, অনেক জিনিষ আছে।

"আনন্দবাজার পত্রিকা।"…[নবপর্য্যায় ৮ম বর্ষ ২৪৩ সংখ্যা

…এই নূতন নাটক নাট্যসাহিত্যে তাঁহার যশ আরও বৃদ্ধি করিবে।… খাঁটী বাঙলার এই "মহুয়া" আখ্যানটি অবলম্বনে নাটক রচনা করিয়া মন্মথবাবু রসজ্ঞান ও নাট্যপ্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মন্মথবাবুর আরও কৃতিত্বের পরিচয় এই যে তিনি নাটকখানি আধুনিক নাট্যকলা সম্মত প্রণালীতে রচনা করিয়াছেন।" অভিনয় দেখিয়াই প্রত্যেক পত্রিকাই এইরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে মহুয়ার প্রশংসা করিয়াছিল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা